চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 25 July, 2020 ■ আগরতলা, ২৫ জুলাই, ২০২০ ইং ■ ১০ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

টিএমসিতে ফের করোনার থাবা, ৫ জন আক্রান্ত, দুদিন বন্ধ রাখা হচ্ছে প্রসূতি বিভাগ

জিবিতে বিনামূল্যে কোভিড-১৯ পরীক্ষা

শুক্রবার জিবি হাসপাতালে কোভিড-১৯ পরীক্ষার জন্য দীর্ঘ লাইন। ছবি নিজস্ব।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রসূতি বিভাগ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তিনজন গর্ভবতী মহিলা সহ পাঁচজন রোগীর দেহে করোনার সংক্রমণ পাওয়া গেছে। তাই, ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এদিকে, হাসপাতালের এক্স-রে ইউনিটের এক কর্মীর দেহেও করোনার সংক্রমণ মিলেছে। তাই, ওই ইউনিট-টিও স্যানিটাইজ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, করোনার প্রকোপ সর্বত্র দেখা দিয়েছে। ফলে, পরীক্ষার হার বেড়েছে। সম্প্রতি ত্রিপুরা মেডিকেল চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য কর্মীর দেহে করোনার সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছিল। তাতে, হাসপাতাল ৪৮ ঘন্টা বন্ধ রেখে সকলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। তখন প্রসূতি বিভাগে ভর্তি রোগীদেরও নমুনা সংগ্রহ করেছিল। গতকাল রিপোর্ট আসার পর দেখা গেছে, প্রসূতি বিভাগে তিনজন গর্ভবতী মহিলা সহ পাঁচ জন রোগী করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাদের কোভিড হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি প্রসূতি বিভাগ বন্ধ করে দিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

এ-বিষয়ে হাসপাতাল সুপার ডাঃ দেবাশীষ দত্ত বলেন, প্রসূতি বিভাগে করোনা আক্রান্তের ঘটনায় আপাতত ওই বিভাগটি বন্ধ রাখা হয়েছে। প্রাথমিক সিদ্ধান্ত রয়েছে, আজ এবং আগামীকাল বন্ধ রাখা হবে। তবে, ওই বিভাগে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্টের উপর পরবর্তী সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে। তিনি বলেন, প্রসূতি বিভাগের চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের একান্তবাসে পাঠানো হয়েছে। আগামী রবিবার তাদের নমুনা পরীক্ষা হবে। তারপর, প্রসূতি বিভাব খোলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হবে।

তিনি জানান, আজ সকাল থেকেই প্রসূতি বিভাগের রোগীদের অন্যত্র পাঠানো হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, এক্স-রে ইউনিটের এক কর্মী করোনা আক্রান্তের ঘটনায় ওই ইউনিটটি আজকে পুনরায় স্যানিটাইজ করা হয়েছে।

এদিকে, শুধু প্রসূতি বিভাগ ছাড়া হাসপাতালে রোগী ভর্তি বন্ধ হয়নি বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর কথায়, আজ থেকে রোগী ভর্তির ক্ষেত্রে প্রত্যেকের এন্টিজেন টেস্ট করা হচ্ছে। তাতে, রোগী-র কাছ থেকে কোন ফি নেওয়া হচ্ছে না। কারণ, ত্রিপুরা সরকার বিনামূল্যে কিট সরবরাহ করছে।

এদিকে, সমগ্র দেশের পাশাপাশি রাজ্যেও করোনার প্রকোপ চলছে। রাজ্যে লাফিয়ে লাফিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। যদিও সরকার করোনা মোকাবেলায় একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সোমবার থেকে স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা সার্ভে শুরু করবে। বাড়ি বাড়ি যাবে স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ রাজ্যে নতুন সংক্রমতি ১০৬ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। নতুন করে রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন আরও ১০৬ জন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এদিন জানিয়েছেন ৪০৪৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ১০৬ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে।

আক্রান্তদের মধ্যে এন্টিজেন টেস্টে ৯১ জন, বিমানযাত্রী একজন, সংস্পর্শে নয় জন, উপসর্গে ৪ জন এবং একজনের ভ্রমণ ইতিহাস রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, আক্রান্ত ১০৬ জনের মধ্যে পশ্চিম জেলায় ২৪ জন, উত্তর জেলায় ৫ জন, গোমতী জেলায় ২৬ জন, ধলাই জেলায় ৬ জন, দক্ষিণ জেলায় ১২ জন, সিপাহীজলা জেলায় ১৮ জন, খোয়াই জেলায় ১০ জন এবং ঊনকোটি জেলায় একজন। এদিকে, একজন করোনা আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

ত্রিপুরায় করোনা-য় আক্রান্ত হয়ে আর একজনের মৃত্যু হয়েছে। তাতে, ত্রিপুরায় করোনা সংক্রমিত মৃতের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাথা ফেটে গিয়ে আহত করোনা রোগী হাপানিয়া কোভিড কেয়ার সেন্টারে ধুন্ধুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। হাপানিয়া কোভিড কেয়ার সেন্টারে শুক্রবার রাতে ধুন্ধুমার কান্ড ঘটে গেল। এক রোগী পা পিছলে পড়ে গিয়ে মাথায় চোট পাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে অন্যান্য রোগীরা বিক্ষোভ দেখান। রোগীদের বক্তব্য হল আঘাতপ্রাপ্ত রোগীকে দ্রুত চিকিৎসা করার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। একসময় সেখানে থানা রোগীরাই ওই আহত রোগীকে কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে বাইরে বের করে নিয়ে যায়। তবে সেন্টারের বাইরে কোথাও যেতে পারেনি। বিশাল সংখ্যায পুলিশ ও টিএসআর গোটা কোভিড কেয়ার সেন্টারকে ঘিরে রাখে।

এদিকে, সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

১০৩২৩ ঃ বিকল্প কর্মসংস্থান ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা রাজ্য সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। চাকুরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকদের মামলায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে অবস্থান স্পষ্ট করে হলফনামা জমা দিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের কিভাবে সরকার সহায়তা করতে চাইছে সে বিষয়েই হলফনামায় বিস্তারিত বলা হয়েছে বলে আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। তাঁর কথায়, চলতি মাসের অন্তিম সপ্তাহে সুপ্রিম কোর্টে ওই মামলায় শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিন তিনি বলেন, চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের বিকল্প কর্মসংস্থানের প্রশ্নে সর্বোচ্চ আদালতে প্রয়োজন এবং ন্যায্যতা অনুসারে নিয়োগ বিধিমালায় অন্যান্য শর্তে শিথিলকরণের অনুমতি দেওয়ার জন্য ত্রিপুরা সরকার অনুমতি চেয়েছে। পাশাপাশি, বয়সের শিথিলকরণ, বিভিন্ন সরকারি দফতরে অনুমোদিত নন-টেকনিক্যাল শূন্য পদে গ্রুপ-সি এবং গ্রুপ-ডি পদে নিয়োগে নিয়োগের ক্ষেত্রে সম্মতি চেয়েছে।

তাঁর বক্তব্য, হলফনামায় সুপ্রিম কোর্টের আবেদন জানানো হয়েছে, যোগ্যতা-র শর্ত পূরণে এবং বয়স যেখানে শিথিলযোগ্য প্রয়োজন সেখানে রাজ্য সরকারকে ত্রিপুরা সরকারের অনুমোদিত গ্রুপ সি গ্রুপ-ডি শূন্য পদে চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের বিবেচনা ও নিয়োগের অনুমতি দিন। এমনকি, কোন বিজ্ঞাপন ছাড়াই সরাসরি যোগ্যতা অনুসারে শূন্য পদে তাঁদের নিয়োগে ত্রিপুরা সরকার-কে অনুমতি দিন।

শিক্ষামন্ত্রীর দাবি, সমস্ত দিক চিন্তা করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মন্ত্রিসভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের বিকল্প কর্মসংস্থানের প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দেওয়া হয়েছে। সর্বোচ্চ আদালত বিবেচনা করে রায় দিলেই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে ত্রিপুরা সরকার প্রস্তুত।

চিকিৎসায় গাফিলতিতে গৃহবধূর মৃত্যুর অভিযোগ উঠল তেপানিয়া হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৪ জুলাই।। চিকিৎসায় গাফিলতিতে তরুনী গৃহবধুর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনা তেপানিয়া জেলা হাসপাতালে উত্তেজনা।

খবরে প্রকাশ শুক্রবার সকালে নাগাদ পায়েল দেবনাথ(১৯) দাস নামে এক তরুণী গৃহবধূকে শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে পূর্ব গকুলপুর থেকে উদয়পুর মহাকুমার হাসপাতাল নিয়ে আসেন আত্মীয় পরিজনেরা। মহকুমা হাসপাতাল নেওয়ার পর কর্তব্য রত কর্মীরা বলেন করুনা পরিস্থিতিতে টেপানিয়াস্থিত গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য। অভিযোগ জেলা হাসপাতালে নেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসকরা গৃহবধুকে জেলা হাসপাতালের তিন তলার উপর মহিলা ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দেন। মহিলা ওয়ার্ডে নেওয়ার পর কর্তব্যরত সেবিকারা সরাসরি জানিয়ে দেন কোভিড-১৯ টেস্ট না হলে রোগীকে স্পর্শ করা যাবে না। সেই মতো পরিবার-পরিজনরা রোগীকে আবার করোনা পরীক্ষার জন্য নিচে নিয়ে আসেন। মুহূর্তের মধ্যেই গৃহবধুর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। অভিযোগ পরীক্ষা করিয়ে হাসপাতাল ওয়ার্ডে নিয়ে গেলে গৃহবধূকে ব্যবস্থা পত্র লিখে তেমনভাবে পরিষেবা দেননি কর্তব্যরত চিকিৎসকরা।

কিছুক্ষন পর গৃহবধূ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ার বিভিন্ন গ্রামে বন্য হাতির তান্ডব, গৃহস্থের প্রচুর ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৪ জুলাই।। বৃহস্পতিবার রাতে তেলিয়ামুড়া থানাধীন অফিসটিলা, মাইগঙ্গা, বালুছড়া, মধ্যকৃষ্ণপুর এলাকায় বন্য হাতি তান্ডব চালায়। এদিন রাতে ৯ টা থেকে ১২ টা পর্যন্ত বন্যহাতি তান্ডব চালায়। বন্য হাতির ভয়ে অনেকে ঘর ছেড়ে চলে যায়। বাড়ি ঘর ভেঙ্গে দেয় বন্য হাতির দল। মাইগঙ্গার বাসিন্দা অর্চনা বিশ্বাসের ঘড় ভেঙ্গে দেয় বন্য হাতির দল। খাবারের জন্য বন্য হাতি ঘরের ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। পরে বন দপ্তরের কর্মী ও গ্রামবাসীদের প্রচেষ্টায় বন্য হাতিকে তাড়ানো হয়। বাজি, পটকা ফাটিয়ে আগুন জ্বালিয়ে বন্য হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরৎ পাঠাতে সচেষ্ট হয় গ্রামের মানুষ ও বন কর্মীরা। বনে খাদ্যের অভাব দেখা দেওয়ার বন্য হাতি গুলি প্রায়শই প্রবেশ করছে লোকালয়ে এবং চালাচ্ছে তান্ডব। প্রায়শই ঘটছে এই ধরণের ঘটনা। এতে করে কৃষক থেকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কয়েকটি দেশ থেকে সরকারি কাজে পণ্য সংগ্রহের ওপর নিষেধাজ্ঞা

নয়াদিল্লী, ২৪ জুলাই।। কেন্দ্র বৃহস্পতিবার দরপত্র ডাকার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ কার্যকর করার জন্য ২০১৭ সালের সাধারণ আর্থিক নিয়মের সংশোধন করেছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকারি প্রকল্পের দরপত্র ডাকার ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে যেসব দেশের স্থল সীমান্ত রয়েছে সেসব দেশের সংস্থাগুলির জন্য এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে। এরসঙ্গে দেশের জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টিও জড়িত। ব্যয় সংক্রান্ত দপ্তর এই নিয়ম অনুযায়ী একটি বিস্তারিত নির্দেশাবলী প্রকাশ করেছে। দেশের জাতীয় নিরাপত্তা এবং প্রতিরক্ষার বিষয়গুলি বিবেচনা করে সরকারি দরপত্র আহ্বানের জন্য নতুন নিয়মাবলী মেনে চলতে হবে।

এই নির্দেশাবলী অনুযায়ী ভারতের সঙ্গে যেসব দেশের স্থল সীমান্ত রয়েছে, সেইসব দেশের পণ্য, পরিষেবা অথবা কোন প্রকল্পের থেকে সুবিধা পেতে হলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিবন্ধীকৃত সংস্থাগুলিই শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্নীতির দায়ে রেশন ডিলার বরখাস্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। রেশন সামগ্রী প্রদানে দুর্নীতির অভিযোগে এক রেশন ডিলারকে বরখাস্ত করা হয়েছে। ঘটনা উত্তর মাছমারার রামগুনাপাড়ার শচীন্দ্র নগরে। বরখাস্ত হওয়া রেশন ডিলারের নাম সুকুমার পাল।

জানা যায় একটানা ৬ দিন ধরে ওই রেশন ডিলার খুলছেন না। ভোক্তারা রেশন শপে এসে রেশন সামগ্রী না পেয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। এ বিষয়টি ফুড ইন্সপেক্টর এর নজরে আনা হয় ।দায়িত্বপ্রাপ্ত ফুড ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গোষ্ঠী সংক্রমণ না হলেও রাজ্যে প্রাথমিক স্তর পার করেছে করোনা, মনে করে ডক্টরস এসোসিয়েশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। যদিও গোষ্ঠী সংক্রমণ হয়নি, কিন্তু ত্রিপুরায় করোনা-র সংক্রমণের প্রাথমিক স্তর পার হয়ে গেছে, এমনটাই মনে করছে ত্রিপুরায় চিকিৎসকদের সবচেয়ে বড় সংগঠন অল ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ডক্টরস এসোসিয়েশন।

করোনা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে চিকিৎসক সংগঠনের দাবি, ত্রিপুরায় গোষ্ঠী সংক্রমণ হয়েছে কিংবা হয়নি তা বলার এক্তিয়ার নেই আমাদের। তবে সংগঠন মনে করছে, ত্রিপুরায় করোনা-র সংক্রমণের প্রাথমিক স্তর আমরা পার করে ফেলেছি। তবে এটিজিডিএ আর দাবি করেছে, সারা দেশের তুলনায় ত্রিপুরায় করোনা পরিস্থিতি যথেষ্ট ভাল অবস্থায় রয়েছে।

শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এটিজিডিএ-র সাধারণ সম্পাদক ডাঃ রাজেশ চৌধুরী বলেন, স্বল্পতা সত্ত্বেও ত্রিপুরায় চিকিৎসকরা করোনা-র বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই জারি রেখেছে। শুধু তাই নয়, পরিস্থিতি-র প্রয়োজন অনুসারেই তাঁরা দায়িত্ব পালন করছেন। তা সত্ত্বেও জন সচেতন আরো বৃদ্ধির যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

এদিন ত্রিপুরায় গোষ্ঠী সংক্রমণ নিয়ে ডাঃ চৌধুরী বলেন, এটিজিডিএ-র এ-বিষয়ে কিছু মন্তব্য করার এক্তিয়ার নেই। নির্দিষ্ট আধিকারিক এ-বিষয়ে কিছু বলার অধিকারী। তবে, তৃণমূল স্তরের বিভিন্ন চিকিৎসকদের রিপোর্টে স্পষ্ট, আমরা করোনা-র সংক্রমণের প্রাথমিক স্তর পার করে ফেলেছি।

এদিকে, ত্রিপুরা সরকারের কাছে সংগঠনের দাবি নিয়ে এদিন ডাঃ রাজেশ সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তবে, করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় অবিলম্বে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য কর্মী সহ ১৫০ জনকে নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। পাশাপাশি, জিবি হাসপাতাল-কে সম্পূর্ণ কোভিড হাসপাতালে রূপান্তরের দাবি জানিয়েছেন। তিনি সংগঠনের বিভিন্ন দাবি ত্রিপুরা সরকার মেনে নেওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

বিদ্যুৎ পরিষেবায় রাজ্যেও মোদির মন্ত্র ‘ভোকাল ফর লোক্যাল’

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। রাজ্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা সম্পসারণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মন্ত্র ‘ভোকাল ফর লোক্যাল’-কে রাজ্যেও অনুসরণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই লক্ষ্যেই ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের ট্রান্সফরমার মেরামতির কাজ সহ নিগমের অন্যান্য কাজে স্থানীয়দের প্রাধান্য দেওয়ার উপর বিদ্যুৎ দপ্তরকে নজর দিতে হবে।

আজ সচিবালয়ের ২নং সভাকক্ষে আয়োজিত ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের পর্যালোচনা সভায় একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। পর্যালোচনা সভায় রাজ্যে যাতে ট্রান্সফরমারও নির্মাণ করা যায় সেই দিশায় কাজ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। এই কাজেও স্থানীয়দের সুযোগ দিতে হবে। এরফলে রাজ্যের জনগণের রোজগার যেমন সৃষ্টি হবে তেমনি অর্থনৈতিক ভিত্তিও সুদৃঢ় হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। রাজ্যকে সব দিক দিয়ে স্বনির্ভর করে তুলতে রাজ্য সরকারের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। আজকের সভায় ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম, ত্রিপুরা রিনিওয়েবেল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি এবং ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে সরকারি বিদ্যালয়ে ভীড় বাড়ছে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। বেসরকারি স্কুলের তুলনায় সরকারি সিবিএসই মাধ্যমের কদর বেড়েছে। তাই উমাকান্ত একাডেমি ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়ে কলা বিভাগ চালু করতে যাচ্ছে ত্রিপুরা সরকার। মটে ৮০টি আসন নিয়ে কলা বিভাগ চালু করা হবে। এছাড়াও এই বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের আসন সংখ্যা ৪০ থেকে বাড়িয়ে ৮০টি আসন করা হয়েছে। আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তাঁর দাবি, ত্রিপুরা সরকার পরিচালিত স্কুলে ছাত্রছাত্রী-দের অসম্ভব ভীড় বাড়ছে।

এদিন তিনি বলেন, উমাকান্ত একাডেমি ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়ের একাদশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২৮২ ▫ ২৫ জুলাই ২০২০ ইং ▫ ১০ শ্রাবণ ▫ শনিবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

উপেক্ষার সেতু ও বিড়ম্বনা

ধলাই জেলার উপেক্ষার কাহিনী কাহারও অজানা নহে। তাহার একটি জ্বলন্ত প্রমাণ আমবাসা-কমলপুর সংযোগকারী রাস্তার কুলাই ব্রেইলি ব্রিজের ভগ্ন দশা। এই ব্রিজটির বিকল্প পাকা সেতু নির্মাণের কাজ আজ বেশ কয়েক বছর যাবৎই ঝুলিয়া আছে। বামফ্রন্ট আমলেই কুলাই ছড়ার উপর পাকা সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হইয়াছিল। এখনও এই সেতুটি যাহাতে খুব দ্রুত নির্মাণ করা যায় তাহার উদ্যোগ দেখা যায় নাই। ব্রেইলি ব্রিজ যথেষ্ট নড়েবড়ে ছিল। যেকোনও সময় দুর্ঘটনার সম্ভাবনা ছিলই। কিন্তু, বাম আমলে সরকার অন্ধ হইয়াছিল। আজ তাহারা পাকা সেতু নির্মাণে শ্লথতার অভিযোগ তুলিয়াছেন। বিজেপি সরকার তো আসিয়াছে কয়েক বছর। কিন্তু, দীর্ঘ বাম শাসনে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক কুলাই ছড়ার উপর পাকা সেতু নির্মাণ করা গেল না কেন। এই প্রশ্নের কি জবাব হইবে? আমবাসা কমলপুর প্রধান কুলাই এলাকায় লোহার ব্রেইলি ব্রিজটি ভাঙ্গিয়া পড়ায় এই এলাকায় জন দুর্ভোগ চরমে পৌঁছাইল। বৃহস্পতিবার এই ব্রেইলি ব্রিজটির উপর দিয়া এএস-ডিসি-৫৪৮ নম্বরের একটি ১২ চাকার কয়লা বোঝাই ট্রাক কমলপুর হইতে আমবাসা আসিবার পথেই ঘটে এই দুর্ঘটনা। লোহার ব্রেইলি ব্রিজের সংস্কারও করা হয় নাই দীর্ঘদিন। কারণ তাহার পাশেই পাকা সেতুর নির্মাণ কাজ চলিতেছে। যদিও কাজের গতি খুবই মন্থর। এই পাকা সেতুর নির্মাণ কাজের দায়িত্বে আছে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা। কেন এই সংস্থা কাজের ক্ষেত্রে শম্বুক গতি চালাইতেছে তাহার পিছনে রহস্য কি, বলা মুশকিল।

কুলাইতে আমবাসা-কমলপুর সংযোগকারী এই গুরুত্বপূর্ণ সেতু ভাঙ্গিয়া পড়ায় পরিস্থিতি খুব জটিল হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, কুলাইতে ধলাই জেলা হাসপাতাল। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত হইতে রোগী নিয়া অ্যাম্বুলেন্সগুলি এই হাসপাতালেই আসে। এই ব্রিজটি ভাঙ্গিয়া পড়ায় বিকল্প পথ অতিক্রম করিয়া জেলা হাসপাতালে রোগী নিয়া যাওয়া অনেক বেশী ঝক্কির। বিশেষ করিয়া জটিল ও মুমূর্ষ রোগীদের ক্ষেত্রে এই দীর্ঘ পথ বড় বিড়ম্বনার। ইহা ছাড়াও কুলাই আমবাসার জনসাধারণের যাওয়া আসার ক্ষেত্রে চরম ভোগান্তির মুখে পড়িতে হইবে। ধলাই জেলার প্রাচীন এই কুলাই বাজার একসময় ছিল নজর কাড়ার মত। বিভিন্ন সব্জি, পাট, কার্পাস শষ্য ইত্যাদি ফসলের জন্য বিখ্যাত কুলাই'র বাজার ছিল বিশাল। পাহাড়ি বাঙালীর মিলন ক্ষেত্র। পাহাড় হইতে উপজাতি মানুষরা সপ্তাহে একবার এই বিশাল বাজার হইতে নানা সামগ্রী ক্রয় করিতেন। ট্রাক বোঝাই কচু, কলা, মুখী ইত্যাদি সব্জি কুলাই বাজার হইতে আগরতলার বাজারে আসিত। কুলাই'র বিখ্যাত কচু ত্রিপুরার বাইরেও অনেক বেশী কদর। অথচ এই কুলাই এলাকা বঞ্চনার আগুনে পুড়িতেছে। কুলাই'র ছড়ার উপর দীর্ঘ সময়ে ছিল কাঠের ব্রিজ। পরে লোহর ব্রেইলি ব্রিজ তৈরী করা হয়। পাকা সেতুর স্বপ্ন দেখিতে দেখিতেই এই এলাকার মানুষের দিন কাটে। রাজন্য শাসনের পর ত্রিপুরায় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অনেক উত্থানের ইতিহাস আছে। কিন্তু, এমন ব্যর্থতার, অবহেলার ইতিহাস কয়টি আছে? ত্রিপুরায় ভারত ভুক্তির ৭১ বছরেও কুলাইতে পাকা সেতু নির্মাণ হইল না। এর চাইতে লজ্জার কি হইতে পারে? বামফ্রন্ট আমলেও কুলাই এলাকা সবচাইতে বেশী বঞ্চিত ছিল যোগাযোগের উন্নয়নের ক্ষেত্রে। অথচ দক্ষিণ ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থা তো শীর্ষ স্থানে। ঝকঝকে রাস্তা, পাকা সেতুতে ছয়লাপ। যোগাযোগের যুগান্তকারী উন্নয়ন সম্ভব হইয়াছে তৎকালীন পূর্ত মন্ত্রী বাদল চৌধুরীর কল্যাণে। তিনি যেন ছিলেন দক্ষিণের মন্ত্রী। রাজ্যের দক্ষিণ এলাকা তাহার নির্বাচনী ক্ষেত্রও বটে। সুতরাং রাজ্যের দক্ষিণকে ঢালিয়া সাজাইয়াছেন। যেন চোখ ধাঁধার মতো উন্নয়ন। অথচ অন্যান্য জেলায় উপেক্ষার নগ্ন নজীর আছে। দক্ষিণ ত্রিপুরায় সড়ক বা যোগাযোগ উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই নজর কাড়া অবস্থায় কেউ অখুশী নহে। কিন্তু, বাদালবাবু কি শুধু দক্ষিণের মন্ত্রী ছিলেন? কুলাই ছড়ার উপর সেতু ৭১ বছরেও পাকা হইল না কেন? আসলে সবই রাজনীতি। এই রাজনীতির যুপকাষ্ঠে অনেক স্বপ্ন ও আশা বলি হইয়া যায়। কুলাই'র সেই সেতুর ভগ্নদশা ও ভাঙ্গিয়া পড়া সেই রাজনীতিরই ফসল। বাম আমলে পূর্তমন্ত্রী বাদল বাবু রাজ্যের বৃহত্তর এলাকাকে বঞ্চিত করিয়া নিজের নির্বাচনী এলাকাকে চোখ ধাঁধানো উন্নয়নে ভরাইয়া দিয়াছেন। রাজ্যের বঞ্চিত অংশের মানুষ নিশ্চয়ই বাদলবাবুর কাছে জবাব চাইতে পারে। বাদলবাবু জানেন যে, শুধু তাহার জেলার উন্নয়নই বামফ্রন্টকে ক্ষমতায় আনিতে পারিবে না। ক্ষমতার পালাবদল হইয়াছে। বাম হঠাইয়া মানুষ রামকে আনিয়াছে। রাজ্যের মানুষ আশা করিয়াছে বঞ্চনার অবসান হইবে। কুলাই'র মতো শম্বুক গতিতে চলা পাকা সেতুর কাজে গতি আসিবে। কুলাই'র এই পাকা সেতু নির্মাণে জরুরী ভিত্তিতে কাজ করিতে হইবে। গাফিলতি বা ঢিলেমি বরদাস্ত করা যাইতে পারে না। যোগাযোগের উন্নয়নে ফাঁকা আওয়াজ কত বেশী, কুলাই সেতু ভাঙ্গিয়া যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা তাহা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল।

সিইএসসির বর্ধিত বিল মকুবের দাবিতে রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ সমাবেশ বঙ্গ বিজেপির

কলকাতা, ২৪ জুলাই (হি. স.): সিইএসসির অস্বাভাবিক বর্ধিত বিদ্যুৎ বিলের প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ দেখাল বঙ্গ বিজেপি। বিদ্যুতের বিল মুকুবের দাবিতে শুক্রবার কলকাতার বালিগঞ্জ,শ্যামবাজার, মানিকতলা সহ রাজ্যের একাধিক সিইএসসি অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপির নেতা কর্মীরা। লক ডাউনের আনলক ২ পর্বে জুন মাসে হঠাৎ করেই অদ্ভুত রকমের বর্ধিত বিল আসে গ্রাহকদের কাছে। খোদ বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতেও আসে বিশাল অঙ্কের বিদ্যুৎ বিল। এরপরে সিইএসসির সঙ্গে বৈঠকেও বসেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী। সিইএসসি তরফে বিদ্যুৎ বিল জুন মাসে বেশি কেন, তার ব্যাখা দেওয়া হয়েছে। এপ্রিল, মে মাসের অতিরিক্ত বিল আপাতত মুলতবি ঘোষণা করেছে তারা। শাসক দল সিইএসসি সিদ্ধান্তকে মেনে নিলেও বিরোধীরা নাছোড়বান্দা। এরপরেই এদিন বিদ্যুতের বিল মকুবের দাবিতে পথে নামেন তারা। অবিলম্বে বিদ্যুতের বিল মকুব না হলে আরও বড়সড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় বঙ্গ বিজেপির তরফে। এদিন গড়িয়াহাটে ম্যান্ডেভিলা গার্ডেনের সিইএসসির দফতরের সামনে মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন বিজেপি মহিলা মোর্চা সভানেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। ইতিমধ্যেই বিদ্যুৎ মন্ত্রীর সাথে বৈঠকে সিইএস সি জানিয়েছে জুন মাসের নতুন বিল না আসা পর্যন্ত আগের বিল এখন গ্রাহকদের দিতে হবে না তা আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। তবে এই স্থগিত রাখার বিষয়টিতে ঘোর আপত্তি জানিয়েছেন অগ্নিমিত্রা দেবী। তাঁর কথায়, 'সাধারণ মানুষের কাছে এখন টাকা নেই তারা কোনমতেই এই ধরনের অদ্ভুতুড়ে বিল দিতে পারবেন না। স্থগিত রাখা মানে দুমাস পর আবার সেই বিল দিতে হবে। কিন্তু আমরা বলছি কোনোভাবেই এই বিল আমরা দেব না আমরা হাত তুলে নিয়েছি।' যদিও এ বিষয়ে ফের রাজ্য সরকারের দিকে আঙুল তুলেছেন তিনি। এদিন মানিকতলা থেকে এই বিক্ষোভ সমাবেশের নেতৃত্বে ছিলেন বিজেপি নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার। তিনি জানান, 'সিইএসসি এখনও বলেনি কিভাবে বিল দেওয়া হবে, কটা কিস্তিতে টাকা দিতে হবে। কবে নতুন বিল আসবে তাও বলা হয়নি সবই গোল গোল কথা। তাই আমরা সাধারন মানুষকে বলছি আপনারা এই বর্ধিত বিল দেবেন না'। অন্যদিকে, বিজেপির সহযোগী ট্রেডইউনিয়ন সংগঠন ন্যাশনাল ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নের উত্তর কলকাতা জেলা সভাপতি শুভজিৎ দত্তগুপ্ত জানান, ভারতের অন্য যেকোনো রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুতের মূল্য অনেক বেশী। সরকারী বিদ্যুৎ পরিষেবার ক্ষেত্রে যেখানে ১০০ ইউনিট বিদ্যুতের সর্বনিম্ন দাম কেরালা তে ৩১৫ টাকা ,দিল্লিতে ১৪৫ টাকা , বিহারে ৩১৭ টাকা ,ওড়িশা তে ৩৪০ টাকা ,মুম্বাই এ ২২০ টাকা ,গুজরাটে ৩৫৫ টাকা ,অরুণাচলে ৪০০ টাকা ,পাঞ্জাবে ৪৯১টাকা সেখানে পশ্চিমবঙ্গে ১০০ ইউনিট বিদ্যুতের সর্বনিম্ন দাম ৬২৩ টাকা। পাশাপাশি কলকাতা ও সংলগ্ন অঞ্চলে একচেটিয়া ব্যাবসার সুযোগ নিয়ে সিইএসসির বেলাগাম লুট। পাশাপাশি রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ত্রৈমাসিক বিলের কৌশল নিয়ে জনগনের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করছে।

মনে হচ্ছে শীঘ্রই করোনাকে পরাস্ত করতে পারব আমরা

আর কে সিনহা

বৈশ্বিক মহামারি করোনার কাছে প্রায় পরাজিত হওয়া বিশ্বের সামনে নতুন আশার আলো দেখা দিয়েছে। ব্রিটেনের বিশ্ববিখ্যাত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিজ্ঞানীরা করোনাভাইরাসের প্রতিষেধক তৈরির দাবি করেছেন। এই দাবির পরই মনে হচ্ছে যেন নতুন প্রাণ ফিরে পেল গোটা দুনিয়া। মনে হচ্ছে পৃথিবী এবং মানবতার উপর এই সঙ্কট শীঘ্রই শেষ হতে চলেছে। এখন বিশ্বের প্রতিটি মানুষ, শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলেই করোনাভাইরাসের প্রকোপে ভীত। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তৈরি করা ভ্যাকসিন মানুষের জন্য নিরাপদ বলে প্রমাণিত হয়েছে। এমনই দাবি করা হচ্ছে। এটা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ খবর। আসলে এই ভ্যাকসিনের মাধ্যমে করা পরীক্ষায় মানুষের মধ্যে ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রতিরোধ ক্ষমতা ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে তোলে। করোনাভাইরাস তো দুর্বল উপর সরাসরি আক্রমণ করে। এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য নানা ধরনের প্রতিকারের কথা বলা হচ্ছে। যেমন বারবার গরম জল খাওয়া এবং হলুদ দেওয়া দুধ খাওয়া। কিন্তু, প্রতিরোধ ক্ষমতা তো আর একদিনে বিকশিত হয় না। ধীরে ধীরে বিকশিত হয়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দুর্দান্ত অর্জনের পর এই কথা বলতে ইচ্ছা করছে, বিশ্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখনই কোনও বড় ধরনের সঙ্কট দেখা দিয়েছে তখনই সর্বাগ্রে আমেরিকা এগিয়ে এসে সেই সঙ্কট মোকাবিলা করেছে। আমেরিকাই বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছে। কিন্তু, এবার এই দৌড়ের কোথাও নেই আমেরিকা। যাইহোক এখন এই কথা বলার সময় নয়। এখন প্রধান লক্ষ্য হল করোনাভাইরাসকে পুরোপুরি নির্মূল করা।

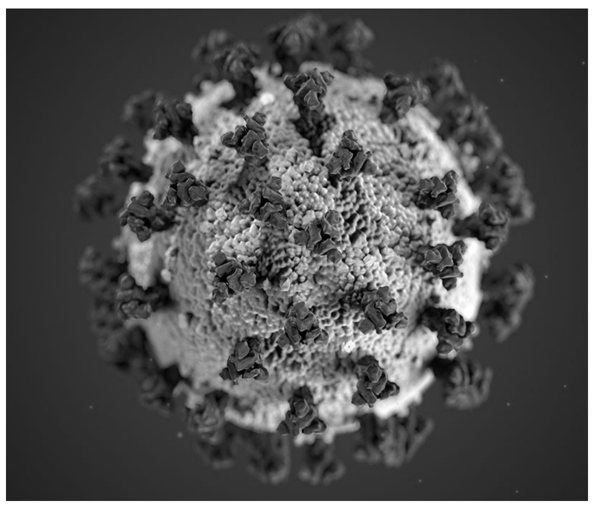

তবে, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্যাকসিনের ট্রায়ালে এক হাজারের বেশি বিজ্ঞানীকে শমিল করা হয়েছিল। জানা গিয়েছে যাঁদের শরীরে এই ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হয়েছে, তাঁদের শরীরে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই মধ্যে রাশিয়াও দাবি করেছে, তাঁরাও কড়নাভাইরাসের ভ্যাকসিন তৈরি করেছে। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি এবং রাশিয়া থেকে করোনা-ভ্যাকসিন তৈরি করার খবর একইসঙ্গে পাওয়া গিয়েছে। রাশিয়ায় জানিয়েছেন, যাবতীয় পরীক্ষার পর তাঁদের তৈরি ভ্যাকসিন এখন ব্যাবহারের জন্য প্রস্তুত। রাশিয়া জানিয়েছে, রাশিয়া প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সহযোগিতায় তৈরি হওয়া কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ধাপের পরীক্ষা সফল হয়েছে। এই ভ্যাকসিন ব্যাবহারের জন্য প্রস্তুত। ২০২০ সালের মধ্যেই রাশিয়া দেশীয়ভাবে ৩ কোটি করোনা ভ্যাকসিন এবং বিদশের জন্য ১৭ কোটি ভ্যাকসিন তৈরি করতে পারবে। রাশিয়ার দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষামূলক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। যাঁদের উপর ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হয়েছে তাঁরা ভালো বোধ করছেন এবং করোনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা বিকশিত হচ্ছে। তবে, তৃতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা কবে থেকে শুরু করবে রাশিয়া অথবা ভ্যাকসিনের কবে থেকে ব্যাপকহারে তৈরি করবে, তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। এটা নিশ্চিত যে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাশিয়ায় ভ্যাকসিন তৈরিতে সেই সমস্ত দেশের বিজ্ঞানীদেরও কৃতিত্ব রয়েছে, যাঁরা মূলত সেই দেশের নাগরিক নন। এখন বিশ্বের প্রধান প্রধান পরীক্ষাগারে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বৈজ্ঞানিকরা কাজ করেন। তাঁদের মধ্যে অবশ্যই ভারতীয়রা রয়েছেন। ব্রিটেন সরকার এই ভ্যাকসিনের ১০ কোটি ডোজ অর্ডার করে দিয়েছে। অর্থাৎ এটা প্রমাণিত, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির তৈরি করা ভ্যাকসিন করোনার উপর ভালোভাবেই কাজ করবে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মতে, করোনাকে বিনাশ করতে কার্যকর এই ভ্যাকসিন। ভ্যাকসিনের প্রাথমিক ফলাফল উৎসাহজনক। আরও একটি সুখবর হল-আমাদের অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)-এ করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করার ভ্যাকসিনের পরীক্ষা শুরু হয়ে গিয়েছে। এইমস-এ মোট ১০০ জনের উপর ভ্যাকসিনের প্রথম পর্যায়ে পরীক্ষা করা হবে। দেশে তৈরি হওয়া প্রথম করোনাভাইরাস ভ্যাকসিনের নাম কোভাক্সিন। ট্রায়ালের দায়িত্ব ডা: সঞ্জয় রায়ের উপর। হায়দরাবাদের ভারত বায়োটেক ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজি মিলিত প্রচেষ্টায় কোভাক্সিন তৈরি করেছে। ভ্যাকসিনের কোড নাম বিবিভি ১৫২। দেশের ১২টি স্থানের মধ্যে একটি হল এইমস দিল্লি যেখানে এই ভ্যাকসিনের ট্রায়াল চলছে। এখানকার স্যাম্পেল সাইজ গোটা দেশের মধ্যে সবথেকে বড় তাই সামগ্রিক ফলাফল গবেষণার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করবে। ইতিমধ্যেই এইমস পাটনা এবং রোহতক পিজিআই-তে এই ভ্যাকসিনের ট্রায়াল চলছে। গোয়াতেও ট্রায়াল প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের করোনা ভ্যাকসিনের উৎপাদন প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। আশা করা হচ্ছে, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির করোনা ভ্যাকসিন নভেম্বরের মধ্যে ভারতে পৌঁছে যাবে। ভারতে এর মূল্য প্রায় এক হাজার টাকা হতে পারে। খুব বেশি দাম না তা তো বলাই যেতে পারে। সরকার হয়তো ভর্তুকি দিয়ে ভ্যাকসিনের দাম কমানোর প্রচেষ্টা করবে। সবমিলিয়ে প্রধান বিষয় হল-করোনার বিরুদ্ধে জয়লাভের সময় এসে গিয়েছে। এই ভ্যাকসিন এখন মানুষের কাছে এসে গিয়েছে।সমগ্র বিশ্ব বিজ্ঞানীদের কাছে সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকবে। ভ্যাকসিন তৈরির জন্য দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁরা। এরই মধ্যে ভারত-সহ বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা করোনার টিকা তৈরি করার জন্য কাজ করে চলেছেন। আমার হয়তো আগামী দিনে আরও সুখবর শুনতে পারব। আসলে বিজ্ঞানীরা কোনও দেশ অথবা সমাজের নন। তাঁরা সকলের। আসলে তাঁরা বিশ্ব নাগরিক হিসেবে বিবেচিত। এখন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি ও রাশিয়ার উপলব্ধিতে সমগ্র বিশ্ব উপকৃত হবে। এবার তো বিজ্ঞানীদের জন্য কিছু করা উচিত। করোনা-প্রকোপের আগে শোনা যেত ক্ষেপণাস্ত্র অথবা বোমা দিয়ে বিশ্বকে পুরোপুরি ধ্বংস করা যেতে পারে। এই ধ্বংসলীলা থামানো উচিত। নতুন বিশ্ব তৈরির জন্য বিজ্ঞানীরা এখন সংকল্প নিয়েছেন।

(লেখক প্রবীণ সম্পাদক, কলামিস্ট এবং প্রাক্তন সাংসদ)

মহাসাধক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

স্নেহাশিস সান্যাল

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের স্বপ্নের বেঙ্গল কেমিক্যাল নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু ভাবনা চিন্তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে তথা সমগ্র বঙ্গ সমাজে একটা গভীর দুশ্চিন্তার ছায়া নেমে এসেছিল। বাহালির এই প্রতিষ্ঠানটি নিয়ে একটা সময়ে তামাম দেশবাসী আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু সব আশঙ্ককে দূরে ঠেলে সেই বেঙ্গল কেমিক্যাল ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিল। পর পর কযেক বছর প্রতিষ্ঠানটি লাবের মুখ দেখতে শুরু করে এবং যার ফলে প্রতিষ্ঠানে সর্বস্তরের কর্মীরা বুকে বল পায়। নিট মুনাফার চলার পথে নতুন করে দিশা দেখাতে সক্ষম হয়। বিশেষ করে সারা বিশ্ব জুড়ে করোনার ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে এই বাঙালি প্রতিষ্ঠানটি তাদের নির্মিত ওষুধ বিশেষভাবে সাড়া ফেলে দেয়া যা বাংলা তথ্য বাঙালির কাছে এক গর্বের ও নিঃসন্দেহে অহঙ্কারের বিষয় হয়ে ওঠে। ২রা আগস্ট এই মহান ব্যক্তিটির প্রতি তাঁর জন্মদিনে জানাই শত কোটি প্রণাম। বিজ্ঞানাচার্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন একজন সফল উদ্যোগপতি। বেঙ্গল কেমিক্যালস আজ বাংলা ও বাঙালির গৌরবের বিষয়ে হলেও এটি গড়ে তুলতে আচার্যর কী অবদান ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা রয়েছে সেটা বোধহয় আজকের এই বিশেষ দিনে একটু আলোচনা করা যেতে পারে। উনিশ শতকে বাংলা তথা ভারতবর্ষে নবজাগরণের এক মহামানব রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র। বিজ্ঞানের নবজাগরণের ক্ষেত্রে বিশেষ করে রসায়ন বিদ্যায় প্রফুল্লচন্দ্রের অবদান জগদ্বিখ্যাত। তাঁর বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপ ও ভাবনা-চিন্তার সূচনা হয়েছিল ১৮৮৯ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত হওয়ার পর থেকেই। বিজ্ঞান যে মানুষের সমাজ ও দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যুক্ত তা আচার্যর চিন্তা ভাবনায় বিশেষ স্থান পেয়েছিল। ইংরেজ কোম্পানির আমলে ভারতবর্ষে হস্তশিল্পে ধ্বংসসাধন ছাড়াও ভারত ব্রিটিশ শাসনে শিল্প প্রতিষ্ঠার তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য উদ্যোগই ছিল না। তারা তাদের প্রয়োজনে ভারতবর্ষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অচলায়তনের মধ্যে ভাঙন ধরাতে পেরেছিল। ইংরেজদের বাণিজ্যিক অনুপ্রবেশের ফলে ভারতের শহর ও নগরে শিল্পকেন্দ্রগুলি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল। শিল্প গড়ে তোলার জন্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজের বীক্ষণাগারে নানারকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেন এবং আমাদের দেশের সমগ্র প্রকৃতির সম্ভারকে কীভাবে শিল্পের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা যায় সে সম্পর্কেও গভীর চিন্তাভাবনা করতেন। প্রথমেই তিনি লেবুর রস বিশ্লেষণ করে সাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুত করেন। এরপর তিনি ভেষজ গ্রব্য প্রস্তুত করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন। তাই প্রফুল্ল সঙ্গে পানিহাটির সম্পর্ক ছিল ঐতিহাসিক ও অত্যন্ত নিবিড়। বাঙালির চেতনাকে শিল্পোদ্যোগী করার মহান আদর্শ ও লক্ষ্য নিয়ে আচার্য একদিকে যেমন বেঙ্গল কেমিক্যালস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, অন্যদিকে বিভিন্ন অঞ্চলে ইঞ্জিনিয়ারিং ও সুতোকল প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি ছিলেন পানিহাটি শিল্পাঞ্চল গড়ার অন্যতম কারিগর। প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন গান্ধিজীর মন্ত্রশিষ্য। সোদপুরে গান্ধিজীর খাদি প্রতিষ্ঠানে প্রায়ই আসতেন। এই খাদি প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ছিলেন। সতীশ দাশগুপ্ত। যিনি পরবর্তীকালে বেঙ্গল কেমিক্যালস-এ কেমিস্ট হিসাবে ঘোগ দেন। পরশুরাম (রাজ শেখর বসু) কেমিস্ট হিসেবে দীর্ঘদিন পানিহাটিতে বেঙ্গল কেমিক্যালস-এ কর্মরত ছিলেন। ইতিহাস ঘাঁটলে জানা যায়, দু'বছর বিলেত থাকার পর ১৮৮৮ সালে আচার্য এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিএসসি ডিগ্রি নিয়ে স্বদেশে ফেরেন। ১৮৮৯ সালে রসায়নের অধ্যাপক হিসাবে তৎকালীন প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগ দেন। ১৮৯০-এ ৯১ নং আপার সার্কুলার রোডে একটি বাড়ি ভাড়া নেন তিনি। সেই ঘরেই পরবর্তীকালে বেঙ্গল কেমিক্যালস-এর আঁতুরঘর হিসেবে রূপ পায়। পানিহাটিতে কারখানা গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ৪৫ একর জমি কেনা হয়, ১৯১৯ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে। শোনা যায় এই জমি ক্রয় নিয়ে স্থানীয় জমিদার পরিবারের সঙ্গে আচার্যর অনেক চানাপোড়েন চলে। জমিদার কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় অনেক বাধাদানের মধ্যেও ভারত সরকারর বর্তমান বারাকপুর ট্র্যাংক রোড থেকে একটানা গঙ্গা তীরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত পানিহাটির সমস্তটাই অধিগ্রহণের পূর্বে কলকাতার জমি বাড়ি কেনাবেচার অন্যতম মধ্যস্থতাকারী দাস কোম্পানির তরফে গঙ্গার ধারে ছোট ছোট খণ্ডে অনেক পরিমাণ জমি বিক্রি করিয়ে বাকি জমির অনেকটাই বেঙ্গল কেমিক্যালসকে দিয়ে দেওয়া হয়। পানিহাটিতে ১৯২২ সালের শেষ দিকে আলকাতার প্ল্যান্ট বসানো হয়। ১৯২৪ সালে বসানো হয় ফটকিরি উৎপাদনের প্ল্যান্ট। ১৯৩১ সালে বসানো হল সালফিউরিক অ্যাসিড প্ল্যান্ট। ১৯৩৪ সাল থেকে সাবান, ছাপার কালি উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বৃদ্ধি পাওয়ার পর ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি দেশের বাজারেও এগুলি রফতানি হত। শোনা যায় ৯১ নং আপার সার্কুলার রোডের বাড়িতে বেঙ্গল কেমিক্যালস-এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বাজারে বিক্রিতা ঘি ও তেলের বিশুদ্ধাতা নিয়েও রাসায়নিক গবেষণা শুরু হয়। তিনি সেখানে নেচার ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। এই ক্লাবের সক্রিয় সদস্য ছিলেন ড. নীলরতন সরকার ও ড. প্রাণকৃষ্ণ আচার্য। আচার্য রায় সতীশচন্দ্র সিংহকে একান্ত সহায়ত হিসেবে পেয়েছিলেন তাঁর কাজে। শ্রী সিংহ শুধু আচার্য রায়ের কাজেই সহায়তা নয়, মুলধন সংগ্রহেও সহায়তা করতেন।

কিন্তু সতীশচন্দ্রে আকস্মিক ও দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু তাঁকে ভীষণভাবে ব্যথিত করে। পানিহাটি অঞ্চলে এই সময় আচার্য রায় কারখানাটি গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগী হলেও তহবিলের বড় ঘাঁটতি তাঁকে বিশেষভাবে চিন্তিত করে তোলে। সে সময় সালফিউরিক অ্যাসিড কারখানার ছাদ থেকে বেশ কিছু পরিমাণ সিসা পাওয়া যায়। সেগুলি বিক্রি করে প্রায় তিন চারশো টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু তারপরও পরপর কয়েকটি বিপর্যয় তার কাজে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তাই তিনি উদ্যোগটিকে ব্যক্তি মালিকানায় না রেখে গণসীমিত দায়ভাগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে মনস্থ করেন। যে সময় মূলধন দাঁড়িয়েছিল প্রায় তিনি হাজার টাকা। ১৯০১ সালের ১২ এপ্রিল প্রচলিত সংস্কার চৈত্র মাসকে উপেক্ষা করেই তিনি চন্দ্রসেন ভাদুড়ি, ভুতনাথ পাল কার্তিকচন্দ্র বসু ও সতীশচন্দ্রের বিধবা পত্নীকে নিয়ে একটি লিমিটেড লায়াবিলিটি কোম্পানি গঠন করেন। নাম দিলেন 'দ্য বেঙ্গল কেমিক্যালস এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড। বছর শেষে আয় ব্যয় খতিয়ান ২৩,৫০০ টাকা মূলধন দেখা যায়। সেই সময় মানিকতলার কাছে ১০ বিঘা জমি কেনা হয় এবং সেখানে সালফিউরিক অ্যাসেডের কারখানা স্থাপন করা হয়, ১৯০৭ সালে অ্যাসিডের উৎপাদন শুরু হয়। রাজশেখর বসু এই সংস্থার ম্যানেজার হিসাবে দায়িত্ব নেন। তাঁর অসামান্য প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও ক্ষমতা বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠানকে এক অন্য মাত্রা এনে দেয়। ১৯৩৩ সালে পরিচালনা নির্দেশক হিসেবে অবসর নেওয়া পর্যন্ত রাজশেখর বসুর কর্মকুশলতায় বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রভৃত উন্নতি হয়। বৃদ্ধি পায় সুনাম ও সমৃদ্ধি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এই কারকানার সহায়ক হয়ে দাঁড়ায়। সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরির জন্য আরও নতুন নতুন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। প্রচুর পরিমাণ অগ্নিনির্বাপক দ্রব্য নির্মাণ করতে হয় সরকারি অর্ডারে। চায়ের গুড়ো থেকে ফ্যাকেইন নিষ্কাশন করা হয়। সৈন্য ও সাধারণ মানুষের জন্য গজ ও ব্যান্ডেজ উৎপাদন শুরু হয়। বাড়তে থাকে মুনাফা। ব্রিটিশ সরকার আমদানি নির্ভর পণ্যের যোগানের ওপর বিশেষ জোর দেয়। ফলে একদিকে যেমন কোম্পানির মুনাফা বাড়তে থাকল, অন্যদিকে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ শাসকরাও উপকৃত হতে থাকল। কিন্তু এত কিছুর পরেও ব্রিটিশ সরকার এই ধরনের সংস্থাগুলির প্রতি খুব একটা সহানুভুতিশীল ছিল না। ছিল না কোনও আর্থিক আনুকূল্য। কিন্ত আচার্য প্রতিষ্ঠিত এই জগৎ শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানটি তার আদর্শে দৃঢ় থেকে দেশ ও দশের স্বার্থে কাজ করে গিয়েছে এবং আজও তা অক্ষুণ্ণই রয়েছে। তিনি একটা সময় তাঁর এই ব্যবসার ভার তাঁর কৃতী ছাত্রদের ওপর দিয়ে দেন। পলে এই প্রতিষ্ঠানের সম্মান, যশ ও অর্থ বাড়তে লাগল। বেঙ্গল কেমিক্যালস আচার্য রায়ের অসম সাহস, দৃঢ় সংকল্প ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে আজও মাথা উঁচু করে বেঁচে আছে। যার গৌরবে আজ গোটা ভারতবাসী তথা বাঙালি গৌরবান্বিত।

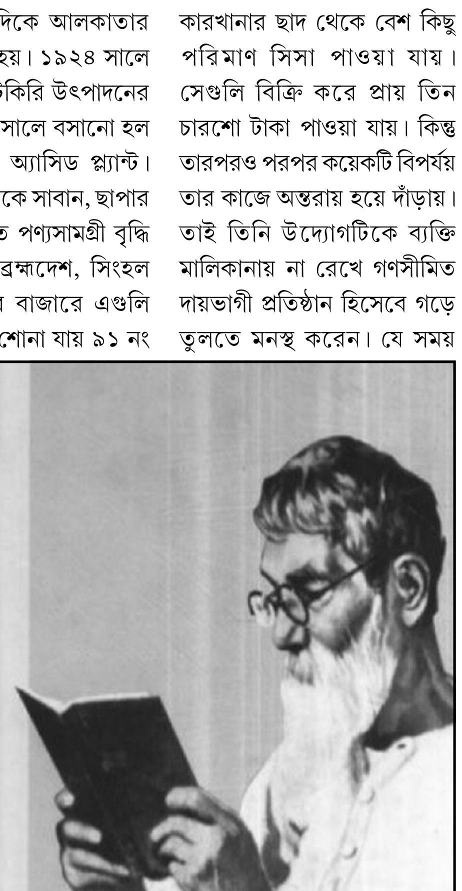

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

আরএসপি-এর তরফ থেকে পশ্চিম জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেন। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশে করোনায় একদিনে ৩৫ মৃত্যু, আক্রান্ত ২৫৪৮

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ২৪।। বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় আরো ৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মোট মারা গেলেন ২ হাজার ৮৩৬ জন। এছাড়া নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২ হাজার ৫৪৮ জন। এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ২ লাখ ১৮ হাজার ৬৫৮ জন।

শুক্রবার দুপুর আড়াইটায় নিয়মিত অনলাইন ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় ১২ হাজার ২৭ জনের নমুনা পরীা করা হয়। ৮০টি ল্যাবে এসব নমুনা পরীা করা হয়। এখন পর্যন্ত নমুনা পরীা করা হয়েছে ১০ লাখ ৯১ হাজার ৩৪টি। অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৭৬৮ জন। এ নিয়ে সুস্থ হলেন মোট এক লাখ ২০ হাজার ৯৭৬ জন। শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৫৫ দশমিক ৩৩ শতাংশ। বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত (কোভিড-১৯) প্রথম রোগী শনাক্ত হয় গত ৮ মার্চ। তার ১০ দিন পর ১৮ মার্চ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

লকডাউনে ২৫ ও ২৭ জুলাই বাতিল হাওড়া-ভুবনেশ্বর-হাওড়া স্পেশ্যাল ট্রেন

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গে করোনা সংক্রমণ আচমকা বেড়ে যাওয়ায় সপ্তাহে দুই দিন সম্পূর্ণ লকডাউনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। আর এই লকডাউনের জেরে আগামী ২৫ ও ২৭ জুলাই বাতিল হল হাওড়া-ভুবনেশ্বর-হাওড়া স্পেশ্যাল। শুক্রবার ট্রেন বাতিলের কথা টুইট করে জানিয়েছে দক্ষিণ পূর্ব রেল।

তার জেরে হাওড়া থেকে ভুবনেশ্বরগামী এবং ভুবনেশ্বর থেকে হাওড়ায় সফরকারী ট্রেনগুলি লকডাউনের দিনে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। আগামিকাল, ২৫ জুলাই এবং তার পরে ২৯ জুলাই বাংলায় সম্পূর্ণ লকডাউন পালিত হবে। এই পরিস্থিতিতে ওই দুই দিন হাওড়া থেকে ভুবনেশ্বর এবং ভুবনেশ্বর থেকে হাওড়ার মধ্যে চলাচলকারী হাওড়া-ভুবনেশ্বর-হাওড়া স্পেশ্যাল ট্রেনটি বাতিল ঘোষণা করল দক্ষিণ পূর্ব রেল।

মাল শহরে করোনা আক্রান্ত আরও ৬ জন

মালবাজার, ২৪ জুলাই (হি. স.) : মাল শহরে করোনা সংক্রমণ বেড়েই চলেছে। মাল পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, শহরের আরও ছয় জনের করোনা রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে।করোনা সংক্রামিতদের মধ্যে ৭ এবং ১১ নম্বর ওয়ার্ডে একজন করে রয়েছেন। ৫ এবং ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে দু'জন করে সংক্রমিত হয়েছেন। এদের প্রত্যেককে প্রক্রিয়া অনুসারে সেফ হোমে পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মাল শহরে কড়া লকডাউন চলছে। পুলিশি টহল এবং স্বাস্থ্য বিভাগ এবং প্রশাসনের তরফে বাসিন্দাদের প্রশাসনিক নির্দেশিকা এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য বারংবার আবেদন করা হচ্ছে।

করোনার নেগেটিভ সনদ নিয়ে ঢাকা ছাড়লেন ৩৯৬ বাংলাদেশি

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ২৪।। সরকার নির্ধারিত কেন্দ্রগুলো থেকে করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) পরীার সনদ নিয়ে প্রথমবারের মতো বিদেশে যাত্রা করলেন ৩৯৬ বাংলাদেশি। কাতার ও টার্কিশ এয়ারলাইন্সের পৃথক দুটি ফাইটে বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকা ছাড়েন তারা। তবে নির্ধারিত কেন্দ্রের বাইরে থেকে সনদ নেয়ায় বেশ কয়েকজনকে ফাইটে উঠতে দেয়া হয়নি।

এদিকে, চট্টগ্রাম থেকে শুক্রবার নির্ধারিত একটি ফাইটে দুই শতাধিক যাত্রীর বিদেশে যাওয়ার কথা রয়েছে। তবে তাদের মধ্যে ৮ জনের করোনা পরীায় রিপোর্ট পজিটিভ আসায় তারা যেতে পারছেন না। করোনা পরীা নিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিরংদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ ওঠার পর বিদেশ যাত্রারে ত্রে কড়াকড়ি আরোপ করে বাংলাদেশ সরকার। সেই নির্দেশনা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক গন্তব্যে প্রথম ফাইট ছিল বৃহস্পতিবার রাতে। শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাই যাত্রীদের জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলারে ত্রে কঠোর কড়াকড়ি। বিদেশযাত্রায় সরকার নির্ধারিত কেন্দ্রগুলো থেকে করোনা পরীার সনদ নেয়ার বাধ্যবাধকতার প্রথম দিনে সে বিষয়ে কঠোর অবস্থানে ছিল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপও।

সম্প্রতি ইতালিতে বাংলাদেশিদের ভুয়া সনদ কেলেঙ্কারি অনিশ্চয়তায় ফেলেছিল হাজারো বিদেশগামী বাংলাদেশিদের। পরিস্থিতির উন্নয়নে নির্দিষ্ট ১৬টি কেন্দ্র থেকে বিদেশগামীদের জন্য সনদ সংগ্রহ বাধ্যতামূলক করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

সেই নির্দেশনা মেনে প্রথমবারের মতো বৃহস্পতিবার রাতে কাতার ও টার্কিশ এয়ারলাইন্সের আলাদা দু'টি ফাইটে ঢাকা ছাড়েন ৩৯৬ জন যাত্রী। তবে নির্ধারিত কেন্দ্রের বাইরে থেকে সনদ সংগ্রহ করাসহ নানা কারণে কর্তৃপরে বাধায় দুই ফাইটে ৩৪ জন যাত্রীকে ইমিগ্রেশন পার হতে দেয়া হয়নি। শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সূত্র এসব তথ্য নিশ্চিত করেছে।

সংখ্যা প্রমাণ দিতে রাজ্যপালকে দ্রুত অধিবেশন ডাকার আর্জি জানালেন গেহলট

জয়পুর, ২৪ জুলাই (হি.স.): রাজ্যপাল কলরাজ মিশ্রকে দ্রুত বিধানসভার অধিবেশন ডাকতে আর্জি জানালেন করেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। রাজস্থান হাইকোর্ট বলেছে আপাতত সচিন পাইলট ও তাঁর অনুগত বিধায়কদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিতে পারবে না স্পিকার। শুক্রবারের সকালের এই রায়ের পরেই রাজ্যপাল কলরাজ মিশ্রের সঙ্গে দেখা করে দ্রুত বিধানসভার অধিবেশন ডাকতে আর্জি করেন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। পরে তিনি বলেন যে রাজ্যপালকে বলা হয়েছে যে এর পর যদি লোকজন এসে রাজভবন ঘিরে ধরে তার দায় নিতে পারব না। নিজের সংখ্যা প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট গেহলট। তাঁর দাবি, দুশো সদস্যের বিধানসভায় ১০৯ জন তাঁর সরকারকে সমর্থন করছেন। অন্যদিকে ছয়জন বিএসপি বিধায়কের কংগ্রেসে যোগদান অসাংবিধানিক, এই অভিযোগ করে রাজস্থান হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন এক বিজেপি বিধায়ক।

লকডাউনের জেরে আর্থিক সংকট, পোর্টালে দুর্ভোগ ব্যক্ত করে বিপাকে মহিলা, ফোনে হুমকি, দিশপুর থানায় এজাহার

গুয়াহাটি, ২৪ জুলাই (হি.স.) : দীর্ঘদিন লকডাউনের জেরে চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন দরিদ্র শ্রেণির মানুষ। লকডাউনের ফলে সম্মুখিন হয়েছেন চরম আর্থিক সংকটে। এই দুর্ভোগের কথা সামাজিক মাধ্যমে ব্যক্ত করেছিলেন অসমের তৃষ্ণা নাথ নামের জনৈক মহিলা। তিনি রাজ্য সরকারকে এরজন্য দোষারোপও করেছেন। এর জন্য নাকি তাকে ফোনে হুমকি দিয়েছে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তি। বিষয়টি সম্পর্কে মহিলাটি কল রেকর্ডিং সমেত দিশপুর পুলিশ থানায় এক অভিযোগনামা দাখিল করেছেন। জানা গেছে, তৃষ্ণা নাথ 'সারা অসম মধ্যাহ্ন ভোজন রাধুনি ও সহায়িকা সংস্থা'র উপদেষ্টা। তাই সংস্থার উপদেষ্টা হিসেবে কিছুদিন আগে তিনি লকডাউনে খেটে খাওয়া মানুষগুলোর দুঃখ দুর্দশার কথা একটি ওয়েব পোর্টালে ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি জানান, ৬০০০৪ ৭৪৯০০ নম্বর থেকে ফোনে হুমকি দিয়ে তাঁকে নাকি বলা হয়েছে, 'তুমি মানুষ চেনো না, সরকারের বিরুদ্ধে কেন কথা বলছো? মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কেন বলেছ তুমি? তোমার বাড়ি কোথায়? দ্বিতীয়বার যেন তুমি আর সরকার বিরোধী কথা না বলো। সরকারের বিরুদ্ধে আর কিছু বললে তোমার বিপদ আছে। মেয়েমানুষ যখন হয়েছ, মেয়ে মানুষের মতোই থাকবে।' ফোনে ঠিক এভাবে হুমকি শোনার পর নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন তিন সন্তানের মা তৃষ্ণা নাথ।

মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল মহারাষ্ট্র, পালঘর-এ ৩.১ তীব্রতার কম্পন

মুম্বই, ২৪ জুলাই (হি.স.): ফের হালকা তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলা। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে কেঁপে ওঠে মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলা। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল মাত্র ৩.১উ ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় ভূকম্পনে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার গভীর রাত ১২.২৬ মিনিট নাগাদ ৩.১ তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলা। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের মাত্র ৫ কিলোমিটার গভীরে, ১৯.৯৬ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৭২.৮৩ পূর্ব দ্রাঘিমাংশউ মৃদু ভূকম্পনে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নিউ তবে, ভূমিকম্পের জেরে মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলা জুড়ে আতঙ্ক তৈরি হয়।

ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসে নেপালে মৃত ১৩২ জন

কাঠমান্ডু, ২৪ জুলাই (হি.স.): ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসের কবলে নেপাল। এখনও পর্যন্ত বন্যা ও ভূমিধসের কবলে পড়ে নেপালে প্রাণ হারিয়েছেন ১৩২ জন মানুষ। আহত ১২৮ জন। দেশটির বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর এই তথ্য দিয়ে জানিয়েছে এখনও পর্যন্ত বন্যার নিখোঁজ ৫৩ জন। এছাড়া অতিভারী বৃষ্টিপাতে ভূমিধস এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৯৯৮ পরিবার।

প্রায় চার পাঁচ দিন ধরেই প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে নেপালে। বানভাসি নারায়ণী-সহ একাধিক বড় নদী। বন্যায় ঘরবাড়ি ভেসে যাওয়ায় এখনও পর্যন্ত সরকারি ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন হাজারটিরও বেশি পরিবার। প্রশাসনের তরফে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর পাশাপাশি বন্যাদুর্গত এলাকায় ত্রাণ কাজ চালানো হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

জানা গেছে, হিমালয়ের ভূমিকম্পের জেরে সমস্যার মধ্যে পড়তে পারে নেপাল। দেশটি আগামীতে ভূমিকম্পের মুখে পড়তে পারে বলে বেশ কিছু গবেষককে আশঙ্কা করছেন। যার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে সেখানকার সম্পদ।

ফের মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জম্মু ও কাশ্মীর, তীব্রতা মাত্র ৩.০

শ্রীনগর, ২৪ জুলাই (হি.স.): ফের হালকা তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জম্মু ও কাশ্মীরউ শুক্রবার সকালে মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হয় জম্মু ও কাশ্মীরের কাটরার কাছেউ রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৩.০। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নিউ

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল ৫.১১ মিনিট নাগাদ ৩.০ তীব্রতার মৃদু ভূকম্পন কম্পন অনুভূত হয় জম্মু ও কাশ্মীরের কাটরার কাছেউ ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল কাটরা থেকে ৮৯ কিলোমিটার পূর্বে, ভূপৃষ্ঠের মাত্র ৫ কিলোমিটার গভীরে। উল্লেখ্য, জম্মু-কাশ্মীরে মাঝেমধ্যেই হালকা তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয়উ চলতি মাসেই বহুবার ভূকম্পনে কেঁপে উঠছে জম্মু-কাশ্মীর।

বিএনপি নেতারা পথহারা পথিকের মতো প্রলাপ করছেন : ওবায়দুল কাদের

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ২৪।। নির্বাচন ও আন্দোলনে জণগন থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে বিএনপি'র নেতারা অপরাজনীতির অন্ধকার গিরিখাদে দিকভ্রান্ত পথহারা পথিকের মতো প্রলাপ করছেন বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন,বিএনপি চাতুর্যপূর্ণ কথামালা ব্যবহার করে মিডিয়ায় গলাবাজির রাজনীতি অব্যাহত রেখেছে। তারা এখনো বুঝতে পারেনি মিডিয়া নির্ভর গলাবাজির রাজনীতির দিন শেষ, ডিজিটাল বাংলাদেশের জনগণ অনেক সচেতন।

ওবায়দুল কাদের শুক্রবার ধানমন্ডিস্থ আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ উপ-কমিটি আয়োজিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে করোনা প্রতিরোধ সামগ্রী ও বণ্যার্ত জেলাসমূহে ত্রাণ বিতরণ অনুষ্ঠানে তাঁর সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্স যুক্ত হয়ে এসব কথা বলেন। আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক বলেন, করোনাজনিত স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যেও আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা যখন বন্যা দুর্গত মানুষের পাশে, তখন বিএনপি মানুষের পাশে থাকা তো দূরের কথা উল্টো মানবিক সংকটকে পুঁজি করে বিভ্রান্তি ও আতঙ্ক সৃষ্টির মাধ্যমে অপরাজনীতিতে লিপ্ত রয়েছে। যারা দুর্যোগ-দুর্বিপাক ও জনগণের পাশে দাঁড়াতে পারে না কেবলমাত্র বিভ্রান্তি ছড়িয়ে মানুষের অনুভূতি নিয়ে খেলা করে তারা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিপ্তি হবে। তিনি বলেন, আন্দোলন ও নির্বাচনে জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে তাদের নেতারা অপরাজনীতির অন্ধকার গিরিখাদে দিকভ্রান্ত পথহারা পথিকের মতো প্রলাপ বকতে শুরু করেছে নিজেদের দুর্বলতা ঢাকতে। বিএনপি নেতারা সরকারের বিরুদ্ধে বিষেদাগার করে চাতুর্য পূর্ণ কথামালা ব্যবহার করে মিডিয়া গলাবাজির রাজনীতি অব্যাহত রেখেছে। কাদের বলেন, এখনো তারা বুঝতে পারেনি মিডিযা নির্ভর গলাবাজির রাজনীতির দিন শেষ, ডিজিটাল বাংলাদেশের জনগণ অনেক সচেতন। বাংলার জনগণ শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল জনগণ জানে ও দুর্যোগ পরিস্থিতির মোকাবেলা এবং পরবর্তী অর্থনৈতিক গতিশীলতা পুনরুদ্ধারে শেখ হাসিনার কোন বিকল্প নেই। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এই মানবিক সংকট উত্তরণ করে বাংলাদেশ তার কাঙ্খিত লয এগিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। ওবায়দুল কাদের বলেন, বিদেশগামী নাগরিকদের জন্য নমুনা পরীা করে করোনার সনদ গ্রহন বাধ্যতামূলক, এজন্য সরকার সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে নমুনা পরীার কেন্দ্র। েএত্র ৭২ ঘন্টা আগে নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, বিশ্বের করোনা সংক্রমিত প্রতিটি দেশই চেষ্টা করে যাচ্ছে সংক্রমণ রোধে। প্রতিটি দেশেরই সীমাবদ্ধতা আছে। সমৃদ্ধ দেশগুলো মহামারী নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খাচ্ছে। বাংলাদেশও এ মহামারি নিয়ন্ত্রণে এবং জনগণের সুরা দিতে নানান সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আকান্ত প্রাণান্ত প্রযাস চালিয়ে যাচ্ছে।

সড়ক পরিবহন মন্ত্রী বলেন, সরকার সীমাবদ্ধতা দূর করে সংক্রমণ রোধ চিকিৎসা নেটওর্য়াক শক্তিশালীকরণ, অসহায় কর্মহীনদের সুরা এবং চিকিৎসা সামগ্রী সরবরাহ অব্যাহত রাখতে নিরলস কাজ করছে। কিন্তু আমাদের প্রয়োজন প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এ মহামারি থেকে সুরায় সচেতনতাই সবচেয়ে বড় হাতিয়ার, এ সত্যকে উপলব্ধি করতে হবে। সরকার ঘরের বাইরে গেলে মাস্ক পরিধান বাধ্যতামূলক করেছে। সামাজিক দুরত্ব, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে সচেতনতা দুর্গ গড়ে তোলার মাধ্যমে আমাদের নিজকে, পরিবারকে এবং সমাজকে সুরা দিতে হবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দুর্যোগ মোকাবেলায় অতীতের যেকোনো সময়ের চেযয়ে বাংলাদেশ এখন অনেক শক্তিশালী। এই শক্তিশালী শক্ত অবস্থানে থাকা সম্ভব হযয়েছে গত এক দশকে শেখ হাসিনা সরকারের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারাবাহিকতার কারণে। একদিকে করোনার তিকারক প্রভাব মোকাবেলা ও মানুষের জীবন-জীবিকা সচল করা অন্যদিকে স্বাস্থ্যঝুঁকি ও বন্যা কবলিত মানুষের খাদ্য ও চিকিৎসাসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, আবার বন্যা পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনর্বাসন কার্যক্রম। এ লে শেখ হাসিনার সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারের পাশাপাশি সংগঠন আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠন ছাত্র সংগঠনের নেতা কর্মীরা কাজ করে যাচ্ছে।

আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য বেগম মতিয়া চৌধুরী বলেন, আওয়ামী লীগ মতায় থাকুক আর না থাকুক দেশের যে কোন সংকট ও দুর্যোগে অসহায় মানুষের পাশে থাকে, আর এটাই আওয়ামী লীগের ঐতিহ্য। সভাপতিমন্ডলীর সদস্য ও কৃষিমন্ত্রী ড় আবদুর রাজ্জাক বলেন, দেশের এই সংকটে বিএনপি কোন কার্যক্রমে নেই,তারা প্রেস ব্রিফিং করা ছাড়া আর কিছুতেই নেই। ধানমন্ডিতে এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী, দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডাক্তার রোকেয়া সুলতানা, শ্রম বিষয়ক সম্পাদক হাবিবুর রহমান সিরাজ উপ-দপ্তর সম্পাদক সায়েম খান।

তরুন সমাজের মাঝে বৃরে প্রতি দরদ তৈরী করাই বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের মূল উদ্দেশ্য

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ২৪।। বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের সহ-সভাপতি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক সুভাস সাহা বলেন, তরুন সমাজের মাঝে বৃরে প্রতি দরদ তৈরী করাই বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের মূল উদ্দেশ্য। তিনি বলেন, বর্তমান প্রোপটে মানুষ নিজেকেই নিয়ে এবং কিভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় তা নিয়ে বেশ ব্যস্ত। কিভাবে খেয়ে, পড়ে ভাল ভাবে বাচাঁ যায় সেটাই হয়ে দাড়াঁয় মানুষের আসল জীবন যুদ্ধ। কিন্তু আমরা যে পরিবেশে গড়ে উঠেছি, বসবাস করছি সেই পরিবেশ বাচাঁতে কিংবা কতদিন টিকে থাকবে তা নিয়ে কি কখনো ভেবে দেখেছি ? পরিবেশ টিকে থাকতে জলবায়ু, গাছপালা, পশু পাখি,মাটি ও পানি এসব উপাদনের উপর নির্ভর করে। গাছ মানুষের বেচেঁ থাকার জন্য শুধুই অক্সিজেন দেন না, পরিবেশ টিকে থাকার জন্য পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের মধ্যে গাছপালা অতিব প্রয়োজন। তিনি বলেন, এ আয়োজনের উদ্দেশ্য শুধু শতাধিক চারা রোপন করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং এর মধ্য দিয়ে আমাদের তরুন সমাজে তৈরী হবে গাছের প্রতি এক ধরনের মমতা যা তরুন সমাজকে এ জাতীয় কাজে আরো উদ্বুদ্ধ করবে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের উদ্যোগে বাংলাদেশের ফরিদপুরের বোয়ালমারীর সাতৈর ইউনিয়নে অবস্থিত দক্ষিন বঙ্গের অন্যতম সনাতনী তীর্থ কেন্দ্র কয়ড়া কালী বাড়িতে শুক্রবার সকাল ১০টায় গাছের চারা রোপনের মাধ্যমে ৪র্থ দিনের এই কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট নেতা সুবাস সাহা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখহাসিনা ঘোষিত সবুজ বাংলা গড়তে দক্ষিন বঙ্গের ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, নড়াইল, রাজবাড়ি, মাগুরা, মাদারীপুর, শরিয়তপুর, পিরোজপুর, বাগেরহাটসহ কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা এবং যশোর জেলার প্রতিটি উপজেলায় সপ্তাহ ব্যাপি এই বৃক্ষ রোপন অভিযান চলছে। শুক্রবার ছিল কর্মসূচির চতুর্থ দিন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, স্থানীয় সাপ্তাহিক দৈনিক পুনরুত্থানের বার্তা সম্পাদক মো: মিজান-উর-রহমান, বাংলাদেশ হিন্দু মহাজোট নেতা শিবু প্রসাদ রায়, তপন দত্ত, সমীর কুমার কুন্ডু, নারায়ন চন্দ্র দাস নারু, প্রিয় নাথ কুন্ডু, বিপ্লব কুমার পাল, অমিত সাহা, মিন্টু দাস জয়, ডা: দীলিপ কুমার কর প্রমুখ।

কাছাড়ে নতুন কোভিড আক্রান্ত ১১১ জন, সংখ্যা বেড়ে ১,১২০

শিলচর (অসম), ২৪ জুলাই (হি.স.) : করোনায় জেরবার। আতঙ্কগ্রস্ত গ্রাম কাছাড়ের জনসাধারণ। উর্ধগামী করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে করোনার ভাইরাস। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী, কলেজের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, পুলিশের বিভিন্ন স্তরের কর্মী, সাংবাদিক, সেনা জওয়ান, ব্যবসায়ী, চা বাগান কর্মী, সাধারণ মানুষ প্রত্যেকে রয়েছেন আক্রান্তের তালিকায়। এবার মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভদের শরীরে করোনার সংক্রমণ ধরা পড়েছে।

এদিকে বৃহস্পতিবার কাছাড় জেলায় করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা হাজারের মাত্রা অতিক্রম করেছে। আজ শুক্রবার এখন পর্যন্ত নতুন কোভিড আক্রান্ত ধরা পড়েছেন ১১১ জন। এনিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১, ১২০-এ। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, প্রায় অর্ধেক সংখ্যক রোগী সুস্থ বাড়ি ফিরে গেছেন। বর্তমানে জেলায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে, আরও ৫ জনে শরীরে মৃত্যুর পর করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেলেও রাজ্য ডেথ অডিট বোর্ড এই চার জনের মৃত্যুর জন্য করোনাকে দায়ী করেনি। জেলাতে ইনফ্লুয়েঞ্জা জাতীয় জ্বরে আক্রান্তদের করোনা পরীক্ষা করে অনেকের শরীরে পজিটিভ কেস পাওয়া গেছে। সার্ভিলেন্স প্রোগ্রামের মাধ্যমে অনেককে শনাক্ত করা হয়েছে বলে স্বাস্থ্য বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে। জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের মিডিয়া বিশেষজ্ঞ সুমন চৌধুরী জানান, আজকের আক্রান্তদের মধ্যে এসটি অফিসের চার, শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের প্রসূতি ওয়ার্ডে কয়েকজন রোগী, শিলচর শহরের গোলদিঘি মলের দুই সিকিউরিটি গার্ডও আছেন। আক্রান্তদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের উপসর্গ রয়েছে। তাদের শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। বাকিদের এসএম দেব সিভিল হাসপাতাল, উধারবন্দের ফরেনার্স ট্রাইবুনাল কোভিড ওয়ার্ড, সিবিটিবিসি মডেল হাসপাতাল এবং পালংঘাট মডেল হাসপাতালে ভরতি করানো হয়েছে।

এদিকে স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে জেলার প্রত্যেক মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা যেন কোনও চিকিৎসকের সংস্পর্শে না যান।

রবিবার থেকে রাজ্যে বৃষ্টি বাড়ার আশঙ্কা, ভাসবে উত্তরবঙ্গ

কলকাতা, ২৪ জুলাই (হি. স.) : কয়েকদিন ধরেই মেঘলা আকাশ ঘিরে রয়েছে বাংলাকে। দক্ষিনবঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হলেও উত্তরে কিন্তু সেটাই ভারী হয়ে ঝরে পড়ছে। ফুলে ফেঁপে রয়েছে ডুয়ার্সের সব নদী। সেখানকার বেশ কিছু এলাকা নতুন করে জলমগ্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এই অবস্থায় আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়ে দিল রবিবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে বাংলা জুড়ে। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা রয়েছে। বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিনবঙ্গের জেলাগুলিতেও। লাগাতার বৃষ্টির জেরে মহানন্দা ও ফুলহার নদীর জল বাড়ায় মালদা জেলার বিস্তীর্ন এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখার পূর্বাংশ দক্ষিণে সরে বাঁকুড়া ও দিঘার উপর দিয়ে উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে। এর পাশাপাশি বাংলাদেশ ও সংলগ্ন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে একটি নতুন ঘূর্ণাবর্তও তৈরি হয়েছে। তার প্রভাবে কলকাতায় আকাশ মেঘলাই থাকবে। সেই সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শুক্রবার বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুরে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। শনিবার এর পরিমাণ একই থাকলেও রবিবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। উত্তরবঙ্গে আগামী ৪৮ ঘণ্টায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। রবিবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গে। অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে। সোমবারও এই তিন জেলায় অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে।

কাছাড়ে বাজেয়াপ্ত মায়ানমারের সিগারেট, সুপারি, আটক কয়লা বোঝাই লরি

শিলচর (অসম), ২৪ জুলাই (হি.স.) : বিশেষ অভিযান চালিয়ে কাছাড় পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে সিগারেট এবং সুপারি। কাছাড়ের লায়লাপুর ফরেস্ট বিট অফিসের সামনে পুলিশের এই বিশেষ অভিযানে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ১২ কার্টুন সিগারেট এবং ৫০ বস্তা সুপারি।

কাছাড়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জগদীশ দাস জানিয়েছেন, সিগারেট ও সুপারি সবই মায়ানমার থেকে এসেছিল। তিনি আরও জানান, বৃহস্পতিবার রাতে একটি বলেরো পিক-আপ ভ্যাহিকলে তল্লাশি চালিয়ে বাজেয়াপ্ত হয়েছে ১২ কার্টুন মায়ানমারের সিগারেট। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর ঘণ্টা দুয়েক পর একটি ট্রাকে তল্লাশি চালিয়ে ৫০ বস্তা সুপারি পাওয়া যায়। এর কোনও চালান বা বৈধ কাগজপত্র ছিল না। এগুলিও মায়ানমারের বলেই অনুমান করছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জগদীশ দাস।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানান, অনুরূপ ভাবে মালিডহরে অভিযান চালিয়ে আজ শুক্রবার ভোর ৬.৪৫ মিনিটে এএস ১১ সি ৯১০৭ নম্বরের একটি ট্রাক আটকানো হয়। এতে সাঁটা নম্বর প্ল্যাট এবং কাগজপত্রে অন্য নম্বর ছিল। গাড়িটির প্রকৃত নম্বর এএস ০১ বিসি ৯১০৭। কাগজপত্রে সিমেন্ট পরিবহণের বিষয়ে লেখা রয়েছে। অথচ গাড়িতে মিলেছে কয়লা। জগদীশ দাস জানান, গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তদন্ত চলছে। এতে অনেক রহস্যের জট খুলবে বলে আশা করেন তিনি।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

এই সময়ে বাড়িতে কারও জ্বর হলে যা করবেন

দেশে দিনে দিনে করোনাভাইরাসের সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। কাজেই সংক্রমণ থেকে বাঁচতে সতর্ক হওয়ার সময় এখনই। কিন্তু এর মধ্যেই যদি বাড়িতে কারও জ্বর আসে কিংবা গলাব্যথা, কাশি দেখা দেয় তাহলে করণীয় কী, তা নিয়ে অনেকেই চিন্তায় রয়েছেন। বাড়িতে কেউ অসুস্থ হলে, করোনার সংক্রমণের পরীক্ষা হোক বা না-হোক এখন প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে অসুস্থ ব্যক্তিকে সবার থেকে আলাদা করে ফেলা। কিন্তু সেটা কীভাবে করবেন? আসুন এ সম্পর্কে নিয়মকানুনগুলো জেনে নিই।

১. অসুস্থ ব্যক্তিকে এমন একটি ঘরে রাখতে হবে, যা অন্য কেউ ব্যবহার করবেন না। ওই ঘরের সঙ্গে আলাদা টয়লেট থাকলে খুবই ভালো। খাওয়া এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করা ছাড়া বাকি সময় কক্ষটি বন্ধই থাকবে। প্রয়োজনীয় খাবার ও জিনিস দরজার কাছে রেখে দূরে সরে যেতে হবে। আক্রান্ত ব্যক্তি দরজা খুলে তা সংগ্রহ করবেন।

২. অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের দেশে আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করা সম্ভব না---ও হতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি বা দুটি ঘরে অনেক মানুষ বসবাস করে। এমন পরিস্থিতিতে সবাইকে এমনভাবে থাকতে হবে, যেন অসুস্থ ব্যক্তির সঙ্গে কমপক্ষে ৩ ফুট বা ১ মিটার দূরত্ব বজায় থাকে। সেবাদানকারী ব্যক্তি একটানা ১৫ মিনিটের বেশি

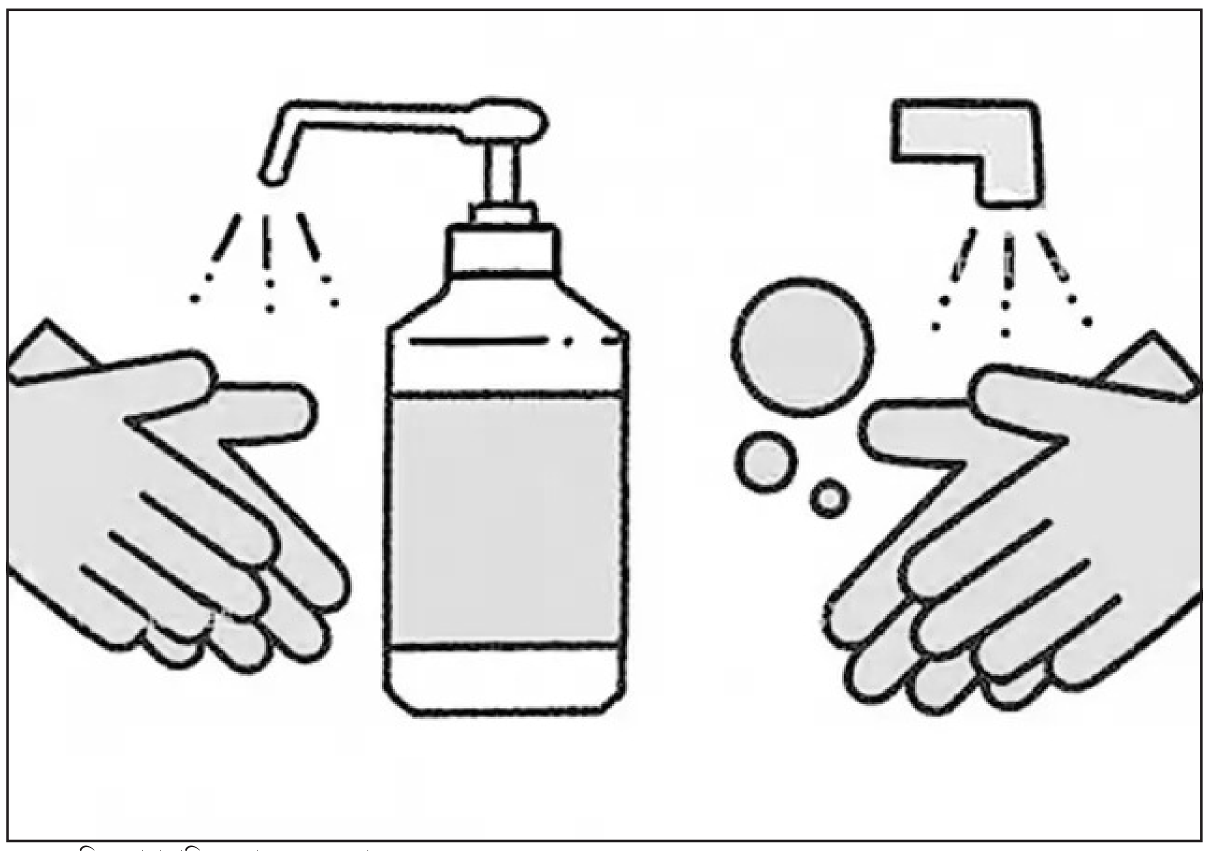

অসুস্থ ব্যক্তির কাছাকাছি অবস্থান করবেন না।

৩. রোগীর ব্যবহার্য জিনিসপত্র, জামাকাপড়, তোয়ালে-গামছা সব আলাদা করে ফেলতে হবে। এগুলো আক্রান্ত ব্যক্তি নিজেই পরিষ্কার করবেন এবং পরিষ্কার করার সময় কমপক্ষে ৩০ মিনিট ডিটারজেন্ট দিয়ে ধুতে হবে। পরিষ্কার করার সময় গ্লাভস ব্যবহার করতে পারলে ভালো হয়।

৪. রোগী এবং ঘরে অবস্থানকারী প্রত্যেকেই মাস্ক ব্যবহার করবেন।

৫. যদি আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা করা না যায়, তাহলে ব্যবহারের পর রোগী নিজেই টয়লেট জীবাণুনাশক দিয়ে ধুয়ে ফেলবেন, কমোডের ঢাকনা বন্ধ করে ফ্ল্যাশ করবেন এবং টয়লেটের একজস্ট ফ্যান চালিয়ে রাখবেন। রোগীর ব্যবহারের কমপক্ষে ৩০ মিনিট পর অন্যরা টয়লেট ব্যবহার করবেন।

৬. আক্রান্ত ব্যক্তি হাঁচি-কাশি দেওয়ার সময় অবশ্যই টিস্যু দিয়ে নাক-মুখ ঢাকবেন এবং নিজের সব বর্জ্য একটা পলিথিনের ব্যাগে মুড়ে ঢাকনা দেওয়া বিনে ফেলবেন। পলিথিনের ব্যাগটি রোজ মুখ বন্ধ করে নিজেই ঘরের বাইরে রেখে দেবেন। অন্যরা সেই ব্যাগটি বাইরে ময়লার বালতিতে ফেলার সময় গ্লাভস ব্যবহার করবেন ও স্পর্শ করার পর হাত ধুয়ে ফেলবেন। ৭. আক্রান্ত ব্যক্তিকে পরিচর্যা করার আগে-পরে হাত সাবান-পানি দিয়ে ধুতে হবে। যতটা সম্ভব কাছে না গিয়ে পরিচর্যা করতে হবে। বাড়িতে পর্যাপ্ত ঘর না থাকলে অথবা পরিবারের সদস্যসংখ্যা বেশি হলে কিংবা পরিবারে ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি থাকলে জ্বরের রোগীকে সরকার নির্ধারিত আইসোলেশন সেন্টারে নিয়ে রাখা যেতে পারে। রোগী বাড়িতে থাকলে চিকিৎসকের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে লক্ষণ অনুযায়ী ব্যবস্থাপত্র নিন।

যা খেলে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ে

করোনাভাইরাসের সংক্রমণের এই সময়ে নানা ধরনের ভিটামিন-মিনারেল বড়ি খাওয়ার হিড়িক পড়েছে। কিন্তু গবেষকেরা বলছেন, এমন কোনো জাদুকরি খাবার বা বড়ি নেই, যা খেলে করোনার সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। সামাজিক দূরত্ব, বারবার হাত ধোয়া আর স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাই এ ক্ষেত্রে মূলমন্ত্র।

তবে এটাও ঠিক যে, সঠিক সুষম ও পুষ্টিকর খাবার যেকোনো রোগ, বিশেষ করে সংক্রামক রোগের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি জোগায়। বিজ্ঞানীরা আগে থেকেই নানা ধরনের ফ্লু আর নিউমোনিয়ার সঙ্গে লড়ার জন্য অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে আসছেন। ভিটামিন সি, ডি, ই এবং খনিজের মধ্যে জিংক, সেলেনিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম শরীরের রোগ প্রতিরোধব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে কাজে লাগে। তার মানে এই নয় যে এগুলোর সাপ্লিমেন্ট খেলে আপনি নিরাপদ থাকবেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ওষুধ প্রশাসন বলছে, রোগ প্রতিরোধ করতে বাজারের সাপ্লিমেন্ট কাজে আসবেএমন দাবির কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। ভিটামিন সি নিয়ে ইতিমধ্যে চীনে দুটি গবেষণা হয়েছে আর জিংক নিয়ে গবেষণা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা ইনস্টিটিউটে (এনআইএইচ)। এসব গবেষণায় কিছুটা উপকার দেখা গেলেও এগুলো রোগীর শারীরিক অবস্থার উন্নতিতে কতটা কার্যকর, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

তবে গবেষকেরা এ-ও বলছেন, সাপ্লিমেন্ট বা বড়ির বদলে এই মুহূর্তে বাড়িতে স্বাস্থ্যকর ভিটামিন, খনিজসমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত সবার। তাই বলে কোনো কিছুই অতিরিক্ত খাওয়া চলবে না।

বয়োবৃদ্ধ, রোগী, হজমের গোলমাল রয়েছে কিংবা কিডনি জটিলতা আছে, এমন ব্যক্তিরা ভিটামিন বা মিনারেল সাপ্লিমেন্ট খেতে পারেন। যারা এ মুহূর্তে ঘরবন্দী এবং ঘরে রোদ পান না, তাঁরা ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট খেতে পারেন। এবার জেনে নেওয়া যাক, কোন খাবারে কোন ভিটামিন ও খনিজ উপাদান পাওয়া যায়।

ভিটামিন এ এবং বিটা ক্যারোটিন: মিষ্টিকুমড়া, স্কোয়াশ, গাজর, মিষ্টি আলু, পাতাওলা শাক এবং আম।

ভিটামিন সি: সাইট্রাস ফল (লেবু বা টকজাতীয় ফল), স্ট্রবেরি, ক্যাপসিকাম, কাঁচা মরিচ, টমেটো।

ভিটামিন ই: উদ্ভিজ্জ তেল, বাদাম, শস্যজাতীয় খাবার।

সেলেনিয়াম: ডিম, মাশরুম, পালংশাক, মুরগির মাংস।

ভিটামিন ডি: কলিজা, ডিমের কুসুম, দুধ ও দুগ্ধজাতীয় খাবার, যেমন দই।

এ ছাড়া সামুদ্রিক মাছ, যেমন স্যামন, টুনা, সার্ডিন মাছেও ভিটামিন ডি রয়েছে। সূর্যরশ্মিতে শরীরে প্রাকৃতিকভাবে ভিটামিন ডি তৈরি হয়। তাই ঘরবন্দী থাকলেও বারান্দায় বা উঠোনে গিয়ে ত্বকে রোদ লাগানোর চেষ্টা করুন।

ডায়াবেটিস রোগীদের ব্যায়াম

ডায়াবেটিসের রোগীদের করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি অপেক্ষাকৃত বেশি। আবার তাঁরা আক্রান্ত হলে জটিলতা ও মৃত্যুর ঝুঁকিও অপেক্ষাকৃত বেশি। বিশেষ করে যাঁদের ডায়াবেটিস অনিয়ন্ত্রিত, তাঁদের ঝুঁকি অন্য ডায়াবেটিস রোগীদের চেয়ে বেশি। তাই এ সময় এই রোগীদের খুবই সাবধানে থাকতে হবে। বাইরে যাওয়া যতটা সম্ভব এড়াতে হবে। এদিকে বাইরে যাওয়া বন্ধ থাকায় ব্যায়ামও প্রায় বন্ধ। এতে আবার ডায়াবেটিস বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়। এই সমস্যার সমাধান হিসেবে আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিস ফেডারেশন কিছু নির্দেশনা দিয়েছে। সেগুলো হলো

১. প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময় নিয়ম করে বাসায় হাঁটুন।

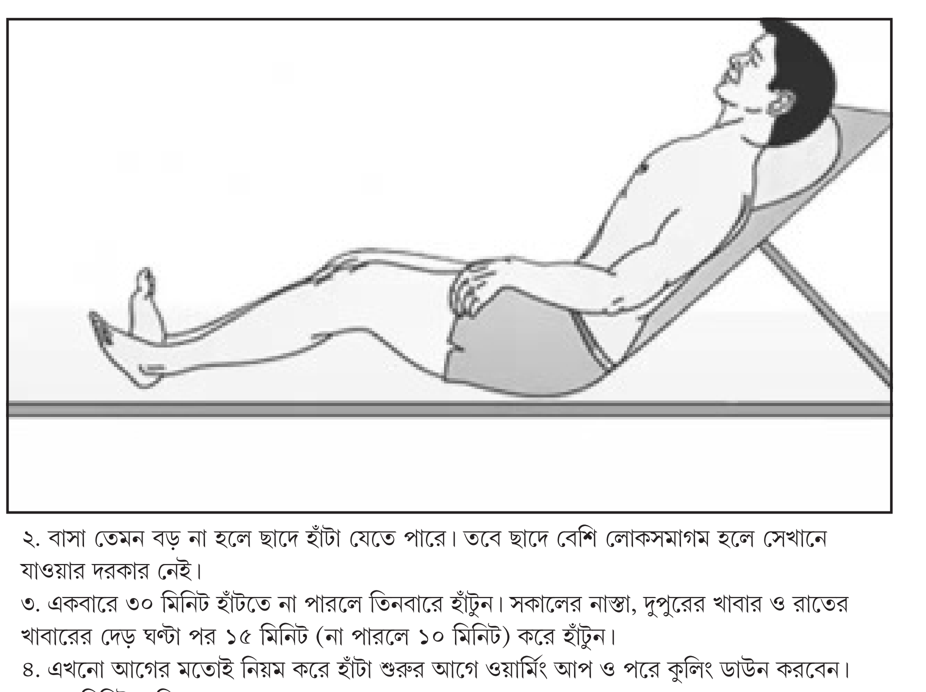

২. বাসা তেমন বড় না হলে ছাদে হাঁটা যেতে পারে। তবে ছাদে বেশি লোকসমাগম হলে সেখানে যাওয়ার দরকার নেই।

৩. একবারে ৩০ মিনিট হাঁটতে না পারলে তিনবারে হাঁটুন। সকালের নাস্তা, দুপুরের খাবার ও রাতের খাবারের দেড় ঘণ্টা পর ১৫ মিনিট (না পারলে ১০ মিনিট) করে হাঁটুন।

৪. এখনো আগের মতোই নিয়ম করে হাঁটা শুরুর আগে ওয়ার্মিং আপ ও পরে কুলিং ডাউন করবেন। ৫-১০ মিনিট খালি হাতের ব্যায়াম করুন।

৫. যাঁদের পক্ষে সম্ভব ট্রেডমিল মেশিন, ঘরে ব্যবহারযোগ্য সাইকেলে ব্যায়াম করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে ২০ মিনিটের ব্যায়ামই যথেষ্ট।

৬. দেয়াল বা কোনো বড় শক্ত কাঠামোর বিপরীতে হাত ও পা দিয়ে চাপ দিয়ে কয়েক সেকেন্ড শরীরের ওজন ধরে রাখুন (রেজিসস্ট্যান্স এক্সারসাইজ)।

৭. কম বয়সীরা দড়ি লাফ (দিনে ৩০০ বারের মতো) দিতে পারেন।

৮. অস্থিসন্ধির (জয়েন্ট) নড়াচড়ার ব্যায়াম করতে হবে (যেমনহাঁটু বাঁকা ও সোজা করা, কোমর, ঘাড়, গোড়ালি, কনুইয়ের ব্যায়াম ইত্যাদি)।

এ সময় যে বিষয়গুলোয় সতর্ক থাকবেন

৯. এ সময় বাড়ির বাইরে হাঁটা একদম নিষেধ।

১০.পাবলিক ব্যায়ামাগার, সুইমিংপুল, খেলার মাঠ ইত্যাদি জায়গায় যাওয়া চলবে না।

১১. রোজ নির্দিষ্ট সময়ে ব্যায়াম করুন। কোনোদিনই যেন বাদ না পড়ে। একদিন হঠাৎ করে অনেক বেশি সময় ব্যায়াম করবেন না।

১২. অসুস্থ হলে, জ্বর বা ডায়রিয়া হলে ব্যায়াম বন্ধ রাখুন।

চিন্তা এখনই ঝেড়ে ফেলুন

ক্যানসারের সঙ্গে যুদ্ধজয়ী পুরস্কারপ্রাপ্ত মার্কিন ব্লগার ও লেখক র‍্যাচেল ইয়াহনে ১০টি ক্ষুদ্র দুশ্চিন্তার কথা তুলে ধরে তা থেকে মুক্তির উপায় বলেছেন। বলেছেন জীবনকে আনন্দময় করে তোলার কৌশল। মার্কিন সংবাদমাধ্যম 'হাফপোস্ট'-এ প্রকাশিত প্রতিবেদন এখানে তুলে ধরা হলো:সকালে ব্যাংকে গিয়ে বিদ্যুৎ বিল জমা দিতে হবে। কাল ঘরের জন্য কিছু বাজারও করা দরকার। কোনটা আগে করলে সুবিধা হয়বাজার নাকি ব্যাংকে যাওয়া। নাকি সকালে বাজার বাদ দেবেন। নাকি ব্যাংকে যাওয়াই বাদ দেবেন! আগের দিন রাত থেকেই মনে মনে এই হিসাব কষতে কষতে সিদ্ধান্তহীনতা নিয়েই ঘুমাতে গেলেন। সকালে ঘুম ভেঙেও কিছুক্ষণ এ নিয়ে ভাবলেন। মাঝেমধ্যে বিরক্ত হন এই ভেবে যে বড় বড় দুশ্চিন্তার মধ্যে এসব 'আজাইরা টেনশন' এসেও ভর করে। কিংবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি স্ট্যাটাস দিলেন, তাতে কোনো একজন আপনাকে খোঁচা মেরে একটি মন্তব্য করলেন। আর ওই একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে দিনভর আপনার মেজাজ বিগড়ে রইল। আপনার এই 'আজাইরা টেনশনকে' সত্যিকারভাবে বিশেষজ্ঞরাও 'আজাইরা টেনশন' বা 'ফালতু চিন্তা' বলছেন। তবে তাঁরা এটাকে পরিশীলিত ভাষায় বলছেন 'সিলি স্ট্রেসেস'। তাঁদের ভাষায়, এই দুশ্চিন্তাগুলো প্রকৃত অর্থে অসম্ভব রকমের সাধারণ ও ক্ষুদ্র। তাই খুব সহজে এগুলো এড়ানোও সম্ভব। আপনার প্রতিদিনের দায়িত্ব খুব ভালোভাবেই পালন করতে পারেন এসব দুশ্চিন্তাকে সরিয়ে। এর জন্য দরকার শুধু আপনার ইচ্ছাশক্তি।

ক্যানসারের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী পুরস্কারপ্রাপ্ত মার্কিন ব্লগার ও লেখক র‍্যাচেল ইয়াহ ১০টি ক্ষুদ্র দুশ্চিন্তার কথা তুলে ধরে তা থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় বলেছেন

সময় সময়ের নিয়ন্ত্রণে থাকার জন্য আপনি সব সময় লড়াই করে চলেছেন। এর চেয়ে বরং এগিয়ে চলুন। অতীতে যা হয়েছে, তা ঝেড়ে ফেলুন, সেসব আপনার জন্য ভালো কিছু বয়ে আনে না। সময়ের মোহ আমাদের অযাচিত প্রত্যাশায় ডুবিয়ে রাখে (বিশেষ করে বয়স হচ্ছে এমন নারীদের) এবং এটা আমাদের ন্যূনতম ক্ষমতায়িতও করে না।আপনার মূল্য

আপনি সব সময় নিজেকে বলে যান যে আপনার কোনো দাম নেই। এই একটি ভাবনার কারণে আপনি ভালোবাসা, সফলতা, অর্থএসব কোনো কিছুতেই নিজের মূল্য আছে, এই বোধ পান না। এসব চিন্তা থেকে দূরে থাকুন। এটা আপনাকে আঘাতই করে শুধু। তুলনা

আপনার আনন্দ-উচ্ছ্বাসকে মাটি করার সবচেয়ে বড় ঘাতক হলো তুলনা। এর বিরুদ্ধে লড়াই করার সহজ একটি উপায় হচ্ছে নিজেকে, নিজের জীবন এবং নিজের উপহারগুলোকে অনন্য ধরে বিবেচনা করা। অন্য কারও কিছু নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে নিজের সেরাটা নিয়ে ভাবুন।

স্বত্ব যখন ছোট ছিলাম, মায়ের দেওয়া পোশাক 'বিশেষ উপলক্ষের' জন্য যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম। আমি বড় হয়ে গেলাম। কিন্তু পোশাকটি পরার সেই উপলক্ষ আর এল না। তাই কোনো কিছু ধরে রাখার জন্য এত কষ্ট করবেন না। যখন যা থাকবে, তা নিয়ে আনন্দ করুন। আরেকটি বিষয় মনে রাখবেন, আপনি অন্যকে যা দিতে চান, তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিজের অধিকারে থাকতে পারে না।

সৌন্দর্য নিজেকে সুন্দর ভাবতে আমরা সবাই ভালোবাসি। এতে দোষের কিছু নেই। তবে চেহারার চেয়ে আপনার অনেক কিছু দেওয়ার আছে এই পৃথিবীকে। তাই আপনার চেহারা ভালো কি মন্দ, তা নিয়ে মানুষ কী ভাবছে, সেটা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। এর চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে চিন্তা করার জন্য।

উপার্জন এক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছিলেন, ব্যাংকে রাখা অর্থগুলো দেখে আসার জন্য আপনার সব সময় ব্যয় করে ফেলবেন না। একই কথা প্রযোজ্য যদি ব্যাংকে আপনার অর্থ না থাকে। আপনি সব সময় অর্থ থাকা নিয়ে বা অর্থ না থাকা নিয়ে চিন্তা করে সময় নষ্ট করে ফেলতে পারেন না। অর্থের প্রতি মোহ আমাদের জীবনের সাধারণ আনন্দ দেখার ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়।

অতীত

অতীত বাস্তব নয়, এটা আপনার সামনে নেই। তাই অতীত নিয়ে আর ভাববেন না। এটাকে ভয় পাওয়া বন্ধ করুন। এটার অজুহাতে কোনো ঝুঁকি নেওয়া, কাউকে ভালোবাসা দেওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখাও বন্ধ করুন। নিজেকে নিয়ে ভালো বোধ করুন।

ভয়

সব দুশ্চিন্তাই মূলত ভয়ে মোড়ানো। এই ভয় দুশ্চিন্তাগুলোকে আরও আতঙ্কিত ও শক্তিশালী করে তোলে। ভয় সেখানে থাকবেই, তাতে কী? ভয় থাকলে সেটির চারপাশ ঘিরেই কাজ করুন। থেমে যাবেন না।

জনপ্রিয়তা

ফেসবুকে ফটো দেওয়ার পর লাইক গোনা বন্ধ করুন। আপনি প্রকৃতভাবে অন্য মানুষদের মধ্যে কীভাবে অনুভূতি তৈরি করেন সেটা নিয়ে ভাবতে শুরু করুন। বিশ্বকে যা পরিবর্তন করে তা খুব কমই জনপ্রিয় হয়। আপনাকে নিজেকেই বাইরে বের হতে হবে। যদি আপনি কিছু করতে চান, সেটা লোকজন অপছন্দ করলেও করতে হবে।

শরীর

শারীরিক আকার-আকৃতি, শক্তিমত্তা, খুঁত...এসবই আমাদের নিরাপত্তাহীনতা। যদি একজনের বেড়ে ওঠার গুরুত্বপূর্ণ সময়ে (১৭ বছর) তাঁকে কেমোথেরাপির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, এ কারণে চুল পড়ে ন্যাড়া হতে হয়, তাহলে তার করার কী আছে! বিপরীতে যদি আপনার শরীরের কোনো একটি অংশ যদি সচল থাকে এবং তা আপনাকে পৃথিবীর একটি মুহূর্তও উপভোগ করার সুযোগ দেয়, তাহলে আপনাকে বলা যায় সৌভাগ্যবান। এ মুহূর্তে আপনার যে দেহ আছে, সেটি আপনার। জীবনে এটি আপনি একবারই পান। তো নিজের দেহ নিয়ে লজ্জা পাওয়া বন্ধ করুন। এটাকে সম্পদ ভাবুন।

ক্যানসারের সঙ্গে যুদ্ধজয়ী র‍্যাচেল ইয়াহনের এই ভাবনাগুলো আপনি নিজের ওপর প্রয়োগ করে দেখতে পারেন। নিঃসন্দেহে তা আপনাকে উপকৃত করবে।

করোনা সংকট: মানসিক উদ্বেগের সেবা দিচ্ছে 'মনের যত্ন মোবাইলে'

কোভিড-১৯ মহামারিতে নাগরিকদের জরুরি মানসিক সেবা দিতে ব্র্যাক, সাইকোলজিক্যাল হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস ক্লিনিক (পিএইচডব্লিউসি) এবং মানসিক সহায়তা হেল্পলাইন কান পেতে রই একটি টেলিকাউন্সেলিং প্ল্যাটফর্ম চালু করেছে। 'মনের যত্ন মোবাইলে' নামের এই মঞ্চ থেকে এখন কোভিড-১৯-এর কারণে মানসিক চাপ, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ও হতাশায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা সেবা পাবেন। আজ সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ব্র্যাকের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানান হয়েছে।

আজ এই উদ্যোগের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়।

উদ্যোক্তারা জানান, এই সেবা চালু থাকবে দেশজুড়ে। নভেল করোনাভাইরাসজনিত মহামারির কারণে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত যে কেউ এই সেবা নিতে পারবেন। প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত ০১৭০৯-৮১৭১৭৯ হটলাইন নম্বরে টেলিফোন করলেই সরাসরি বিশেষজ্ঞ পরামর্শ পাবেন ভুক্তভোগী মানুষ। বিশেষজ্ঞরা সরাসরি তাঁদের প্রয়োজনীয় মতামত ও পরামর্শ দেবেন।

ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনাল ডেভেলপমেন্টের নির্বাহী পরিচালক ইরাম মারিয়াম বলেন, 'কোভিড-১৯ সংকটে অনেকেই মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছেন। লকডাউন, অনেক দিন ঘরবন্দী থাকা বা সামাজিক দূরত্বের নিয়মকানুন মানতে গিয়ে অনেকের ওপরই মানসিক চাপ পড়ছে। অনেকে আছেন চাকরি বা উপার্জন হারানোর আশঙ্কায়। 'মনের যত্ন মোবাইলে'-এর প্ল্যাটফর্ম তাঁদের মানসিকভাবে উজ্জীবিত করে প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলার সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।

উদ্যোক্তারা আরও বলেন, চলমান মহামারিতে হাসপাতাল বা সেবাকেন্দ্রে গিয়ে অনেকেই মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিতে পারছেন না। সারা বিশ্বেই এখন টেলিফোনে স্বাস্থ্যসেবা নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। 'মনের যত্নমোবাইলে' পেশাদার ও আস্থাভাজন টেলিকাউন্সেলররা সরাসরি ফোন ধরবেন। তাঁরা (উদ্যোক্তারা) আশা করছেন সহানুভূতিশীল আচরণ, খোলামেলা আলোচনা এবং গোপনীয়তা রক্ষার অঙ্গীকারের দরুন সবাই নিঃসংকোচে কথা বলতে পারবেন। তাঁরা বিদ্যমান অসুবিধা ও চাপ কাটিয়ে ওঠার জন্য দরকারি পরামর্শ, প্রয়োজনীয় ব্যায়াম বা অনুশীলনের দিকনির্দেশনাও দেবেন।

মোবাইল ফোনে এই সহায়তা সেবা দেওয়ার জন্য থাকছেন ২৮ জন মনোবিদ (সাইকোলজিস্ট) ও পরামর্শদাতা (কাউন্সেলর)। এঁদের প্রত্যেকেই সাধারণ মনোবিজ্ঞান, কাউন্সেলিং সাইকোলজি এবং ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। উদ্যোক্তারা জানান, নারী বা পুরুষ হোক, তাঁদের আর্থসামাজিক অবস্থান যা-ই হোক না কেন, এই প্ল্যাটফর্মে ফোন দেওয়ার পর তিনি সামান্য হলেও চাপ কাটিয়ে উঠে ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী হতে পারবেন। এখানে ফোনদাতাদের কারওর ইতিমধ্যে কোভিড-১৯-এর লক্ষণ প্রকাশ পেলে কিংবা অধিকতর জটিল মানসিক চাপ থাকলে তাঁকে সরকার অনুমোদিত অন্য সেবাদান প্রক্রিয়ায় রেফার করা হবে।

বিভিন্ন দাবিতে সিপিআই-এর বিক্ষোভ কর্মসূচি। ছবি- নিজস্ব।

বন্যায় প্লাবিত কাজিরঙা ন্যাশনাল পার্ক, সঙ্কটাপন্ন প্রাণীকুলের খোঁজ নিলেন উদ্বিগ্ন ব্রিটেনের রাজকুমার

গুয়াহাটি, ২৪ জুলাই (হি.স.) : ভয়াবহ বন্যার তাণ্ডবে কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যান (ন্যাশনাল পার্ক)-এর বন্যপ্রাণী বিভিন্ন জীবজন্তু চরম সঙ্কটে পড়েছে। এই খবরে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন ব্রিটেনের রাজকুমার তথা ডিউক অব ক্যাম্ব্রিজ যুবরাজ উইলিয়াম। কাজিরঙার সর্বশেষ বন্যা পরিস্থিতির খোঁজ নিতে উদ্যান কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি লিখেছেন। বন্যা বিধ্বস্ত পরিস্থিতিতে দুর্দশাগ্রস্ত বন্যপ্রাণীর কষ্ট তিনি উপলব্ধি করে আত্মদগ্ধ হচ্ছেন বলেও লিখেছেন চিঠিতে।

প্রলয়ঙ্করী বন্যার জলে আক্রান্ত হয়ে কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের বন্য জীবজন্তুর শোচনীয় অবস্থা হয়ে উঠেছে। বর্তমানে কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যানের প্রায় ৯৫ শতাংশই বন্যার জলে প্লাবিত। বন্যাক্রান্ত হয়ে এখন পর্যন্ত ১২৩টি জীবজন্তুর করুণ মৃত্যু ঘটেছে। এর মধ্যে ১২টি অসম গৌরব এক খড়্গের গণ্ডার। মৃত্যু তালিকায় রয়েছে ৯৩টি হরিণ এবং ৪টি মহিষ।

বন্যার রুদ্রমূর্তিতে বর্তমানে জাতীয় উদ্যানের অভ্যন্তরে তীব্র হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বন্যজন্তুর চরম খাদ্য সঙ্কট দেখা দিয়েছে। চুতুর্দিক বন্যার জলের ডুবে যাওয়ায় আশ্রয়স্থলের অভাব ও খাদ্যসঙ্কটের জন্য জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পালানোর চেষ্টা করছে বন্যজন্তুরা।

বন্যা বিধ্বস্ত পরিস্থিতিতে দুর্দশাগ্রস্ত বন্যপ্রাণীর কষ্ট উপলব্ধি করে আত্মদগ্ধ ব্রিটেনের রাজকুমার তথা ডিউক অব ক্যাম্ব্রিজ যুবরাজ উইলিয়াম কাজিরঙার কালান্তক বন্যার প্রেক্ষিতে উদ্বেগ ব্যক্ত করেছেন। রাজকুমার উলিয়াম কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের অধিকর্তা পি শিবকুমারকে একটি চিঠি লিখেছেন। চিঠিতে রাজকুমার উইলিয়াম লিখেছেন, ধারাবাহিক ভারী বর্ষণে বন্যার জলে প্লাবিত হওয়ার জন্য কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের জীবজন্তুর চরম দুর্দশায় স্ত্রী ক্যাথেরিন এবং তাঁর হৃদয় ভেঙে চুরমার হয়ে পড়েছে। তিনি আরও লিখেছেন, ২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে কাজিরঙা ভ্রমণের মধুর স্মৃতি বর্তমান করুণ অবস্থার জন্য হতাশাগ্রস্ত করে তুলেছে তাঁদের হৃদয়। কাজিরঙা উদ্যান কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে প্রেরিত চিঠিতে রাজকুমার উইলিয়াম উল্লেখ করেছেন কাজিরঙা ভ্রমণের সময় তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছেন কীভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজিরঙার সকল কর্মী নিঃস্বার্থভাবে বন্যপ্রাণীর যত্ন করে থাকেন। তাই বর্তমান কঠিন পরিস্থিতি কীভাবে মোকাবিলা করা হচ্ছে তা ভাবিয়ে তুলছে তাঁকে। নিজের জীবনের কথা চিন্তা না করে বন্যপ্রাণীর যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণে একনিষ্ঠভাবে কর্মরত কর্মী এবং রেঞ্জারের ভূঁয়সী প্রশংসা করেছেন ক্যাথেরিন ও রাজকুমার। বর্তমান কোভিড-১৯ এবং বিধ্বংসী বন্যার কবলে পড়ে জীবন ও সম্পদের হানি ঘটার জন্য দারুণ উদ্বিগ্ন রাজকুমার ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি সমবেদনাও জ্ঞাপন করেছেন। উল্লেখ্য, অসমের বন ও পরিবেশ মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য ট্যুইটযোগে রাজকুমার উইলিয়ামের চিঠিখানা প্রকাশ করেছেন।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৭৪০ জনের, ভারতে করোনা-মুক্ত ৮ লক্ষের বেশি : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই (হি.স.): লাফিয়ে লাফিয়ে ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা যে ভাবে বাড়ছে, তাতে উদ্বেগ ও দুঃশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছে সমগ্র দেশবাসী। আক্রান্তের পাশাপাশি মৃত্যুর সংখ্যা আরও ভাবিয়ে তুলছে। ভারতে শেষ ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৭৪০ জনের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সারা দিনে ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৪৯,৩১০ জন। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৩০,৬০১ জন এবং সংক্রমিত ১২,৮৭,৯৪৫ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৮,১৭,২০৯ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৪ লক্ষ ৪০ হাজার ১৩৫। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ৩০,৬০১ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৮৮৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ৩ জন, অসমে ৭০ জন, বিহারে ২১৭ জনের, চন্ডীগড়ে ১৩ জন, ছত্তিশগড়ে ৩০ জন, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে দু''জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৩,৭৪৫ জনের, গোয়া ২৯ জন, গুজরাটে ২,২৫২ জনের, হরিয়ানায় ৩৭৮ জনের, হিমাচল প্রদেশে ১১ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ২৮২ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৬৭ জনের, কর্ণাটকে ১,৬১৬ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৫০ জন, লাদাখে দু''জন, মধ্যপ্রদেশে ৭৮০ জন, মহারাষ্ট্রে ১২,৮৫৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে ৪ জন, ওড়িশায় ১১৪ জনের, পুদুচেরিতে ৩৪ জন, পঞ্জাবে ২৭৭ জন, রাজস্থানে ৫৯৪ জনের, তামিলনাড়ুতে ৩,২৩২ জন, তেলেঙ্গানায় ৪৪৭ জন, ত্রিপুরায় ১০ জন, উত্তরাখণ্ডে ৬০ জন, উত্তর প্রদেশে ১,২৮৯ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ১,২৫৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে মৃত্যু ও আক্রান্তের নিরিখে সর্বাগ্রে মহারাষ্ট্র। মহারাষ্ট্র ছাড়াও দিল্লি, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ-এই সমস্ত রাজ্যগুলিতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ভাবিয়ে তুলছে দেশবাসীকে। মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ৩৪,৭৫,০২-এ পৌঁছেছে। দিল্লিতে আক্রান্ত ১২, ৭৩,৬৪, গুজরাটে ৫২,৪৭৭, পশ্চিমবঙ্গে আক্রান্তের সংখ্যা ৫১, ৭৫৭, উত্তর প্রদেশে ৫৮,১০৫ এবং তামিলনাড়ুতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১৯,২৯, ৬৪।

ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে করোনা-পরীক্ষা। ২৩ জুলাই পর্যন্ত ভারতে মোট ১,৫৪, ২৮,১৭০টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। শুক্রবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, শুধুমাত্র ২৩ জুলাই ৩,৫২,৮০১টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

আমেরিকায় করোনায় মৃত্যু বেড়ে ১,৪৩, ৮২০, আক্রান্ত ৪ মিলিয়নের বেশি

ওয়াশিংটন, ২৪ জুলাই (হি.স.): মারণ করোনাভাইরাসের দৌরাত্ম্য অব্যাহত আমেরিকায়। দৈনিক করোনা-আক্রান্তের নিরিখে ফের রেকর্ড গড়ল মার্কিন মুলুক। উদ্বেগ বাড়িয়ে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার সারা দিনে) আমেরিকায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৬,৫৭০ জন মানুষ। ফলে মার্কিন মুলুকে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৪ মিলিয়ন ছাড়িয়ে গিয়েছে।

আমেরিকায় আক্রান্তের পাশাপাশি মৃত্যুও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, লাগাতার বাড়তে বাড়তে মার্কিন মুলুকে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৪৩ হাজার ৮২০-তে পৌঁছে গিয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় মৃত্যু হয়েছে ১,২২৫ জনের।

মার্কিন মুলুকে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা ক্যালিফোর্নিয়ায়, সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ৪ লক্ষ ২১ হাজার ছাড়িয়েছে, ক্যালিফোর্নিয়ার পরই নিউইয়র্ক। নিউইয়র্কে আক্রান্তের সংখ্যা ৪,০৯, ০০০ ছাড়িয়েছে, ফ্লোরিডায় ৩৮৯, ০০০, টেক্সাসে ৩,৬৩,০০০।

অমলাশঙ্করের প্রয়াণে মুখ্যমন্ত্রীর শোক প্রকাশ

কলকাতা, ২৪ জুলাই (হি. স.) : বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী অমলাশঙ্করের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি শুক্রবার কলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ১০১ বছর। নৃত্যের মাধ্যমে তিনি রাজ্য বা দেশের সীমা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। উদয়শঙ্কর- অমলাশঙ্কর নিবেদিত ''কল্পনা'' আজও জনপ্রিয়তা হারায়নি।

এ কথা জানিরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শোকবার্তায় লেখা হয়েছে, "২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে ''বঙ্গবিভূষণ'' সম্মান প্রদান করে। অমলাশঙ্করের মৃত্যুতে নৃত্যজগতের অপূরণীয় ক্ষতি হল। আমি তাঁর পরিবার-পরিজন ও অনুরাগীদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

উত্তম কুমারের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৪ জুলাই (হি. স.) : মহানায়ক উত্তম কুমারের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুক্রবার সকালে তিনি টুইটে জানান, "মহানায়ক উত্তম কুমারের প্রয়াণ দিবসে জানাই অন্তরের শ্রদ্ধা। ওনার স্মৃতিতে ২০১২ সালে আমরা ''মহানায়ক সম্মান'' পুরস্কার চালু করেছিলাম। ওনার অভিনীত ছবিগুলি আজও দর্শকের হৃদয়ে গেঁথে আছে। টলিউড থেকে হলিউড - চলচ্চিত্র শিল্পের সাথে যুক্ত সকল শিল্পী, কলাকুশলীকে জানাই আমার শুভেচ্ছা।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ১,৩১১ জনের, ব্রাজিলে করোনায় মৃত বেড়ে ৮৪,০৮২

রিও ডি জেনেইরো, ২৪ জুলাই (হি.স.): ল্যাটিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিলে করোনাভাইরাসের প্রকোপ থামার কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না, দিন দিন পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। বাড়তে বাড়তে শুক্রবার ব্রাজিলে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা ৮৪ হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়েছে। ব্রাজিলে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ২২,৮৭,৪৭৫-এ পৌঁছেছে।

ব্রাজিল সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার সারাদিনে) ব্রাজিলে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১,৩১১ জনের। ফলে ব্রাজিলে মৃত্যু হয়েছে ৮৪,০৮২ জনের। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৯,৯৬১ জন, সবমিলিয়ে ব্রাজিলে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২২,৮৭,৪৭৫-এ পৌঁছেছে। ব্রাজিলে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১.৫৭ মিলিয়নের বেশি মানুষ। প্রসঙ্গত, এক দিন আগেই, বুধবার সারা দিনে ব্রাজিলে করোনা-আক্রান্ত হয়েছিলেন ৬৭,৮৬০ এবং মৃত্যু হয়েছিল ১,২৮৪ জনের।

প্রয়াত কিংবদন্তী নৃত্যশিল্পী অমলা শঙ্কর, শোকস্তব্ধ সাংস্কৃতিক জগৎ

কলকাতা, ২৪ জুলাই (হি.স.): বাংলার নৃত্যজগতে একটি অধ্যায়ের অবসান! প্রয়াত হলেন প্রথিতযশা নৃত্যশিল্পী অমলা শঙ্কর। শুক্রবার ঘুমের মধ্যেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন নৃত্যশিল্পী অমলা শঙ্কর। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০১ বছর। গত মাসেই (২৭ জুন) রাজডাঙায় অমলা শঙ্করের মেয়ে অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী মমতা শঙ্করের ডান্স কোম্পানির বাড়িতে অমলা শঙ্করের ১০১ তম জন্মদিন পালন করা হয়।

পরিবার সূত্রের খবর, অমলা শঙ্কর বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন। শুক্রবার সকালে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঠাকুমার মৃত্যুর খবর জানান তাঁর নাতনি শ্রীনন্দা শঙ্কর। ঠাকুমার সঙ্গে নিজের ছবি আপলোড করে শ্রীনন্দা লেখেন, ''১০১ বছর বয়স আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন ঠাম্মা....একটি যুগের অবসান হল।।"

নৃত্যশিল্পী অমলা শঙ্করের প্রতিভার বিচ্ছুরণ তাঁর কৈশোর থেকেই। ১৯৩১ সালে মাত্র ১১ বছর বয়সে তিনি অংশগ্রহণ করেন প্যারিসের ইন্টারন্যাশনাল কলোনিয়াল এগজিবিশনে। ওই সময়েই শঙ্কর পরিবারের সঙ্গে তাঁর আলাপ। তখনও ফ্রক পরতেন শিল্পী। দূরদর্শনে বহু পুরনো একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন, ''আমার স্বামী, কিংবদন্তী নৃত্যগুরু উদয় শঙ্করের সঙ্গে যখন আলাপ হয়, তখনও আমি ফ্রক-পরিহিতা।" কিছুদিন পরেই তিনি উদয় শঙ্করের কাছে তালিম নিতে শুরু করেন। তাঁর ডান্স গ্রুপের সঙ্গে কিশোরী অমলাও ঘুরে বেড়াতে থাকেন দেশ-বিদেশ। গত শতাব্দীর চারের দশক থেকেই উদয় শঙ্কর ও অমলা শঙ্কর জুটি হয়ে ওঠে পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী-দম্পতিদের অন্যতম।

পাকিস্তানে মৃত্যু বেড়ে ৫,৭৬৩, নতুন করে করোনা-আক্রান্ত ১,২০৯ জন

ইসলামাবাদ, ২৪ জুলাই (হি.স.): পাকিস্তানে ফের বাড়ল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা, বাড়ছে মৃত্যুও। পাকিস্তানে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে আরও ৫৪ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১,২০৯ জন। শুক্রবার সকাল পর্যন্ত পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২ লক্ষ ৭০ হাজার ৪০০-এ পৌঁছেছে। পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশে এখনও পর্যন্ত সংক্রমিত হয়েছেন ৯১,৪২৩ জন, সিন্ধু প্রদেশে ১১,৫৮,৮৩ জন, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ৩২, ৮৯৮, ইসলামাবাদে আক্রান্তের সংখ্যা ১৪,৭৬৬, বালোচিস্তানে ১১, ৫২৩, গিলগিট-বালতিস্তানে ১,৯১৮, আজাদ কাশ্মীরে ১,৯৮৯।

পাকিস্তানের ন্যাশনাল কমান্ড এন্ড কন্টোল সেন্টারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ১,২০৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৫৪ জনের। পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৫,৭৬৩ জনের।

শ্বাসকষ্টে অসুস্থ কংগ্রেস বিধায়ক বাবুলাল বাইরওয়া, চিকিৎসাধীন জয়পুরের হাসপাতালে

জয়পুর, ২৪ জুলাই (হি.স.): শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন রাজস্থানের কংগ্রেস বিধায়ক বাবুলাল বাইরওয়া। অসুস্থ অবস্থায় কংগ্রেস বিধায়ককে জয়পুরের সওয়াই মান সিং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে বিশদে কিছুই জানা যায়নি।

রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট শিবিরের বিধায়করা রয়েছেন জয়পুরের ফেয়ারমন্ট হোটেলে। ফেয়ারমন্ট হোটেলেই ছিলেন গেহলট শিবিরের বিধায়ক, কাথুমার বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস বিধায়ক বাবুলাল বাইরওয়া। শুক্রবার আচমকাই বুকে ব্যথা এবং শ্বাসকষ্ট অনুভব করতে থাকেন তিনি। কোনও রকম ঝুঁকি না নিয়েই তাঁকে জয়পুরের সওয়াই মান সিং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

৪ বেড়ে রাজস্থানে মৃত্যু ৫৯৮ জনের, করোনা-সংক্রমিত ৩৩,৫৯৫

জয়পুর, ২৪ জুলাই (হি.স.): রাজস্থানে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা, মরুরাজ্যে এক ধাক্কায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৩৭৫ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। নতুন করে ৩৭৫ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩৩,৫৯৫। শুক্রবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, রাজস্থানে নতুন করে ৩৭৫ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে এবং মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের, সুস্থ হয়েছেন ৫৭ জন। আক্রান্ত ৩৭৫ জনের মধ্যে আজমের-এ ৪৮ জন, আলওয়ারে ২২৪ জন, বরণে ১১ জন, গঙ্গানগরে ৭ জন, জয়পুরে ৩২ জন, কোটায় ২১ জন, টোঙ্ক ৫ জন এবং উদয়পুরে ১৫ জন সংক্রমিত হয়েছেন। ফলে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৩৩,৫৯৫-এ পৌঁছেছে। স্বস্তির বিষয় হল, মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৩,৮৭২ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ৯,১২৫ এবং নতুন করে ৪ জনের মৃত্যুর পর মরুরাজ্যে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৫৯৮ জনের।

এএসআই-সহ জম্মু-কাশ্মীরে করোনায় আরও ৩ জনের মৃত্যু, মৃত বেড়ে ২৮৯

শ্রীনগর, ২৪ জুলাই (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল আরও ৩ জনের। মৃতদের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের একজন এএসআই রয়েছেন। ফলে জম্মু ও কাশ্মীরে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২৮৯। শুক্রবার মৃত ৩ জনের মধ্যে দু''জন কাশ্মীরের বাসিন্দা এবং এএসআই জম্মুর বাসিন্দা। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, শুক্রবার সকাল ১০.১৫ মিনিট নাগাদ গান্ধীনগরের বাসিন্দা একজন এএসআই-এর মৃত্যু হয়েছে। ২২ জুলাই থেকে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি।

এছাড়াও এদিনই মৃত্যু হয়েছে অনন্তনাগের বাসিন্দা ৬৫ বছর বয়সী একজন মহিলা এবং ৭৫ বছর বয়সী একজন বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, জম্মু ও কাশ্মীরে এখনও পর্যন্ত ২৮৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ২৬৮ জন কাশ্মীরের বাসিন্দা এবং ২১ জন জম্মুর বাসিন্দা।

বিকারু হত্যাকাণ্ড : বিকাশ দুবের ঘনিষ্ঠ সহযোগী শিবম গ্রেফতার

কানপুর, ২৪ জুলাই (হি.স.): উত্তর প্রদেশের কানপুরের বিকারু গ্রামে ৮ জন পুলিশ কর্মীকে নির্মমভাবে হত্যা মামলায় অভিযুক্ত, কুখ্যাত গ্যাংস্টার বিকাশ দুবের (পুলিশি এনকাউন্টারে খতম) ঘনিষ্ঠ সহযোগী শিবম দুবে-কে গ্রেফতার করল উত্তর প্রদেশ পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। এসটিএফ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কুখ্যাত অপরাধী শিবমকে চৌবেপুর থাকা এলাকা থেকেই গ্রেফতার করা হয়েছে।

গত ২ জুলাই মধ্যরাতে, পুলিশ কর্মীদের নির্মমভাবে হত্যা করার পর থেকেই নিখোঁজ ছিল শিবম। এই সময়ে বিভিন্ন জেলায় পরিজনদের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল সে। বৃহস্পতিবার রাতে ফিরে আসতেই, সাবান ফ্যাক্টরি মোড়ের কাছে তাকে গ্রেফতার করেছে উত্তর প্রদেশ পুলিশের এসটিএফ। গ্রেফতার করার পর গভীর রাত পর্যন্ত শিবমকে জেরা করেন পুলিশ কর্তারা। সূত্রের খবর, বিকারু হত্যাকাণ্ডে পুলিশকে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে শিবম।

অর্থহীন মন্তব্য করে মুখ্যমন্ত্রী মানুষের খোরাক হয়ে উঠেছেন, দাবি আব্দুল মান্নানের

কলকাতা, ২৪ জুলাই (হি. স.) : মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য শুনে হাসছেন। উনি উপহাসের পাত্র হয়ে গিয়েছেন। রাজ্যের বিরোধী দল নেতা আব্দুল মান্নান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে এই মন্তব্য করলেন।

আব্দুল মান্নান ভিডিও সাক্ষাৎকারে বলেন, "একের পর এক কাল্পনিক তথ্য বলে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। এর ওপর ভিত্তি করে কী বলা যাবে? উনি অনেক সাফল্যের খতিয়ান দেন। আমি কেন, কেউই এসবের উত্তর দিতে পারবেন না। উনি বলে দিলেন ১ কোটি ৩৬ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। যদি তাই হয়, তাহলে মোট বুথের সংখ্যা ৭৮, ৭৯২। একটা গ্রামে দুটো বুথও থাকে। তাহলে ৭৮, ৭৯২ দিয়ে ১ কোটি ৩৬ লক্ষকে ভাগ করলে ১৭২ দশমিক ৫৯, মানে এক একটা গ্রামে ১৭৩ জন চাকরি পেয়ে গেল? মানে, প্রতি পাড়ায় ১০-১৫ জন কাজ পেয়েছে। কোথায় এত লোক কাজ পেল? লোকে হাসছে। উনি ১০টা পাড়ার নাম করুন, আমরা ১০টা পাড়ায় যাব। দেখব, এত লোক কোথায় কাজ পেল?

মান্নান বলেন, উনি (মুখ্যমন্ত্রী) বললেন, ২ কোটি ৩৮ লক্ষ সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীকে উনি সুবিধা দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে সেন্সাস অনুযায়ী জনসংখ্যা প্রায় আড়াই কোটি। সাধারনত ৬ বছর থেকে ২০-২২ বছর শিক্ষার্থীদের বয়স হয়। সেখানে সুবিধা দেওয়ার মত এত সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রী উনি পেলেন কোথা থেকে?

মান্নানের কথায়, মুখ্যমন্ত্রীর এই সব হিসেব নিয়ে আমি তো কিছু বলতে পারব না! উনি ১০ হাজার মাদ্রাসা তৈরি করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে তো এত মাদ্রাসাই নেই। উনি বললেন ১৬ কোটি বাসিন্দাকে রেশন দেওয়া হয়েছে। এ রাজ্যের মোট জনসংখ্যাই তো ৯ কোটির কিছু বেশি। উনি এই সব আজগুবি তথ্য দিচ্ছেন, আর তার জবাব দিতে গিয়ে আমাদের পাগল হতে হচ্ছে। মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য শুনে হাসছেন। উনি উপহাসের পাত্র হয়ে গিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তো আমাদের অনেক কিছু বলতে হয়। আপনাদেরও বলছি, এত কাজ দিয়েছেন উনি, এরকম এলাকা থাকলে আমাকে বলবেন। দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দাখিল করা তথ্য নিয়েও উষ্মা জানান মান্নান। বলেন, একটাও এফআইআর হয়নি। যা খুশি তাই বলে যাচ্ছেন। মানুষ বিচার করবেন।

করোনা-বন্যায় বিধস্ত অসম, বিহার ও উত্তর প্রদেশ, ত্রাণ পাঠালেন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই (হি.স.): মারণ কোভিড-১৯ ভাইরাসের প্রকোপে এমনিতেই নাজেহাল অসম, বিহার এবং উত্তর প্রদেশ। করোনা-প্রকোপের মধ্যেই বন্যা পরিস্থিতি চিন্তা আরও বাড়িয়েছে। বন্যা এবং করোনার কবলে থাকা অসম, বিহার এবং উত্তর প্রদেশের জনগণের জন্য রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে ত্রাণ সামগ্রী পাঠালেন রাষ্ট্রাপতি রামনাথ কোবিন্দ। শুক্রবার সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে পতাকা নেড়ে, রেড ক্রস ত্রাণ সামগ্রী বন্যা ও করোনায় বিধ্বস্ত অসম, বিহার এবং উত্তর প্রদেশের জনগণের জন্য পাঠিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। সেই সময় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন এবং ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটির চেয়ারম্যান। ন''টি ট্রাকে করে ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো হচ্ছে বন্যা ও করোনায় বিধ্বস্ত অসম, বিহার এবং উত্তর প্রদেশে। ভারতীয় রেড ক্রস সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক আর কে জৈন জানিয়েছেন, দিল্লি থেকে এই ত্রাণ সামগ্রী ট্রেনের মাধ্যমে অসম, বিহার ও উত্তর প্রদেশের দুর্গত মানুষদের কাছে পাঠানো হবে। ত্রাণ সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে ত্রিপল, অস্থায়ী তাঁবু, শাড়ি, ধুতি, কম্বল, রান্না করার সামগ্রী, বালতি এবং ওয়াটার পিউরিফায়ার। এছাড়াও সার্জিক্যাল মাস্ক, পিপিই কিট প্রভৃতি পাঠানো হয়েছে।

কোভিড-১৯ ও অর্থব্যবস্থা নিয়ে বারবার সচেতন করেছি, কর্ণপাত না করায় দেশে বিপর্যয় : রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই (হি.স.): প্রায় প্রতিদিনই কোভিড-১৯ নিয়ে কিছু না কিছু টুইট করছেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। কখনও প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করছেন, কখনও আবার বিজেপিকে। শুক্রবারের টুইট উদ্বেগ প্রকাশ করে রাহুল গান্ধী জানালেন, কোভিড-১৯ ও অর্থব্যবস্থা নিয়ে বারবার সচেতন করেছিলেন তিনি, কিন্তু তাঁর কথায় কর্ণপাত না করায় দেশে এখন বিপর্যয়। শুক্রবার নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে রাহুল লিখেছেন, আমি কোভিড-১৯ এবং অর্থব্যবস্থা নিয়ে বারবার সতর্ক করেছি। তাঁরা আমার কথা শোনেননি। পরিণাম দেশে বিপর্যয়। চিনের সম্পর্কেও আমি বারবার সচেতন করছি। তাঁরা এখনও কিছু শুনছে না।

আমলাতান্ত্রিক রদবদল, নতুন স্বাস্থ্য সচিব নিযুক্ত হলেন রাজেশ ভূষণ

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই (হি.স.): কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের নতুন স্বাস্থ্য সচিব নিযুক্ত হলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি রাজেশ ভূষণ। প্রীতি সুদানের স্থলাভিষিক্ত হবেন রাজেশ ভূষণ, এপ্রিল মাসে প্রীতি সুদানের কার্যকালের মেয়াদ তিন-মাসের জন্য বাড়ানো হয়েছিল। ১৯৮৬ ব্যাচ বিহার ক্যাডারের আইএএস অফিসার রাজেশ ভূষণ এই মুহূর্তে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি, চলতি বছরের এপ্রিলে মাসে তাঁকে অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি পদে নিযুক্ত করা হয়।

অন্যদিকে, খনি সচিব সুশীল কুমারকে সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের অধীনে ন্যাশনাল কমিশন ফর তফসিলি জাতি (এসসি)-র সচিব নিযুক্ত করা হয়েছে। সুশীল কুমার ত্রিপুরা ক্যাডারের ১৯৮৭ ব্যাচ আইএএস অফিসার, রাম কুমার মিশ্রর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন সুশীল কুমার। রাম কুমার মিত্রকে মহিলা ও শিশু উন্নয়ন সচিব নিযুক্ত করা হয়েছে।

এই নিয়ে দ্বিতীয়বার, ফের ''সর্বোত্তম ভবন''-এর শিরোপা পেল বায়ু ভবন

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই (হি.স.): সৌন্দর্য্য এবং নিপুণভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ফের সমগ্র ভারতের মধ্যে ''সর্বোত্তম ভবন''-এর শিরোপা পেল ভারতীয় বায়ুসেনার সদর দফতর ''বায়ু ভবন''। দিল্লির রফি মার্গে অবস্থিত ''বায়ু ভবন''-কে ২০২০ সালেও কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরের পক্ষ থেকে ''সর্বোত্তম ভবন''-এর শিরোপা দেওয়া হয়েছে। ২০১৯ সালেও এই সম্মান পেয়েছিল বায়ু ভবন। অপরূপ সৌন্দর্য্যের জন্যই পুনরায় এই সম্মান পেয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনার সদর দফতর। সরকারি ভবন এবং সাংসদদের আবাসন মেরামতের দায়িত্ব রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান নির্মাণ এজেন্সি কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরের। রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতিবছরই বিভিন্ন বিভাগে পুরষ্কার ঘোষণা করা হয়। রেল ভবন এবং বায়ু ভবনের বিল্ডিং একই সময়ে নির্মিত হয়েছে। তৎকালীন বায়ুসেনা প্রধান, এয়ার মার্শাল এস মুখার্জি কোনও রকম আনুষ্ঠানিক অনুমোদন ছাড়াই নবনির্মিত ভবনে চলে যান এবং ওই ভবনকেই ''বায়ু ভবন'' নাম দিয়ে বায়ুসেনার সদর দফতর করা হয়। বায়ু ভবনেই বায়ুসেনা প্রধানের দফতর রয়েছে। এই ভবনের প্রধান অংশে রেল ভবন অর্থাৎ ভারতীয় রেলের সদর দফতর রয়েছে।

পুলিশ অফিসারের মৃত্যুতে প্রশ্নের মুখে করোনা টেস্ট

কলকাতা, ২৪ জুলাই (হি. স.) : রাজ্য জুড়ে করোনা টেস্টের পরিমাণ বেড়েছে অনেকটাই। কিন্তু সেই সব পরীক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন উঠছে মাঝে মাঝেই। এক দেড় মাস ধরেই রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকেই অভিযোগ আসছে যে টেস্ট ঠিক মতো হচ্ছে না। অনেকেরই টেস্ট নেগেটিভ আসছে কিন্তু গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ার পরে বা মারা গেলে তখন দেখা যাচ্ছে সেই মানুষটি পজিটিভ ছিলেন। এবার এই ঘটনাকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল কলকাতা পুলিশের এক পুলিশ আধিকারিকের মৃত্যুর ঘটনা। তাঁর দু-দুবার করোনা টেস্ট হয়েছিল। কিন্তু কোনওবারই পজিটিভ রিপোর্ট আসেনি। তার জেরে তিনি হাসপাতালেও ভর্তি হননি, চিকিৎসাও শুরু করাননি। স্বাভাবিক ভাবেই এখন করোনা টেস্ট নিয়ে প্রশ্নের মুখে রাজ্যের কিছু কিছু বেসরকারি সংস্থার পরিষেবা। অভিজ্ঞান মুখোপাধ্যায় নামে ওই পুলিশ আধিকারিক কলকাতা পুলিশের লালবাজারের ইকুইপমেন্ট সেকশনে ইন্সপেক্টর ইনচার্জ ছিলেন। বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি অসুস্থ ছিলেন। দুবার তাঁর করোনা টেস্ট করানো হয়। কিন্তু শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়নি। বৃহস্পতিবার রাতে ফের শ্বাসকষ্ট শুরু হয় অভিজ্ঞানবাবুর। রাতেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় ডিসান হাসপাতালে। শুক্রবার সকাল ৮টা নাগাদ সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

আর এর জেরেই প্রশ্নের মুখে পড়ে গিয়েছে করোনা পরীক্ষার পরিষেবা। এর আগেও একাধিকবার দেখা দিয়েছে বেসরকারি সংস্থাতে টেস্ট করালে তার রিপোর্ট সব সময় সঠিক আসছে না। রিপোর্ট নেগেটিভ আসায় ওই সব মানুষদের চিকিৎসাও শুরু হচ্ছে না, তাঁদের মাধ্যমে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার ঘটনাও ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না।

করোনায় প্রাণ গেল কলকাতা পুলিশের ট্র্যাফিক বিভাগের আধিকারিকের

কলকাতা, ২৪ জুলাই (হি. স.): ফের করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল কলকাতা পুলিশে কর্মরত এক কর্মীর। কলকাতা পুলিশের ট্র্যাফিক বিভাগের ইকুইপমেন্ট সেলে অফিসার-ইন-চার্জ পদে কর্মরত ছিলেন তিনি। শুক্রবার কলকাতা পুলিশের তরফে ফেসবুকে তাদের পেজে একটি পোস্ট দিয়ে ইন্সপেক্টর অভিজ্ঞান মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর খবর জানানো হয়।

কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন অভিজ্ঞান বাবু। কিন্তু তাঁর লালারসের নমুনা পরীক্ষা করা হলে দুবারই নেগেটিভ আসে। এরপর গতকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার রাতে তার তীব্র শ্বাসকষ্ট উঠলে তাকে মুকুন্দপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। ফের একবার লালারসে নমুনা পরীক্ষা করলে সেই রিপোর্ট আসে পজেটিভ। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে গতকাল রাতেই তাকে আনন্দপুরের আর একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয় সেখানে শুক্রবার সকালে সঙ্কটজনক অবস্থায় মৃত্যু হয় ওই পুলিশ আধিকারিকের। কড়েয়া থানায় এলাকার বাসিন্দা অভিজ্ঞানবাবুর মৃত্যুর পর করোনা-যোদ্ধার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে একটি টুইটও করেছে কলকাতা পুলিশ। টুইটে লেখা হয়েছে, " ইনস্পেক্টর অভিজ্ঞান মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে আমরা গভীর ভাবে শোকাহত। কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের ইকুইপমেন্ট সেলে অফিসার-ইন-চার্জ হিসাবে কর্মরত ছিলেন। একেবারে সামনের সারিতে থেকে লড়ছিলেন করোনা-যুদ্ধে। কোভিডে আক্রান্ত হয়ে সম্প্রতি ভর্তি হন হাসপাতালে। প্রাণ হারালেন আজ। আমাদের এই প্রয়াত সহযোদ্ধার পরিবারের হাতে রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য বিমা অনুযায়ী দশ লক্ষ টাকা তুলে দেওয়া হবে শীঘ্রই।প্রয়াত সহকর্মীর শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে আমরা আছি, এবং থাকব সর্বতোভাবে।'

শেষ বিদায় আমলা শঙ্করের

কলকাতা,২৪ জুলাই (হি স): প্রয়াত কিংবদন্তি শিল্পী আমলা শঙ্কর। শুক্রবার ভোরে ঘুমের মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন নৃত্যশিল্পী। মৃত্যুকালে শিল্পীর বয়স হয়েছিল ১০১ বছর। শুক্রবার কেওড়াতলা মহাশ্মশানে গান স্যালুটে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় অমলা শঙ্করের। ১৯১৯ সালের ২৭ জুন অবিভক্ত বাংলাদেশের যশোরে জন্ম অমলা শঙ্করের। ছোট্ট বয়স থেকেই প্রতিভার বিচ্ছুরণ ঘটে তাঁর। ১৯৩১ সালে মাত্র ১১ বছর বয়সে প্যারিসের ইন্টারন্যাশনাল কলোনিয়াল এগজিবিশনে অংশগ্রহণ করেন তিনি। সেখানেই শঙ্কর পরিবার তথা স্বামী ও গুরু উদয়শঙ্করের সঙ্গে আলাপ ফ্রক পরিহিতা অমলার। তার পরেই উদয়শঙ্করের কাছে তালিম নিতে শুরু করেন তিনি।

জরুরী পরিষেবা

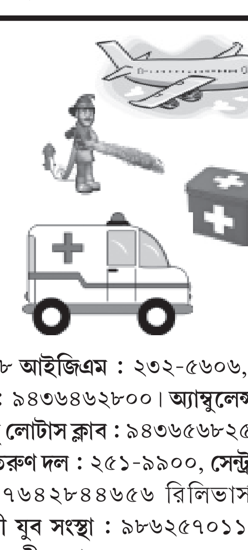

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দ্বিতীয় তিস্তা সেতু দিয়ে যান চলাচল শুরু

ময়নাগুড়ি, ২৪ জুলাই (হি. স.) : যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হল দ্বিতীয় তিস্তা সেতু। সেতুটি দিয়ে যান চলাচল শুরু হবার ফলে উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সুদৃঢ় হল বলে মনে করা হচ্ছে। ১১০০ মিটার দীর্ঘ এই সেতুটির নীচে ২৪টি পিয়ার রয়েছে। সেতুটি ১২ মিটার চওড়া। সেতু দিয়ে যাতায়াত শুরু হওয়ায় খুশি এলাকার বাসিন্দারা। করোনা সংক্রমণ এড়ানোর জন্য শুক্রবার এই সেতু দিয়ে যান চলাচল শুরুর সময় কোনও রকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়নি। জলপাইগুড়ির ডিএসপি ট্রাফিক মলয়কুমার দাস এদিন এই সেতু দিয়ে যান চলাচলের সূচনা করেন। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাইওয়ে ট্রাফিক ওসি মুস্তাফা হুসেন, জলপাইগুড়ির ট্রাফিক ওসি শান্তা শীল প্রমুখ।আপাতত পুরোনো তিস্তা সেতু এবং নতুন তিস্তা সেতু-দুটিই যান চলাচলের জন্য খোলা থাকবে। এক সপ্তাহ পর পুরোনো সেতু দিয়ে যান চলাচল বন্ধ করে ওই সেতুটির সংস্কার করা হবে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

পশ্চিমবঙ্গে বাড়ছে সুস্থতার হার, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আক্রান্ত ২২১৬ জন

কলকাতা, ২৪ জুলাই (হি. স.): খানিকটা স্বস্তি দিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে বেড়েছে সুস্থতার হার। একদিনে রাজ্য সুস্থ হয়েছেন ১৮৭৩ জন। সুস্থতার হার ৬২.১২ শতাংশ। গতকাল রাজ্য সুস্থতার হার ছিল ৬১.১৬শতাংশ। এদিকে রাজ্যে একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ২২১৬ জন। নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ৩৫ জনের। অতএব রাজ্যে এখন সক্রিয় চিকিৎসাধীন, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১৯, ১৫৪জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৩,৯৭৩জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ৩৩,৫২৯জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১২৯০জনের। শুক্রবার এমনটাই জানানো হয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের জারি করা বুলেটিনে।

এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা থেকে ৬৯৯টি নতুন কেস পাওয়া যাওয়ায় শহরে মোট কেস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬,৮২৬। গত ২৪ ঘণ্টায় ৬০৬জন্য সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই এখন সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মোট ১০, ১৮৩জন। এদিকে করোনা আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় গত ২৪ ঘণ্টায় ১৬জনের মৃত্যু হয়েছে। তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ৬৫৮জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। বর্তমানে কলকাতায় করোনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৫৯৮৫জন।রাজ্যে আক্রান্তের তালিকায় কলকাতার পরেই রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা। সেখানে একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৬৭ জন। বাকি মৃতদের মধ্যে একজন কোচবিহার, তিনজন জলপাইগুড়ি, একজন উত্তর দিনাজপুর, একজন মুর্শিদাবাদ, তিনজন হাওরা, একজন হুগলি, ছয় জন উত্তর ২৪ পরগনা ও তিনজন দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্দা।এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ১৫হাজার ৪৮৫টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৭লাখ ৭৩হাজার ৫১২টি। এখন রাজ্যে ৫৬টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে এখন ৫৮২টি সরকারি একান্তবাস রয়েছেন ৩হাজার ৪০২জন। সরকারি একান্তবাস থেকে ছুটি পেয়েছেন, ১লাখ ৪হাজার ৩০৪জন। এখন বাড়িতে একান্ত বাসে রয়েছেন ৩১হাজার ২১৯জন। হোম কোয়ারেন্টিনে নজর দারি শেষ হয়েছে, ৩লাখ ৫৯হাজার ১৪০জন। নতুন করে রাজ্যে শুরু হয়েছে "সেফ হোম" - এ রাখার প্রক্রিয়া। রাজ্যে ১০৬টি সেফ হোমে ৬ হাজার ৯০৮টি শয্যা রয়েছে। সেখানে রয়েছেন ১০৭৮জন সামান্য উপসর্গ যুক্ত ব্যক্তি।

এবার মহিলা চিকিৎসককে হেনস্থার অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে

হাওড়া, ২৪ জুলাই (হি স): করোনা সংক্রমণের হাত থেকে শহরবাসীকে রক্ষা করতে অত্যন্ত কড়া পুলিশ।আর তাই রাস্তায় কেউ বেরোলে কি কারণে বেরিয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। কিন্তু এরই মাঝে হাওড়া পুলিশের বিরুদ্ধে হেনস্থার অভিযোগ তুলেছন এক মহিলা চিকিৎসক।

বর্তমানে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে নাকা চেকিং চালাচ্ছে পুলিশ। এরই মাঝে লকডাউনে হাসপাতালে যাওয়ার সময় মহিলা চিকিৎসককে হেনস্থা করেছে পুলিশ এ রকমই অভিযোগ তুলেছে ওই চিকিৎসক। চিকিৎসকের অভিযোগ হাসপাতাল যাওয়ার সময় চিকিৎসককে হেনস্থা করে হাওড়া সিটি পুলিশ। ওই চিকিৎসকের আরও অভিযোগ পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও তাঁকে পুলিশ হয়রানি করেছে। তার দাবি সিএমওএইচ-কে অভিযোগ জানিয়েছেন ওই চিকিতসক। অন্যদিকে হাওড়া সিটি পুলিশ সূত্রে দাবি, এরকম কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি।

ফের এন আর এস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা হানা

কলকাতা, ২৪ জুলাই (হি স): করোনা হানা পিছু ছাড়ছেনা এন আর এস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের। যত সময় বাড়ছে ততোই বাড়ছে করোনা আতঙ্ক। ফের করোনা থাবা বসালো এন আর এস মেডিকেল কলেজে। একদিনে এন আর এসে করোনা আক্রান্ত ৩৯ জন।

চোখে দেখা না গেলেও করোনা ভাইরাস কতটা ভয়ঙ্কর এতদিনে তা বুঝে গেছে শহরবাসী। দমকা হাওয়ার মতো উড়ে এসে শহরে রাজ করছে করোনা। এরই মাঝে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আক্রান্তদের চিকিৎসা করতে গিয়ে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন বহু চিকিৎসক। তবুও তারা তাদের কাছে অবিচল। এরই মাঝে ফের করোনা হানা এনআরএস হাসপাতালে। হাসপাতাল সূত্রে খবর,এন আর এস একদিনে করোনা আক্রান্ত ৩৯জন। এন আর এস হাসপাতলে করোনা আক্রান্ত ৯ চিকিৎসক, ৭ নার্স ও ৬ স্বাস্থ্যকর্মী।

১০৬ জন

● প্রথম পাতার পর

সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১জন। আজ দুপুরেই বটতলা মহা শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।

আজ গোমতী জেলায় উদয়পুর-র বাসিন্দা ৭০ বছর বয়সী এক ব্যক্তি-র করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে। তিনি করোনা আক্রান্ত হয়ে জিবি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। স্বাস্থ্য সচিব তথা অতিরিক্ত মুখ্য সচিব এস কে রাকেশ জানিয়েছেন, আজ ভোরে করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় প্রতিদিন করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হচ্ছে। ইতিপূর্বে, মৃতের দিক দিয়ে ত্রিপুরা যথেষ্ট ভাল অবস্থানে ছিল। কিন্তু, এখন প্রতিদিন মৃতের ঘটনায় পরিস্থিতি ভীষণ জটিল হয়ে যাচ্ছে।

বিভাগ

● প্রথম পাতার পর

উপসর্গ থাকলে করোনা পরীক্ষা করা হবে। পাশাপাশি সরকার জিবি হাসপাতালে বিনামূল্যে করোনা পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছে। সেই মোতাবেক শুক্রবার করোনা পরীক্ষার জন্য জিবি হাসপাতালে ভিড় জমায় অসংখ্য মানুষ। সকাল থেকে দীর্ঘ লাইনে দাড়িয়ে পড়ে সাধারন মানুষ। করোনা পরীক্ষা করতে আসা লোকজনের বক্তব্য সরকারের এই ধরনের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। তবে জিবি হাসপাতালে করোনা পরীক্ষার কাজ সকাল ৮ টা থেকে শুরু করার দাবি জানায় সাধারণ লোকজন। কারন করোনা পরীক্ষার জন্য জিবি হাসপাতালে আসার পর লোকজনদের ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাড়িয়ে থাকতে হচ্ছে।সে যাই হোক সরকার এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করায় খুশি সাধারন মানুষ।

ধুন্ধুমার

● প্রথম পাতার পর

ও অন্য স্বাস্থ্য কর্মীরা জানিয়েছেন অন্য রোগীদের মতো করোনা রোগীকে কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে বের করে আনাা সম্ভব নয়। তারজন্য প্রয়োজন রয়েছে সুরক্ষার বিষয়গুলিও। এইসব বিষয় আসয় ব্যবস্থা করতে গিয়ে কিছুটা সময় ব্যয় হয়। তাতেই বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন সেন্টারের অন্যান্য রোগীরা। রাত দুইটা নাগাদ পুলিশ ওই আহত রোগীকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। তারপর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে।

বিশালগড় সংযোজন ঃ এদিকে কোভিড কেয়ার সেন্টারে নিম্নমানের খাবার সরবরাহ করার অভিযোগ করলেন করোনা রোগীদের বেশ কয়েকজন। ঘটনা বিশ্রামগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট পঞ্চায়েত রিসোর্স সেন্টারে। এই সেন্টারটি কোভিড কেয়ার সেন্টার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সেন্টারের বেশ কয়েকজন রোগী অভিযোগ করেছেন তাদের নিম্নমানের খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে। এই ব্যাপারে তারা সেখানে দায়িত্বপ্রাপ্তদের সঙ্গে কথা বললেও কোন সুফল পাওয়া যায়নি। অবিলম্বে সরবরাহ করা খাবার যাতে গুনগত হয় সে দাবী করেছেন সেন্টারে চিকিৎসাধীন করোনা রোগীরা।

ক্ষতি

● প্রথম পাতার পর

সাধারন মানুষ দারুন ভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হচ্ছে। আতঙ্কের মধ্য দিয়ে রাত কাটাতে হচ্ছে এলাকার মানুষদের।

হাসপাতালে

● প্রথম পাতার পর

মৃত্যু কোলে ঢলে পড়েন। মুহূর্তের মধ্যেই গৃহবধূর পরিবার-পরিজনরা জেলা হাসপাতালে উত্তেজনা ছড়ায়। জেলা হাসপাতালে উত্তেজনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ। পুলিশ এসে পরিস্থিতি শান্ত করেন। মৃত গৃহবধূকে জেলা হাসপাতাল মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়।।ময়না তদন্ত শেষে দেহ আত্মীয় পরিজনের হাতে তুলে দেওয়া হয়।পরবর্তীতে পূর্ব গকুলপুর স্থানীয় শ্মশানে সৎকারের ব্যবস্থা করা হ। যদিও ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসলেই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে বলে জানান পুলিশ। তরুনী গৃহবধুর মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা এলাকায়। গত বছর বৈশাখ মাসে পূর্ব গকুলপুর পুরের শুঁটকি আড়ৎ-এ দৈনিক হাজিরা কর্মী প্রসেনজিতদাসের সাথে পায়েল দেবনাথের বিয়ে হয়। পায়েলের মৃত্যুতে পূর্ব গকুলপুর এলাকায় ও উদয়পুরে শোকের ছায়া নেমে আসে।

নিষেধাজ্ঞা

● প্রথম পাতার পর

দরপত্রের বাছাই করার প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবে। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ শিল্প ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য উন্নয়ন দপ্তরের দ্বারা গঠিত নিবন্ধীকৃত কমিটির মাধ্যমে এই ধরণের সংস্থাকে অনুমতি দেবে। বিদেশ মন্ত্রক এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নিরাপত্তা জনিত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র এক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক।

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থা, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা এবং সরকারি বেসরকারী অংশীদারিত্বে চলা যেসব প্রকল্পগুলি সরাসরি সরকার বা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা থেকে আর্থিক সহায়তা পেয়ে থাকে তাদের জন্য এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

দেশের জাতীয় নিরাপত্তা এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজ্য সরকারগুলি এবং রাজ্যের বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাগুলি এই নিয়ম যাতে মেনে চলে তারজন্য কেন্দ্র সমস্ত রাজ্যের মুখ্যসচিবদের চিঠি পাঠিয়েছে, যেখানে সংবিধানের ২৫৭ (১) ধারার কথা উল্লেখ করা আছে। রাজ্য সরকারগুলি কোন কিছু সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ গঠন করবে সেগুলির থেকে নিরাপত্তা জনিত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র সংগ্রহ করা বাধ্যতামূলক।

কোভিড-১৯ মহামারীর প্রেক্ষিতে আগামী ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত কিছু কিছু চিকিৎসা সংক্রান্ত সামগ্রী সহ কয়েকটি ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্র বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রের সঙ্গে ঋণদান এবং উন্নয়নমূলক সহযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ে জড়িত রয়েছে। এইসমস্ত রাষ্ট্রের জন্য বিশেষ ছাড়ের বিষয়ে আর একটি নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

এই নিয়মাবলী সমস্ত নতুন টেন্ডার ডাকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেসব টেন্ডার ইতিমধ্যেই ডাকা হয়েছে এবং প্রথম পর্বের মূল্যায়ণের প্রক্রিয়া চলছে তাদের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী যদি নতুন নিয়ম অনুযায়ী নিবন্ধীকরণ না করিয়ে থাকেন তাহলে তাদের দরপত্র বাতিল বলে বিবেচিত হবে। যদি এই পর্বটিও অতিক্রান্ত হয় সেক্ষেত্রে যে সব সংস্থা বরাত পেয়েছে, তাদের নিবন্ধীকরণ করা না থাকলে পুরো প্রক্রিয়াটি বাতিল বলে বিবেচিত হবে এবং নতুন করে দরপত্র আহ্বান করা হবে। তবে বেসরকারী ক্ষেত্রে এই নিয়ম কার্যকর হবেনা।

শিক্ষামন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

শ্রেণীর শাখা ১টি থেকে বাড়িয়ে ৪টি শাখা করা হয়েছে। এরমধ্যে ২টি কলা বিভাগের এবং ২টি বিজ্ঞান বিভাগের শাখা রয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, আগে উমাকান্ত একাডেমি ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়ে নার্সারী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত একই শিফটে ক্লাস হত। এখন থেকে ওই বিদ্যালয়ে প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারী বিভাগের আলাদা শিফটে ক্লাস হবে। তিনি বলেন, ওই বিদ্যালয়ের প্রাইমারি বিভাগের জন্য স্নাতক শিক্ষক এবং অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস বিষয়ের জন্য ১ জন করে স্নাতকোত্তর শিক্ষক দেওয়া হবে।

শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, ত্রিপুরার বিভিন্ন বেসরকারি বিদ্যালয়গুলি থেকে অনেক ছাত্র ছাত্রী সম্প্রতি সিবিএসই অনুমোদনপ্রাপ্ত সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে ভর্তি হওয়ার জন্য আগ্রহ দেখাচ্ছে। তাই রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে উমাকান্ত একাডেমি ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়ের পাশাপাশি শিশুবিহার স্কুলেও একাদশ শ্রেণীর ২টি শাখা থেকে বাড়িয়ে ৪টি শাখা করা হবে এবং আরও ৮০টি আসন বাড়ানো হবে। রাজ্যের ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের কথা চিন্তা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, বলেন তিনি।

বরখাস্ত

● প্রথম পাতার পর

ইন্সপেক্টর ঘটনার তদন্ত করতে এসে সত্যতা খুঁজে পান।সাথে সাথে রেশন ডিলার শুক্রবার পালকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। সেখানে নতুন রেশন ডিলার হিসেবে অপর একজন কে নিযুক্ত করা হয়। নবনিযুক্ত ডিলারের নাম পবিত্র রিয়াং। দায়িত্বপ্রাপ্ত ফুড ইন্সপেক্টর জানান গত কয়েকদিন ধরেই দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিলার ভোক্তাদের মধ্যে রেশন সামগ্রী বিতরণ করছে না।

এ ধরনের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।তার বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।উল্লেখ্য রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় নানা দুর্নীতির অভিযোগ করতে শুরু করেছে। বিশেষ করে লবণের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে একাংশের রেশন ডিলার ভোক্তাদের নানাভাবে প্রতারণা করে চলেছে। এসব ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত হলে আরো বহুসংখ্যক রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হবে।

এ বিষয়ে দপ্তরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি।রাজ্য সরকার যেখানে গণবন্টন ব্যবস্থা কে সকলের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সে ক্ষেত্রে একাংশের ডিলারদের ধরনের দুর্নীতি পরায়নতা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।সরকারের সুনাম অক্ষুণ রাখার তাগিদে এইসব দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি।

বিদ্যুৎ পরিষেবায়

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরা পাওয়ার জেনারেশন লিমিটেডের কাজকর্মের পর্যালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমকে আগামী ৫ বছরের নিজেদের প্রয়োজনীয় সর'ামের তালিকা তৈরি করতে হবে। রাজ্য সরকার রাজ্যের যুবাদের উৎসাহিত করে বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সরবরাহের কাজের সাথে যুক্তদের ছোট শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের কর্মদক্ষতা বাড়ানোর জন্য লক্ষমাত্রা স্থির করে কাজ করার উপর তিনি জোর দিয়েছেন। লাইনম্যানদের দায়িত্ব প্রতিদিন স্থির করে তা কল সেন্টারে কাজের খতিয়ান তুলে ধরার পরামর্শ দেন। বিদ্যুৎ সাবস্টেশনগুলিতে সিসি ক্যামেরা এবং পর্যাপ্ত আলোর বিষয়টিও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। পাশাপাশি বিদ্যুৎ নিগমের অব্যবহৃত সামগ্রী নিলামের ব্যবস্থা করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব, রাজ্যে চালু হওয়া সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির কাজ দ্রত রূপায়ণের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন। বেশি সংখ্যক সুবিধাভোগীরা যাতে সৌরবিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্পগুলির সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন তারজন্য প্রকল্পগুলির বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত লিফলেট তৈরি করে প্রচারে নিয়ে যাওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তর এবং ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমকে সমন্বয় রেখে কাজ করতে হবে যেন বিদ্যুৎ অপ্রতুলতার কারণে ডিপটিউবওয়েল চালু করতে যাতে কোনও দেরি না হয়। এজন্য প্রয়োজনীয় আগাম ব্যবস্থার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। সৌভাগ্য প্রকল্পের কাজ সময়ের মধ্যে শেষ করার জন্য নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

সৌভাগ্য যোজনায় যে সমস্ত বিদ্যুৎ সংযোগ সরবরাহ করা হয়েছে সে সকল ভোক্তার বাড়িতে আধিকারিকদের সরেজমিনে পরিদর্শন করার বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পর্যালোচনা সভায় ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ড. এম এস কেলে জানান, রাজ্যে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে কাজ করছে নিগম। রাজ্য মার্ট কাস্টমার কেয়ার সার্ভিস চলতি বছরের ২৭ জলাই থেকে চালু হচ্ছে। ১ লক্ষ ৮৪ হাজার প্রি-পেড মিটার বসানোর প্রক্রিয়া চলছে। ১০.৩৮ লক্ষ এলইডি বাল প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। ট্রান্সফরমার মেরামতি করা হয়েছে। ফিডার বেকডাউন অনেকটাই কম হচ্ছে বলে তিনি সভায় উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ সালের ফিডার বেকডাউনের পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। তিনি বলেন, রাজ্যে বিল সংগ্রহের দক্ষতাও বেড়েছে। পাশাপাশি ট্রান্সফরমার বিকল হওয়ার হারও কমেছে। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে বিকল হওয়ার হার হচ্ছে ১০.৩৬ শতাংশ যা ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে যথাক্রমে ১১.৬৬ এবং ১১.৪৫ শতাংশ ছিলো। তিনি জানান, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে অনাদায়ী অর্থ আদায়ের জন্য ১ লক্ষ ১২ হাজার ৬১৮ জনের বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন করা হয়েছে। এছাড়া নতুন ট্রান্সফরমারের বসানোর জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এদিনের সভায় তিনি রাজ্যে রূপায়িত দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ জ্যোতি যোজনা, সৌভাগ্য যোজনা, এডিবি প্রকল্পগুলির বর্তমান অবস্থা, কর্মপরিকল্পনা এবং সাফল্য তুলে ধরেন। তিনি ট্রান্সমিশন প্রকল্পগুলির বর্তমান অগ্রগতি সম্পর্কে সভায় অবহিত করেন। তাছাড়া, কোভিড-১৯ পরিস্থিতি প্রতিরোধেও ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম গ্রাহকদের সুবিধার্থে বিলম্বিত পেমেন্ট সারচার্জ ৩ মাসের জন্য ৫০ শতাংশ হাস করা হয়েছে বলে সভায় জানানো হয়।

পর্যালোচনা সভায়, ত্রিপুরা রিনিওয়েবেল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (ট্রেডা)'র ডিরেক্টর জেনারেল ও সিইও এম দেববর্মা জানান, সোলার স্ট্রিট লাইটিং সিস্টেমে ১,০০০টি সৌরবিদ্যুৎ লাগানো হয়েছে। আরও ১,০০০ সৌরবিদ্যুৎ রাস্তায় লাগানোর প্রক্রিয়া চলছে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে অ্যাসপিরেশনাল ব্লকগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বলে সভায় তিনি জানান। শ্রীদেববর্মা বলেন, এমএনআরই প্রকল্পে চলতি অর্থবর্ষে ৮৩২টি সৌরল্যাম্প শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। আরও ২১,২৮৭টি বিলি করা হবে। পাশাপাশি বর্তমান বিদ্যুৎ চালিত ৪,০০০ ক'ষি পাম্পকে সৌরবিদ্যুৎ-এ রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পিএম কুসুম প্রকল্পে ১,৩০০টি নতুন সোলার পাম্প বসানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া ট্রেডার বিভিন্ন নতুন উদ্যোগগুলি সম্পর্কেও সভায় অবহিত করা হয়। সভায় ত্রিপুরা পাওয়ার জেনারেল লিমিটেডের মূল কর্মসূচিগুলিরও পর্যালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

পর্যালোচনা সভায় উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা আলোচনায় অংশ নেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে মত প্রকাশ করেন। এছাড়াও মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রধান সচিব শশীর'ন কুমার, মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ সচিব প্রশান্ত কুমার গোয়েল, পরিকল্পনা ও সমন্বয় দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায় সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

গুরুতর আহত আটজন

আটের পাতার পর

হয় তাহলে মামলা প্রত্যাহার হতে পারে বলে জানিয়েছেন কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার।

উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের কামেশ্বর এ একটি অল্টো এবং ট্রিপার এর মধ্যে সংঘর্ষে চার যাত্রী গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। জানা যায় ট্রিপার গাড়িটি দ্রুত বেগে এসে অলটো গাড়িকে সরাসরি ধাক্কা দেয়। তাতে অলটো গাড়ির চারজন যাত্রী গুরুতরভবে আহত হন।দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করে ধর্মনগর হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে তারা জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।চালকদের দ্রুতগামী তা এবং অসাবধানতার কারণেই ভয়াবহ সংঘর্ষের ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা গেছে। ধর্মনগর থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এদিকে ধলাই জেলার আমবাসায় আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে বোলেরো গাড়ি একটি অটোরিকশাকে বাঁচাতে গিয়ে রাস্তার পাশে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা লাগে। তাতে দুজন যাত্রী গুরুতরভবে আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বোলেরো গাড়ির চালক দীপঙ্কর দেবনাথ জানান উল্টোদিক থেকে অটোরিকশাটি নিয়ন্ত্রণহীনভাবে আসছিল। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে অটোরিকশাকে বাঁচাতে গিয়েই রাস্তার পাশে বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা লাগে বোলেরো গাড়িটির। আমবাসা থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

কুমারঘাটে রক্তদান শিবির

আটের পাতার পর

করোনাভাইরাস সংক্রমণজনিত পরিস্থিতিতে রাজ্যের ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলিতে রক্তের জোগান তলানিতে এসে ঠেকেছে। আতঙ্কে অনেকেই রক্তদান শিবিরে অংশ নিতে চাইছে না। এই সংকটময় মুহূর্তে ভারতীয় মজদুর সংঘ রক্তদান শিবির সংগঠিত করে স্থাপন করেছে। এ ধরনের সেবামূলক কাজে সমাজের সকল অংশের জনগণকে শামিল হতে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। ভারতীয় মজদুর সংঘ আয়োজিত রক্তদান শিবিরে ব্যাপক উৎসাহ উদনা পরিলক্ষিত হয়। ভবিষ্যতেও তারা এ ধরনের সেবামূলক কাজে এগিয়ে আসবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন। ভারতীয় মজদুর সংঘের আচরণর সেবামূলক কাজের ভূয়শী প্রশংসা করেছেন স্থানীয় জনগণ।

তিন দোকানে চুরি

আটের পাতার পর

টিলাবাজার সহ অন্যান্য এলাকাগুলিতে লকডাউন চলাকালে প্রতিনিয়ত চুরির ঘটনা ঘটেছে। পরপর এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।লকডাউন এবং কারফিউ চলাকালে কিভাবে ধরনের চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এলাকাবাসী। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ ব্যক্ত এলাকার জনগণ।টিলাবাজার সহ পার্শবর্তী এলাকাগুলোতে রাত্রিকালীন পুলিশি টহল বাড়ানোর জন্য দাবি উঠেছে। ঊনকোটি জেলার সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে রাত্রিকালীন নিরাপত্তা নিয়ে জনগণ গভীর সংকটে পড়েছেন। রাত জেগে পাহারা দিয়েও সম্পদ রক্ষা করা কষ্টকর হয়ে উঠেছে।

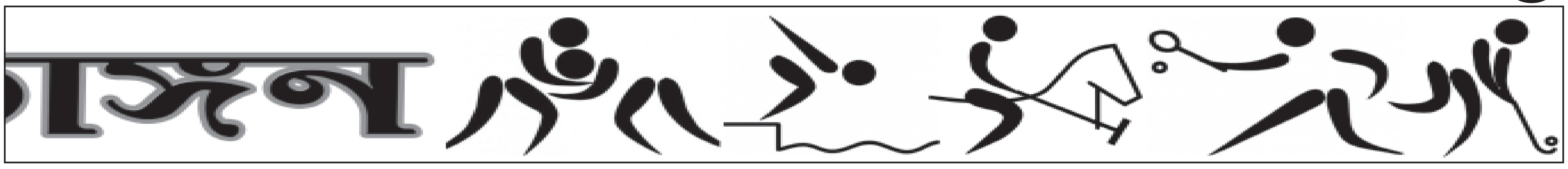

আর্জেন্টিনা-ব্রাজিল সেপ্টেম্বরে মুখোমুখি ?

২০২২ কাতার বিশ্বকাপের দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাই শুরুর আগে ফুটবলপ্রেমীরা দুই চি ব. প্র তি দ্ব ন্দ্বী আর্জেন্টিনা-ব্রাজিলের দ্বৈরথ উপভোগের সুযোগ পেতে পারেন। ফুটবলের এই দুই পরাশক্তি আগামী সেপ্টেম্বরে প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হতে পারে বলে খবর এসেছে আর্জেন্টিনার গণমাধ্যমে। করোনাভাইরাসের থাবায় স্থগিত থাকা লাতিন আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাই ৮ অক্টোবর মাঠে গড়ানোর কথা। ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা প্রীতি ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনা সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। ম্যাচটির দিনক্ষণ, ভেন্যু এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তবে ওলেসহ আর্জেন্টিনার একাধিক গণমাধ্যম জানিয়েছে, এএফএ চাইছে ইউরোপে ম্যাচটি আয়োজনের। গ্যালারিতে দর্শক রাখার ভাবনা আছে তাদের। গত নভেম্বরে উরুগুয়ের বিপক্ষে সবশেষ খেলেছিল আর্জেন্টিনা। উরুগুয়ের বিপক্ষে সেই ম্যাচটি ২-২ ড্র হয়। বিশ্বকাপ বাছাইয়ের আগে আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি চেয়েছিলেন দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলে নিজেদের পরখ করে নিতে। এ ম্যাচ দিয়ে আর্জেন্টিনার হয়ে মাঠে ফিরতে পারেন দলের সেরা তারকা লিওনেল মেসি। করোনাভাইরাসে স্থগিত থাকা ফুটবল পুনরায় শুরু হওয়ার পর মুখোমুখি হতে পারেন মেসি-নেইমারও। এএফএ তাই সব মিলিয়ে আয়োজনটাকে পরিপূর্ণ করতে চাইছে।

‘বেশি উদ্ধত হওয়া উচিত নয়’, লিভারপুলকে ল্যাম্পার্ড

প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন লিভারপুলকে বাহবা দিতে কার্পণ্য করছেন না ফ্র্যাঙ্ক ল্যাম্পার্ড। তবে দলটির শিরোপা উদযাপনের ম্যাচে তাদের বেঞ্চের সবার আচরণ সহজভাবে নিতে পারেননি চেলসির কোচ। অ্যানফিল্ডে বুধবার রাতে আট গোলের রোমাঞ্চ ছড়ানো ম্যাচে চেলসিকে ৫-৩ ব্যবধানে হারায় আগেই শিরোপা জেতা লিভারপুল। এই ম্যাচ শেষে বিশেষ এক অনুষ্ঠানে ইয়ুর্গেন ক্লপের দলকে দেওয়া হয় ট্রফি। লিভারপুলের দ্বিতীয় গোলের সময় দলটির বেঞ্চের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয় ল্যাম্পার্ডের। সাদিও মানেকে চেলসির মাতেও কোভাচিচ ফাউল করায় ফ্রি-কিক দিয়েছিলেন রেফারি। ফ্রি কিকে স্কোরলাইন ২-০ করেন ট্রেন্ট আলেক্সান্ডার-আর্নল্ড। ম্যাচ শেষে স্কাই স্পোর্টসকে দেওয়া প্রতিক্রিয়ায় লিভারপুলের প্রশংসা করলেও ওই ঘটনার জন্য অসন্তুষ্টির কথা অকপটে জানান ল্যাম্পার্ড। “আমার মনে হয়েছে কোভাচিচের ওটা ফাউল ছিল না। ওই সময়ে অনেক কিছুই হয়েছে বেঞ্চে... ক্লপের সঙ্গে আমার কোনো সমস্যা নেই, তিনি দারুণভাবে দল পরিচালনা করছেন... লিভারপুলকে ফেয়ার প্লে দিতেই হবে, তারা লিগ জিতেছে।

ফুটবল লেখকদের ভোটে ইংল্যান্ডের বর্ষসেরা হেন্ডারসন

লিভারপুলের ৩০ বছরের অপেক্ষার অবসানে নেতৃত্ব দিয়েছেন সামনে থেকে। রেকর্ড সাত ম্যাচ হাতে রেখে প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা জেতায় রেখেছেন গুরুত্বপূর্ণ অবদান। এর একটা স্বীকৃতি পেলেন জর্ডান হেন্ডারসন। ফুটবল লেখকদের ভোটে ইংল্যান্ডের বর্ষসেরা পুরুষ খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন লিভারপুল অধিনায়ক। এক চতুর্থাংশেরও বেশি ভোট পেয়ে শুক্রবার ফুটবল রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের বর্ষসেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন ৩০ বছর বয়সী এই ইংলিশ মিডফিল্ডার। সেরা পাঁচে আছেন ম্যানচেস্টার সিটির কেভিন ডে ব্রুইনে, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মার্কাস র‍্যাশফোর্ড এবং লিভারপুলের ভার্জিল ফন ডাইক ও সাদিও মানে।
এ মাসের শুরুতে চোট নিয়ে ছিটকে যাওয়ার আগে এবারের প্রিমিয়ার লিগে হেন্ডারসন খেলেন ৩০ ম্যাচ। গোল করেন চারটি। বর্ষসেরার পুরস্কার জয়ের পর তিনি কৃতজ্ঞতা জানালেন লিভারপুল সতীর্থদের প্রতি।
“অনেকের কাছে আমি ঋণী। সবচেয়ে বেশি ঋণী ক্লাবের সতীর্থদের কাছে। আমার সঙ্গে তাদের প্রত্যেকেই এই পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য দাবিদার।”

উদিনেজের বিপক্ষে হেরে অপেক্ষা বাড়ল ইউভেন্তুসের

সমীকরণ ছিল সহজ- উদিনেজের বিপক্ষে জিতলেই টানা নবমবারের মতো সেরি আ শিরোপা ইউভেন্তুসের। প্রথমার্ধে এগিয়ে গিয়ে সম্ভাবনাও জাগায় তারা। কিন্তু বিরতির পর দুই গোল খেয়ে উল্টো হেরে গেছে মাওরিসিও সাররির দল। বেড়েছে অপেক্ষা।
প্রতিপক্ষের মাঠে বৃহস্পতিবার ২-১ গোলে হেরেছে তুরিনের দলটি। মাটাইস ডি লিখট শিরোপাধারীদের এগিয়ে নেওয়ার পর সমতা ফেরান ইলিয়া নেস্তোরফস্কি। যোগ করা সময়ে জয়সূচক গোলটি করেন সিকো ফোফানা। ২০১০ সালের পর প্রথমবার ঘরের মাঠে ইউভেন্তুসের বিপক্ষে জিতল উদিনেজে। লিগের প্রথম পর্বে গত ডিসেম্বরে নিজেদের মাঠে ৩-১ গোলে জিতেছিল ইউভেন্তুস। ৩৫ ম্যাচে ২৫ জয় ও ৫ ড্রয়ে ইউভেন্তুসের পয়েন্ট ৮০। সমান ম্যাচে ৭৪ পয়েন্ট নিয়ে আতালান্তা দ্বিতীয় ও ৭৩ পয়েন্ট নিয়ে ইন্টার মিলান তৃতীয় স্থানে আছে। অষ্টম মিনিটে আত্মঘাতী গোল খেতে বসেছিল ইউভেন্তুস। প্রতিপক্ষের ক্রস ডি-বক্সে হেডে ক্লিয়ার করতে গিয়ে নিজেদের জালে পাঠাতে যাচ্ছিলেন ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার দানিলো। বল ফেরে পোস্টে লেগে। চতুর্দশ মিনিটে এগিয়ে যেতে পারতো সফরকারীরা। ডি-বক্সের বাইরে থেকে পাওলো দিবালার শট বাঁ দিকে ঝাঁপিয়ে কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন স্বাগতিক গোলরক্ষক। প্রথম ‘কুলিং ব্রেক’ এর আগ মুহূর্তে ডি-বক্সের বাইরে থেকে ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর জোরালো শটে পোস্টের সামান্য বাইরে দিয়ে যায় বল। ৩৪তম মিনিটে অ্যারন র‍্যামজির ক্রস ডি-বক্সে বুক দিয়ে নামিয়ে শট নেন দিবালা। আর্জেন্টাইন এই ফরোয়ার্ডের দারুণ প্রচেষ্টাও অল্পের জন্য পূর্ণতা পায়নি। অবশেষে ৪২তম মিনিটে দারুণ এক গোলে দলকে এগিয়ে নেন ডি লিখট। আদ্রিওঁ রাবিওর ক্রস হেডে ঠিকমতো ক্লিয়ার করতে পারেনি স্বাগতিকরা। ডি-বক্সের সামনে থেকে ডান পায়ের জোরালো শটে ঠিকানা খুঁজে নেন ডাচ ডিফেন্ডার ডি লিখট।
লিড অবশ্য বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি ইউভেন্তুস। ৫২তম মিনিটে স্বাগতিকদের ম্যাচে ফেরান নেস্তোরফস্কি। সতীর্থে ক্রসে ডাইভিং হেডে বল জালে পাঠান অরক্ষিত এই ফরোয়ার্ড। এরপর ড্রয়ের দিকেই যাচ্ছিল ম্যাচ। কিন্তু যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে ফোফানার সেই গোল। প্রায় মাঝমাঠে বল পেয়ে অ্যালেক্স সান্দ্রোকে গতিতে পেছনে ফেলে ডি-বক্সে ডি লিখটকে কাটিয়ে জালে পাঠান তিনি। হারের হতাশায় মাঠ ছাড়ে সফরকারীরা।
সেই ২০১২ সালের ৬ মে থেকে ইতালির শীর্ষ লিগের চ্যাম্পিয়ন ইউভেন্তুস। বৃহস্পতিবার শিরোপা ধরে রাখার ৩ হাজারতম দিনের মাইলফলক স্পর্শ করে প্রতিযোগিতার সফলতম দলটি। উপলক্ষ রাঙাতে পারেনি তারা। অপেক্ষার অবসান হতে পারে পরের ম্যাচেই। নিজেদের মাঠে সাম্পদরিয়াকে হারালেই শিরোপা নিশ্চিত হয়ে যাবে সাররির দলের।

হারের কারণ ক্লান্তি ও অস্বাভাবিক পরিস্থিতি: ইউভেন্তুস কোচ

হঠাৎ করেই যেন এলোমেলো হয়ে গেছে সেরি আর বেশিরভাগ দল। ভুগছে টানা জয় পেতে। সবশেষ তিন রাউন্ডে টানা জয় পেয়েছে কেবল এসি মিলান। এক রাউন্ড কমালে সঙ্গী কেবল জেনোয়া। শিরোপার দুয়ারে গিয়ে ভুগছে ইউভেন্তুস। কোচ মাওরিসিও সাররি এই পরিস্থিতির দায় দিচ্ছেন ক্লান্তি ও করোনাভাইরাসের জন্য সৃষ্ট অস্বাভাবিক পরিস্থিতির।
জিতলেই নিশ্চিত লিগ শিরোপা- এই সমীকরণ মেলাতে পারেনি ইউভেন্তুস। বৃহস্পতিবার মাটাইস ডি লিখটের গোলে এগিয়ে গিয়েও উদিনেজের মাঠে ২-১ গোলে হারে সাররির দল। নিজেদের সবশেষ পাঁচ ম্যাচে এটি দলটির দ্বিতীয় হার। ড্র করেছে দুটি ম্যাচ, জয় কেবল একটি।
শিরোপা দৌড়ে থাকা অন্য দুই দল লাৎসিও ও ইন্টার মিলানও পয়েন্ট হারিয়েছে নিয়মিত। সবশেষ ছয় ম্যাচের দুটিতে জিতেছে ইন্টার। সবশেষ ১৮ পয়েন্টের মধ্য থেকে মাত্র ৪ পয়েন্ট নিতে পেরেছে লাৎসিও। সুযোগে দুই নম্বরে উঠে এসেছে আতালান্তা।
উদিনেজে ম্যাচের পর স্কাই স্পোর্টস ইতালিয়াকে সাররি জানান, অনাকাঙ্ক্ষিত বিরতির পর ধারাবাহিকতার জন্য সংগ্রাম করছে দলগুলো। “মৌসুমটা কঠিন, প্রত্যেকটা দল স্বাভাবিকের তুলনায় ভিন্ন কন্ডিশনে খেলছে এবং সবাই ক্লান্ত। বলের ওপর ৯০ মিনিট নজর ধরে রাখা মানসিক ও শারীরিকভাবে কঠিন। ম্যাচগুলো অদ্ভুত, সহজেই মোমেন্টাম বদলে যাচ্ছে। শারীরিক ক্লান্তির চেয়ে মানসিক ক্লান্তিটাই বেশি।”
৩৫ ম্যাচে ২৫ জয় ও ৫ ড্রয়ে ইউভেন্তুসের পয়েন্ট ৮০। সমান ম্যাচে ৭৪ পয়েন্ট নিয়ে আতালান্তা দ্বিতীয় ও ৭৩ পয়েন্ট নিয়ে ইন্টার মিলান তৃতীয় স্থানে আছে। ৭২ পয়েন্ট নিয়ে চারে লাৎসিও। এখনও তিন রাউন্ডের খেলা বাকি। তিন মাসের করোনাভাইরাস বিরতির পর বাকি ১২ রাউন্ডের খেলা শেষ করতে ছয় সপ্তাহ সময় পায় সেরি আর দলগুলো। খেলতেও হচ্ছে বেশি তাপমাত্রায়।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

PNIeT NO- 46/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21
The Executive Engineer, DWS Division Ambassa, Dhalai District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender. The details are below;

Sl No.	DNIeT No	Estimated Cost	Deadline for bidding
1	DNIe-T No.38/EE/PWD(DWS)/ AMB/2020-21	2286068.00	06-08-2020

All details can be seen press notice & bid documents for the work on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. For contact 03826-267230/9436355955
For and on behalf of Governor of Tripura
(Er. H. Chakma)
Executive Engineer
DWS Division, Ambassa,
Dhalai District, Tripura
ICA-C-1122/20

PNIT NO: 05/ePNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2020-21,
Dated- 17/07/2020.
The Executive Engineer, RD Amarpur Division, Amarpur, Gomati Tripura invites e-Tender from eligible bidders upto 3.00 PM of 03/08/2020 of 2 (Two) nos. Materials Procurement Tender. For details visit website- https://tripuratenders.govin and contact- 8787494405. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
(Er. D. C. Jamatia)
Executive Engineer
RD Amarpur Division
ICA-C/1112/20

CORRIGENDUM
Due to unavailable circumstances, the tender against DNIeT No- 03/ EE/ DWS-I /2020-21 published through PNIeT No-11/ EE/ DWS-I /2020-21, circulated vide this office Memo No. F. 12(3) / EE /DWS-I/ 1766-1803 dated. 04-06-2019 is here by Cancelled.
Executive Engineer
DWS Division Agartala-I
Agartala Tripura (W).
ICA-C/1118/20

Press Notice Inviting Tender
Sealed rate quotations are invited, on behalf of the Governor of Tripura, from interested lawful owners of light vehicle Maruti ECCO (CNG) having valid commercial registration issued by the Transport Authority of Tripura for hiring on rental basis for a period of 01(one) year for use within the State. The vehicle should be registered with the Licensing Authority of Transport Department, Government of Tripura, having commercial permit as per Government rules. The NIT will be received **on 07th August, 2020 up to 3.00 PM** and will be opened on the same day at 4.00 PM, if possible.
Terms & conditions in details can be had in the office of the undersigned and in the Notice Board on all working days from 10.30 AM to 4.30 PM and in the website: www.agri.tripura.gov.in.
(Darpan Kr. Biswas)
Joint Director of Agriculture (Research)
State Agriculture Research Station
Arundhatinagar, Agartala.
ICA-C/1107/20

CORRIGENDUM
On the basis of pre-bid discussion, some modifications/ corrigendum were made in connection with the e-Tender Vide No. No.F.25(42)-AGRI/SARS/MOVCD/2020-21/2555-69, dated-06/07/2020, for empanelment of Service Provider under MOVCDNER Phase-III. The detail modification/ corrigendum is available in the website https://tripuratenders.gov.in
This corrigendum will be the part of e-Tender documents mentioned above.
ICA-C/1117/20
(Darpan Kr. Biswas)
Joint Director of Agriculture (Research)
State Agriculture Research Station
Arundhatinagar, Agartala

FORM NO.4
PROCLAMATION REQUIRING THE APPEARANCE OF A PERSON ACCUSED
Case No.2019/NTB/002
WHEREAS complaints has been made before me that Sri Krishna Gopal Jamatia (42) S/O-Lt. Sarbahari Jamatia of Laxman Para, PS-Nutan Bazar has committed for suspected to have committed) the offence punishable under section 279/304 A of the Indian PenalCode and 187 of M.V. Act and whereas it has been shown to my satisfaction that the said Sri Krishna Gopal Jamatia (42) has been absconding (or is concealing himself to avoid the service of the said warrrant).
Proclamation is hereby made that the said Sri Krishna Gopal Jamatia (42) S/O- Lt. Sarbahari Jamatia of Laxman Para, PS-Nutan Bazar is required to appear before the SI Debabrata Sinha (I.O) on 06.08.2020 at 10:00 A.M at Nutan Bazar P.S.
Dated 29th day of June 2020.
Sd/- Illegible
Sub-Divisional Judicial Magistrate
Amarpur, Gomati, Tripura
ICA-D/309/20

হাঁপানিয়া কোভিড কেয়ার সেন্টারে এক করোনা রোগীর মাথা ফেটে যাওয়ার ঘটনাকে ঘিরে অন্যান্য রোগীরা বিক্ষোভ দেখায়।

পৃথক স্থান যান সন্ত্রাসে গুরুতর আহত আটজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি/ধর্মনগর/আমবাসা, ২৪ জুলাই।। সাত সকালে পূজোর ফুল তুলতে গিয়ে বেপরোয়া বাইকের ধাক্কায় গুরুতরভাবে আহত সুমন নাথ (২৫) নামের শারীরিক বিকলাঙ্গ যুবক। সাথে আহত বাইক চালক রহিম আলী (২৮)। উভয়েই ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইকটি কদমতলা থানা পুলিশ তাদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে কদমতলা ধর্মনগর প্রধান সড়কের লালছড়া বাজার সংলগ্ন এলাকায়।ঘটনার বিবরণে প্রকাশ প্রতিদিনের ন্যায় আজও সাজ সকালে উত্তর জেলার কদমতলী থানাধীন পূর্ব ইচাইলালছড়া গ্রামের বাসিন্দা শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ সুমন নাথ পিতা সুনীল চন্দ্র নাথ পূজোর ফুল তুলতে নিজ বাড়ি থেকে কদমতলা ধর্মনগর প্রধান সড়কটি পেরিয়ে পাশের বাড়িতে যাচ্ছিল। ঠিক তখনই একই গ্রামের আব্দুল রহিম (২৮) পিতা মৃত অমর আলী নিজের ইয়াম্মা কোম্পানির ট্র১৫ বিলাসী বাইক নিয়ে লালছড়া থেকে কদমতলা দিকে আসছিল। আর বাইকের প্রবল দ্রুতগতির কারণে বেপরোয়াভাবে এসে সুমন নাথকে সজোরে ধাক্কা মারে। বাইকের ধাক্কায় বিকলাঙ্গ যুবক সুমন নাথ রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে।সাথে বাইক নিয়ে রাস্তায় ছিটকে পড়ে বাইক চালক আব্দুল রহিম।দুজনকে গুরুতরভাবে আহত অবস্থায় ঘটনাস্থল থেকে প্রেমতলা দমকল কর্মীরা কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতাল নিয়ে আসে। তাদের অবস্থা গুরুতর দেখে কর্তব্যরত চিকিৎসক ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের রেফার করলে তাদের আত্মীয় পরিজনরা তাদেরকে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু এর মধ্যে আব্দুর রহিমের ভাই কলিম উদ্দিন কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসকের সাথে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে বলে অভিযোগ।আর সেই অভিযোগের ভিত্তিতে কলিম উদ্দিনকে কদমতলা থানার পুলিশ আটক করেছে। বর্তমানে কদমতলা থানার পুলিশি হেফাজতে রয়েছে কলিম উদ্দিন। পাশাপাশি কদমতলা থানার পুলিশ একটি মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।সাথে পুলিশ দুর্ঘটনাস্থল থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইকটি উদ্ধার করে কদমতলা থানায় নিয়ে এসেছে। এদিকে বাইক চালক আব্দুর রহিমের পরিবার-পরিজনরা কর্তব্যরত চিকিৎসকের সাথে কলিম উদ্দিনের অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করায় চিকিৎসকের কাছে ভুল স্বীকার করেন এবং দায়ের হওয়া মামলায় প্রত্যাহারের অনুরোধ করেন।পুলিশ তদন্ত করছে এবং যদি তাদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা

ছয়ের পাতায় দেখুন

চন্দ্রপুরে ভবঘুরে বৃদ্ধার মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। রাজধানী আগরতলা শহরের চন্দ্রপুর বিপণিবিতানের পাশ থেকে এক বৃদ্ধার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃত বৃদ্ধার নাম যশোদা বিশ্বাস। মাসাধিককাল ধরে ওই বৃদ্ধা চন্দ্রপুর বিপণিবিতান এলাকায় অবস্থান করছিল বলে ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন। ভবঘুরে ওই মহিলার অবস্থান সম্পর্কে স্থানীয় জনগণ অবগত ছিলেন। হঠাৎ ঐ মহিলা নড়াচড়া করছে না দেখে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও জনগণ এগিয়ে যান। তখন তারা লক্ষ্য করেন তার প্রাণ নেই। সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠানো হয় পূর্ব আগরতলা থানায়।

চন্দ্রপুর বিপণিবিতানের পাশে বৃদ্ধার মৃতদেহ পড়ে থাকার খবর পেয়ে থানা পুলিশ ছুটে এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। তবে করোনা আতঙ্কের কারণে মৃতদেহটি উদ্ধার এর জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের বিশেষ দলকে এখানে ডেকে আনা হয়। বৃদ্ধার মৃত্যু ঘটনা ঘিরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। কিভাবে ঐ বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে তা নিয়ে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে।পূর্ব থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিভিন্ন দাবীতে আন্দোলন কর্মসূচি পালন করল সিপিআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। বিভিন্ন দাবিতে শুক্রবার রাজধানী আগরতলা শহরের কৃষ্ণনগরে সিপিআই সদর বিভাগীয় অফিসের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করেছে সিপিআই। দাবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো এবং বিমান বেসরকারিকরণ চলবে না। কয়লা খনিকে বেসরকারীকরণ এর হাত থেকে যেকোনো মূল্যে রক্ষা করতে হবে। বেসরকারি সংস্থা গুলিতে কর্মী ছাঁটাই করা চলবেনা। ত্রিপুরায় রেল স্টেশন স্থাপনের জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে। কৃষ্ণনগর দলীয় কার্যালয়ের সামনে আন্দোলনে অংশ নিয়ে সংগঠনের সদর বিভাগীয় সম্পাদক মিলন বৈদ্য বলেন এইসব দাবি পূরণে সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ না করলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন। সর্বভারতীয় আন্দোলনের অংশ হিসেবেই সিপিআই রাজ্য আন্দোলনে শামিল হয়েছে।

ইয়াকুবনগরে পাচারকালে নয়টি গবাদি পশু আটক করল বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। ধর্মনগর সীমান্ত এলাকা থেকে পাচারকালে নয়টি গবাদিপশু আটক করেছে বিএসএফ।ধর্মনগর শহর থেকে মাত্র ৫ কিলোমিটার দূরে ইয়াকুব নগর সীমান্ত দিয়ে গবাদিপশু বাংলাদেশে পাচারের চেষ্টা করছিল পাচারকারীরা। সীমান্তে টহলরত বিএসএফ জওয়ানরা পাচারকারীদের সেই প্রয়াস ব্যর্থ করে দিয়েছে। উল্লেখ্য গত ২৩জুলাই পর্যন্ত সীমান্ত এলাকায় লক ডাউন এবং কারফিউ বলবৎ ছিল। ২৪ জুলাই ভোররাতে পাচারকারীরা গবাদিপশু সীমান্ত দিয়ে পাচারের চেষ্টা করে।আটক করা নয়টি গবাদিপশু বিএসএফের ১৬৬ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা ধর্মনগর থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে।নয়টি গবাদিপশু পাচারকালে আটক করা সম্ভব হলেও পাচারকারীদের আটক করতে পারেনি বিএসএফের জওয়ানরা।বিএসএফের গতিবিধি লক্ষ্য করে গবাদি পশু গুলি ফেলে পাচারকারীরা পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছে।বিএসএফের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ঈদের প্রাক্কালে বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে গবাদি পশু গুলো সীমান্ত এলাকা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল পাচারকারীরা।

ষাটোর্ধ বৃদ্ধাকে ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্ত যুবকের ফাঁসিতে আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। লেফুঙ্গা থানা এলাকায় সিপাহী পাড়ায় ৬৫ বছর বয়সী বৃদ্ধাকে ধর্ষণে অভিযুক্ত ফাঁসিতে আত্মহত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। আত্মঘাতী যুবকের নাম সুশান্ত দেববর্মা।প্রাথমিকভাবে জানা গেছে সুশান্ত দেববর্মা নামে অভিযুক্ত ওই যুবক তার এক নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। সেখান থেকে ফিরে এসে বাড়ির পাশেই জঙ্গলে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করে সে। ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্ত ফাঁসিতে আত্মহত্যার ঘটনা রীতিমতো চাঞ্চল্যকর। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে এসডিপিও কমল মজুমদার জানান এই ঘটনার তদন্তের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সুশান্ত দেববর্মা নামে ওই যুবক ধর্ষণের ঘটনায় জড়িত ছিল কিনা সে বিষয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মেলাঘরে পাচারের জন্য মজুত ফেন্সিডিল উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। সিপাহী জলা জেলার মেলাঘর থানার পুলিশ কলমক্ষেত এলাকার একটি বাড়ি থেকে ১৩০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করেছে। বাড়ির মালিকের নাম বারিক মিয়া।মেলাঘর থানার পুলিশ সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ফেন্সডিল উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। পুলিশ আসছে টের অভিযুক্ত বারিক মিয়া বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। সে পালিয়ে গেলে বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ফেনসিডিল উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। এ ব্যাপারে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মেলাঘর থানায় মামলা গৃহীত হয়েছে। অভিযুক্ত নেশা পাচারকারীকে গ্রেফতার এর জন্য মেলাঘর থানার পুলিশ তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। পুলিশ জানিয়েছে বহুদিন ধরে সে নেশা কারবারের সঙ্গে জড়িত রয়েছে। তার বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ রয়েছে।পুলিশ তাকে হাতেনাতে আটক করার জন্য বেশ কিছুদিন ধরে চেষ্টা চালিয়ে আসছিল।শেষ পর্যন্ত পুলিশের কাছে সুনির্দিষ্ট খবর আসে তার বাড়িতে ফেনসিডিল মজুদ করা হয়েছে।সেই খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালাতে গিয়ে পুলিশ ১৩০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। তবে তাকে গ্রেফতারে ব্যর্থ হয়েছে পুলিশ। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।উল্লেখ্য লকডাউন এবং কারফিউ চলাকালেও মেলাঘর এবং সোনামুড়া সীমান্ত দিয়ে বেপরোয়াভাবে নেশাজাতীয় সামগ্রী প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে পাচার করে চলেছে পাচারকারীরা। পুলিশকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নেশা পাচারকারীরা তাদের নেশা পাচার বাণিজ্য অব্যাহত রেখেছে।

করোনা আক্রান্তের খোঁজে ১০০ শতাংশ কঠোর নজরদারি শিক্ষক-কর্মচারীদেরও দায়িত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। করোনা আক্রান্তের সন্ধানে ১০০ শতাংশ নজরদারির লক্ষ্যে সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক, আশা, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং জিআরএস-দের দায়িত্ব দেওয়া হবে। সারা রাজ্যে ওই অভিযান চালানোর জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা শাসক ইতিমধ্যে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। ২৭ জুলাই থেকে ২ আগস্টের মধ্যে ওই অভিযান সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় করোনা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। প্রতিদিন আক্রান্তের সাথে মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়ছে। ফলে, সংক্রমিত ব্যক্তিদের খুঁজে বের করার জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতা শুরু হয়েছে। গতবার বুধবার স্বাস্থ্য সচিব তথা অতিরিক্ত মুখ্য সচিব এস কে রাকেশ করোনা পরিস্থিতি নিয়ে সমস্ত জেলার জেলা শাসকদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে বৈঠক করেছেন। বৈঠকে করোনা আক্রান্তদের খুঁজে বের করার নির্দিষ্ট রূপরেখা স্থির করা হয়েছে। ওইদিন স্বাস্থ্য সচিব সমস্ত জেলা শাসকদের করোনা আক্রান্তের খুঁজে ১০০ শতাংশ কঠোর নজরদারি শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ-বিষয়ে সিপাহীজলা জেলা শাসক চন্দন কুমার জমাতিয়া বলেন, সারা ত্রিপুরায় করোনা-র খুঁজে কঠোর নজরদারি শুরু হচ্ছে। ওই অভিযান ২৭ জুলাই থেকে ২ আগস্টের মধ্যে সমাপ্ত করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। এদিকে, এ-বিষয়ে সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কর্মী স্বল্পতা মেটাতে সরকারি কর্মচারি, শিক্ষক, আশা, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং জিআরএস-দের দায়িত্ব দেওয়া হবে। দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার জন্য গ্রামীণ এলাকার সকলকে ২৫ জুলাই সকল ১১টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত কিংবা গ্রামীণ কার্যালয়ে উপস্থিত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।শহর এলাকা-র ক্ষেত্রে পুর পরিষদ কিংবা নগর পঞ্চায়েত কার্যালয়ে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, বহু সরকারি কর্মচারি এবং শিক্ষকদের ইতিমধ্যে বিএলও হিসেবে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে। তাঁদেরও ওইদিন সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে উপস্থিত থাকতে হবে। সমস্ত দফতর, এডিসি প্রশাসন, মহকুমা শাসক এবং বিডিও-দের সংশ্লিষ্ট কর্মচারী ও শিক্ষকদের এ-বিষয়ে নির্দেশ পাঠাতে বলা হয়েছে।

নাবালিকা ছাত্রীকে গণধর্ষণের প্রতিবাদে তেলিয়ামুড়ায় এবিভিপির থানা ঘেরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৪ জুলাই।। নাবালিকা ধর্ষণ কাণ্ডে অভিযুক্ত বাকি ২ আসামির গ্রেপ্তারের দাবিতে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ তেলিয়ামুড়া ইউনিট জাতীয় সড়ক অবরোধ এবং থানা ঘেরাওয়ে সামিল হয়েছে। গণধর্ষণের শিকার হয়েছিল তেলিয়ামুড়া মহাকুমার ১৭ বছরের নাবালিকা ছাত্রী। ঘটনার তিন দিনের মাথায় ৫ জনের মধ্যে ৩ জনকে গ্রেপ্তারে সক্ষম হলেও বাকি দুই অভিযুক্ত এখনো অধরা। এরই প্রতিবাদ জানিয়ে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ তেলিয়ামুড়া ইউনিট জাতীয় সড়ক অবরোধ এবং থানা ঘেরাও করে। এই ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন ঘটনাস্থলে এসডিপিও ভি জগদীশ্বর রেড্ডি। তিনি সংগঠনের সমর্থকদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেন। যদিও সামাজিক দূরত্ব না মেনে থানার সামনে পথ অবরোধে বসে যায় সমর্থকরা। পরবর্তী সময়ে একটি প্রতিনিধিদল এসডিপিওর সাথে কথা বলতে চাইলে পথ অবরোধ তুলে নেয়া হয়।

কৈলাসহরের বিভিন্ন চা বাগানে করোনা প্রতিরোধে সামগ্রী বিতরণ চাইল্ড লাইনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। ঊনকোটি জেলার কৈলাশহর এর বিভিন্ন চা বাগান গুলিতে চাইল্ড লাইনের পক্ষ থেকে মাস্ক ও স্যানিটাইজার এবং খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য করোনা ভাইরাস সংক্রমণজনিত পরিস্থিতিতে চা বাগান গুলিতে সচেতনতামূলক তেমন কোনো কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে না।চা শ্রমিকরা নিজেদের জীবন জীবিকা নিয়ে রীতিমত সমস্যায় পড়েছেন।উদ্ভূত পরিস্থিতিতে চা বাগান শ্রমিক এবং তাদের সন্তানদের মাস্ক ব্যবহার করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। পরিস্থিতি বিবেচনা করেই চাইল্ড লাইনের পক্ষ থেকে চা বাগান শ্রমিক এবং তাদের সন্তানদের মধ্যে মাস্ক, স্যানিটাইজার এবং বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হয়। চাইল্ড লাইনের ধরনের উদ্যোগের ভূয়শী প্রশংসা করেছেন বিভিন্ন মহল।সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত চা বাগান শ্রমিকরা এ ধরনের সুযোগ-সুবিধা হাতের কাছে পেয়ে খুব খুশি।

কোনাবনে বিস্তর পরিমাণ গাঁজার নার্সারি ধ্বংস করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৪ জুলাই।। বিশালগড় এর মধুপুর থানা এলাকার কোনাবন গ্রাম পঞ্চায়েতে গাজা বিরোধী অভিযান চালিয়ে প্রচুর গাঁজা নার্সারি ধ্বংস করে দিয়েছে পুলিশ।শুক্রবার মধুপুর থানার ওসি তাপস দাস এর নেতৃত্বে পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনী কোনাবন গ্রাম পঞ্চায়েতে হানা দিয়ে গাঁজা নার্সারি ধ্বংস করে দেয়।প্রায় ৩ লক্ষ টাকার গাজার নার্সারি ধ্বংস করা হয়েছে বলে মধুপুর থানার ওসি তাপস দাস জানিয়েছেন। লক ডাউন চলাকালেও কোনাবন রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গাঁজা চাষিরা ব্যাপক হরে গাঁজার চাষ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন ও তাতে বসে নেই।বেআইনি গাঁজা চাষ বন্ধ করার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।গত কয়েক দিনে বিশালগড় মেলাঘর সোনামুড়া সহ বিভিন্ন এলাকায় গাঁজা চাষ বিরোধী অভিযান চালিয়ে ব্যাপক সাফল্য পেয়েছে পুলিশ।রাজ্যের অন্যান্য কয়েকটি স্থানেও এ ধরনের গাঁজা চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। গাঁজা চাষ পুরোপুরি বন্ধ করার জন্য পুলিশ ও শুল্ক দফতরের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ধরনের গাঁজা চাষ বিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও পুলিশের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

টিলাবাজারে এক রাতে তিন দোকানে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। ঊনকোটি জেলার কৈলাশহরের টিলাবাজারে গতকাল রাতে তিনটি দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোরের দল দোকানের তালা ভেঙ্গে ঘরে দেখে ঢুকে নগদ টাকা সহ অন্যান্য জিনিসপত্র হাতিয়ে নিয়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত দোকানিরা জামশেদ আলী , কানু মিয়া এবং বাবুল মিয়া। এ ব্যাপারে শুক্রবার সকালে কৈলাশহর থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে চুরি যাওয়া মালপত্র উদ্ধারের কোনো সংবাদ নেই।উল্লেখ্য কৈলাশহরের

ছয়ের পাতায় দেখুন

ড্রাগ পাচারের মাস্টারমাইন্ড মিঠুন পাল পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুরের লালজুরি এলাকা থেকে ড্রাগপাচারের মাস্টারমাইন্ড মিঠুন পালকে আটক করেছে পুলিশ।গত ২৭ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী সান্তনা চাকমার দেহরক্ষীর সঙ্গে ড্রাগ পাচারে জড়িত ছিল মিঠুন পাল।তার বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ করার পর থেকে সে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। সম্প্রতি সে বাড়িতে অবস্থান করছে বলে সুনিদৃষ্ট খবরের ভিত্তিতে এসডিপিও বিক্রমজীত শুক্লদাস লালযুরি আউটপোস্ট এর ওসিকে সঙ্গে নিয়ে তার বাড়িতে হানা দেন। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে অভিযুক্ত ড্রাগস পাচারকারী মিঠুন পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।পুলিশ তার বাড়ির চারদিক ঘিরে রেখে তাকে পাকড়াও করতে সক্ষম হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে তার বিরুদ্ধে এন ডি পি এস ধারায় একাধিক মামলা রয়েছে।দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর ড্রাগপাচারকারীর মাস্টারমাইন্ড মিঠুন পালকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রে জড়িত আরও কয়েকজনের নাম ধাম উদ্ধারের জন্য চেষ্টা চালানো হচ্ছে। উল্লেখ্য রাজ্যে ড্রাগ পাচার চক্র বেশ কয়েক বছর ধরেই সক্রিয় রয়েছে।ড্রাগের ভয়ংকর নেশায় রাজ্যের যুবসমাজ মারাত্মকভাবে কলুষিত হচ্ছে।এই ভয়ঙ্কর নেশার কবল থেকে রাজ্যের যুবসমাজকে রক্ষার জন্য প্রশাসন নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।এই চক্রে জড়িতদের গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।কাঞ্চনপুরের লাল জুড়ি এলাকা থেকে ড্রাগ পাচার এর মাস্টারমাইন্ড মিঠুন পালকে গ্রেপ্তারের ঘটনা পুলিশের একটি বড় সাফল্য বলে বিবেচিত হচ্ছে।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্যে 'মুখ্যমন্ত্রী উন্নত গোধন' প্রকল্প চালুর সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'মুখ্যমন্ত্রী উন্নত গোধন' নামে নতুন একটি প্রকল্প চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আজ মহাকরণের প্রেস কনফারেন্স হলে সম্পতি মন্ত্রিসভার বৈঠকের এই সিদ্ধান্তের কথা জানান শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এই প্রকল্পের জন্য মোট ব্যয় হবে ১৩ কোটি ১০ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। প্রকল্পটি কেন্দ্র ও রাজ্যের ৯০ : ১০ অনুপাতে রূপায়িত হবে। এই প্রকল্পে ২০২০-২১, ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ এই তিন বছরে সে' সর্টেড সিমেন্সের মাধ্যমে গাভী প্রজনন করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যেই রাজ্য সরকার এই দীর্ঘমেয়াদি এই পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। তিনি তথ্য দিয়ে জানান, গত ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে রাজ্যে দুধ উৎপাদন হয়েছিলো ১ লক্ষ ৭৪ হাজার ৬৭০ মেট্রিকটন, ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে দুধ উৎপাদন হয়েছিলো ১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৫১৫ মেট্রিকটন এবং ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে দুধ উৎপাদন হয়েছিলো ১ লক্ষ ৯৭ হাজার ২৭০ মেট্রিকটন। রাজ্যে ধীরে ধীরে দুধ উৎপাদন বাড়ছে। তিনি জানান, রাজ্যে বর্তমানে দুধের বাৎসরিক চাহিদা হলো ২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৩৫০ মেট্রিকটন। রাজ্যের দুধের এই চাহিদা পূরণের লক্ষ্যেই 'মুখ্যমন্ত্রী উন্নত গোধন' নামে নতুন একটি প্রকল্প চালু করার জন্য রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সাত দফা দাবীতে পশ্চিম জেলা শাসকের কাছে স্মারক আরএসপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। বাম শরিক দল আর এস পি শুক্রবার পশ্চিম জেলার জেলাশাসক অফিসে ৯ দফা দাবিতে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে।জেলা শাসকের অনুপস্থিতিতে তার সচিবের কাছে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদল স্মারকলিপি দেন।দাবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল করোনা পরিস্থিতিতে লকডাউন চলাকালে কৃষিজীবী , শ্রমজীবীপরিবার এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের আর্থিক সাহায্য প্রদান এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে।এসব দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আরএসপি দেশজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে জানিয়েছেন প্রতিনিধিদলের সদস্যরা।উল্লেখ্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতি এবং বিভিন্ন আইন সংশোধনের প্রতিবাদে বাম দল গুলি বিভিন্ন রাজ্যে আন্দোলনে শামল হয়েছে।এর অঙ্গ হিসেবে আরএসপির পক্ষ থেকে রাজ্যে জেলাশাসকের মাধ্যমে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

পাইতুরবাজার ও তুইসিন্দ্রাইয়ে অগ্নিকান্ড, অল্পেতে রক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/তেলিয়ামুড়া, ২৪ জুলাই।। ঊনকোটি জেলার কৈলাশহর বাজারে শুক্রবার একটি বাইকের দোকানে আকস্মিকভাবে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়। জানাজায় দোকানের একটি বাইকে হঠাৎ আগুন ধরে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি দমকল বাহিনীকে জানানো হয়।ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন বাজারের অন্যান্য ব্যবসায়ী এবং সাধারণ মানুষজন। তারাও আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। দমকল বাহিনীর প্রচেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আসে।এর ফলে আরো বড় ধরনের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে কৈলাশহর এর পাইতোরবাজার। উল্লেখ্য প্রায় তোর বাজারে প্রচুর দোকান রয়েছে। দমকল বাহিনী এসে আগুন আয়ত্তে আনতে সক্ষম না হলে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হতো বলে জানিয়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। দমকল বাহিনীর ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন ব্যবসায়ীরা।

এদিকে তেলিয়ামুড়া তুই সন্দ্রাই রিক্সা কলোনিতে শুক্রবার একটি বাড়িতে অনুষ্ঠান চলাকালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়। জানাজায় রান্নার জন্য উঠোনে ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রান্নার জন্য মজুদ রাখা গ্যাস সিলিন্ডারে হঠাৎ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনী এসে আগুন নেভায়। অবশ্য এর ফলে বড় ধরনের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। অল্পেতে রক্ষা পেয়েছে বাড়ি ঘর।

মজদুর সংঘের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে কুমারঘাটে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। ভারতীয় মজদুর সংঘের ৬৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে উত্তর ত্রিপুরা কুমারঘাট এ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। কুমারঘাট বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে কুমারঘাট অফিসে এইরকম শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবির এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিধায়ক ভগবান দাস। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে বিধায়ক ভগবান দাস বলেন রক্তদান একটি মহৎ দান।ভারতীয় মজদুর সংঘ তাদের ৬৫তম প্রতিষ্ঠা দিবসে রক্তদান শিবির সংগঠিত করে সমাজসেবার অনন্য নজির স্থাপন করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।বিধায়ক বলেন

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।